উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩২ শ্রাবণ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 17 August 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 90

হিন্দু নিরাপত্তায় মোদিকে আশ্বাস ইউনূসের

নয়ের পাতায়

গরহাজির শুভেন্দু

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে শ্যামবাজারে বিজেপির ধর্নায় দেখা গেল না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সাংসদরা যখন রাস্তায় বসে এর প্রতিবাদে অবস্থান করছিলেন, শুভেন্দু তখন অন্য কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটের বাদ্যি

দীর্ঘ ১০ বছর পর জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট হতে চলেছে। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের তরফে সেখানে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির ৯০টি আসনে তিন দফায় ভোট হবে। ফল ঘোষণা ৪ অক্টোবর।

বিস্তারিত আটের পাতায়

নাবালিকাকে গণধর্ষণ

শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার ৩ নাবালক সহ ৪

মিঠুন ভট্টাচার্য ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ও আরজি কর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বুধবার মধ্যরাতের দখল নিয়েছিল মেয়েরা। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই শিলিগুড়িতে গণধর্ষণের শিকার হতে হল এক নাবালিকাকে।

শহরের বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে ফুলবাড়ির কাছে ছয়-সাতজন মিলে গণধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে তিনজনই নাবালক। বৃহস্পতিবার তাদের জলপাইগুড়ির জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়। মূল অভিযুক্ত সঞ্জু দাসকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলছেন, 'নাবালিকার পরিবার আমাদের জানিয়েছে, দুজন ধর্ষণ করেছে, দুজন পাশে বসে ছিল। আমরা নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করিয়েছি।'

বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে নাবালিকা। ইতিমধ্যে তার মেডিকেল টেস্ট হয়েছে। এদিন মেডিকেল কলেজের বিছানায় মেয়ের পাশে বসে চোখের জল ফেলতে দেখা গিয়েছে নাবালিকার মাকে। আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারটি কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। নাবালিকার দাদু বলছেন, 'ও বলেছে, ফুলবাড়িতে নিয়ে গিয়ে ছয়-সাতজন মিলে ওকে ধর্ষণ করেছে। এরপর ওকে রাস্তায় ফেলে চলে যায় দুষ্কৃতীরা।'

পরিবার সূত্রে খবর, নবম শ্রেণির পড়ুয়া ওই নাবালিকার সঙ্গে দুই-তিনদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় হয় মূল অভিযুক্ত সঞ্জুর। ১৫ অগাস্ট বাড়িতে মায়ের বকা খেয়ে সঞ্জুকে নিজেই ফোন করে ডাকে নাবালিকা। অন্য এক বন্ধুর মোটরবাইক নিয়ে নাবালিকার ঠিকানায় গিয়ে হাজির হয় রামঘাট এলাকার সঞ্জু। এরপর বাইকে বসিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় ঘোরানো হয় নাবালিকাকে। সঙ্গে সঞ্জুর আরও কয়েকজন বন্ধু জোটে। কাওয়াখালির একটি মাঠে নেশার আসরও বসে বলে খবর। নাবালিকার দিদির অভিযোগ, 'ধর্ষণের আগে বোনকে নেশা করানো হয়েছিল।'

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, কাওয়াখালি অথবা ফুলবাড়িতে ধর্ষণের পর নাবালিকাকে শীতলাপাড়া মোড়ে ছেড়ে দেয় মূল অভিযুক্ত।

এরপর বারোর পাতায়

- সোশ্যাল মিডিয়ায় সঞ্জু নামে এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নাবালিকার
- স্বাধীনতা দিবসে মায়ের বকাঝকা খেয়ে সঞ্জুকে ডাকে কিশোরী
- বাইকে করে শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে ঘুরে বেড়ায় তারা
- সঞ্জুর সঙ্গে আরও কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল
- নেশার আসর বসানোর পর কাওয়াখালি বা ফুলবাড়ির কোনও জায়গায় মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ

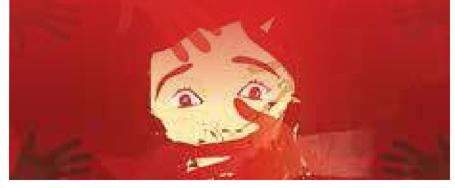

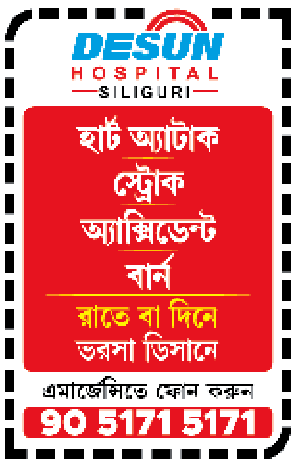

জেরার ফাঁসে সন্দীপ

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে জনপ্রতিনিধি অভিনেত্রীরা। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

সাদা চোখে সাদা কথায়

নারীনিগ্রহের অন্যায় ঢেকে যায় ক্ষমতার 'খেলা দিবসে'

গৌতম সরকার

অগাস্ট বিপ্লবের মাস। ভারতের স্বাধীনতার মাস। বাংলাদেশে প্রতিবিপ্লবের মাস। বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভাঙারও মাস। সেই ঐতিহাসিক অগাস্টে এপার বাংলায় নারী জাগরণ। শহরে শহরে, কিছু কিছু মফসসলে 'রাত দখল'-এ অভূতপূর্ব প্রতিবাদ। 'মানুষ মানুষের জন্য'- আরও একবার মূর্ত পশ্চিমবঙ্গে। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' উচ্চারণে একসূত্রে গেঁথে গেল সহস্র সহস্র প্রাণ। কোচবিহার থেকে কলকাতা, একসুরে বিচার চাইল রাত জেগে।

অতঃপর? একদিনের বেনজির নাগরিক প্রতিবাদের পর খেলাটা কি ক্ষমতার কারবারিদের হাতে চলে গেল না? এসইউসিআইয়ের ডাকা বনধ, বিজেপির অবরোধ, মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- সবই তো 'রাজনীতি'র খেলা। সরকারের ডাকা 'খেলা হবে দিবস'ও আজ। এই খেলায় নাগরিকদের ভূমিকা কতটুকু! হয় 'পুতুল নাচের পুতুল হয়ে খেলেই' শুধু যাওয়া, না হয় ক্ষমতার কারবারিদের যথেচ্ছ গাল দিয়ে 'কেমন দিলাম' গোছের আত্মতৃপ্তি লাভ!

তাতে? আরজি কর মেডিকেল কলেজের ফুলের মতো একটা জীবনের খুনি কারা, জানা যাবে? খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত হবে? খুনি কে বা কারা, আমরা কি জানি আদৌ? একজন ধরা পড়েছেন, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে নানা কাহিনী চারদিকে। যদিও তিনি নাকি নেংটি ইঁদুর মাত্র। ধেড়েদের ধরার দাবিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। সেই ধেড়ে কারা? পুলিশ যত না বলছে, তার চেয়ে অনেক বেশি 'তথ্য'-তে ভরে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া।

কিন্তু সত্য, মিথ্যার যাচাই কিছু হচ্ছে কি? চিলে কান নিয়ে গিয়েছে শুনে আমরা কানের পিছনে ছুটছি। কানটা যে কোথায়, কেউ জানে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাই দাবি করছেন, তিনিই আসল সত্য জানেন।

এরপর বারোর পাতায়

রাস্তা থেকে তুলে নিল সিবিআই

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মুখে। শুক্রবার আদালতে তাঁর এই মন্তব্যের কিছুক্ষণের মধ্যে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে একেবারে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গেল সিবিআই। তাঁর গাড়ি থেকে নামিয়ে সিবিআই নিজেদের গাড়িতে তুলে সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

তরুণী চিকিৎসক খুনে সন্দীপ এখন সাধারণ মানুষের কাছে কার্যত খলনায়ক। তিনি ইস্তফা দিলেও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পদে তাঁকে পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করে প্রশ্নের মুখে রাজ্য সরকার। হাইকোর্টও শুক্রবার কড়া ভাষায় সরকারের ভূমিকাকে কাঠগড়ায় তুলেছে। ১৪ অগাস্ট মহিলাদের 'রাত দখল' কর্মসূচির সময় আরজি করে দুষ্কৃতী হামলাতেও সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম।

মেডিকেলটির চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলার শুনানিতে তিনি প্রশ্ন করেন, 'রাজ্য কেন ওই স্থানে কর্মসূচির অনুমতি দিয়েছিল? ১৪৪ ধারা জারির কোনও প্রয়োজন ছিল কি না দেখেছেন? রাজ্য প্রশাসনের পুরোপুরি ব্যর্থতা এটা। পুলিশ নিজেদেরই রক্ষা করতে পারেনি। অন্যদের সুরক্ষা দেবে কী?' প্রধান বিচারপতির কথায়, '১০০ জনের বেশি জমায়েত হলে পুলিশ নজরে রাখে। সেখানে এত লোকের জমায়েত পুলিশ কিছু জানতে পারল না? এই ধরনের ঘটনা পরিকল্পনামাফিক হয়। পুলিশ টের পায়নি, বিশ্বাস করা কঠিন।'

কড়া হাইকোর্ট

- রাজ্যের ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট
- রাত দখল কর্মসূচির সময় আরজি করে দুষ্কৃতী হামলার কড়া সমালোচনা প্রধান বিচারপতির
- পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ
- আরজি কর বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি

'আমাদের কাছে ইনফরমেশন রয়েছে, কিন্তু আমরা কিছু করতে পারছি না'- আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীর পেশ করা ভিডিওতে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের এই বক্তব্যে ক্রুদ্ধ হয় প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ। সেসময়ই প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে আরজি কর বন্ধ করে রোগীদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেব।'

ওই মেডিকেল কলেজটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ শুক্রবারই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন জানিয়ে আদালতের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা পুলিশি নিরাপত্তার আর্জি জানিয়েছিলেন।

এরপর বারোর পাতায়

রবিবারের মধ্যে সাজার দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : 'রাত দখলে'র কর্মসূচিতে ন্যায়বিচারের দাবি উঠেছিল ১৪ অগাস্ট রাতে। তার প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর পুরোনো ফাঁসির দাবিতে ফিরে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেজন্য কার্যত সময় বেঁধে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'রবিবারের মধ্যে দোষীদের ধরতে না পারলে আমরা দিল্লিতে গিয়ে ধর্না দেব।' আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে আর একজনও এখনও ধরা পড়েনি। কিন্তু ১৪ অগাস্ট রাতে ওই মেডিকেলে ভাঙচুরের অভিযোগে পুলিশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করে ফেলেছে।

তবে ধর্ষণ-খুনের সঙ্গে জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে শুক্রবার পথে নেমেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৌলালি থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলের পর ভাষণে পুলিশকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুলিশ কাজটা প্রায় ৯০ শতাংশ গুটিয়ে এনেছিল। সব পরীক্ষা করেছে, ডগ স্কোয়াড পাঠিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে শুরু করে সব এভিডেন্স সংগ্রহ করেছিল। ১৬৪ জনের টিম বানিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিল পুলিশ।'

এরপর কার্যত আক্ষেপ ঝরে পড়ে তাঁর গলায়। তিনি জানান, তদন্তের গতিপ্রকৃতি দেখে সন্তুষ্ট ছিলেন বলেই রবিবার পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন। তার মধ্যে তদন্তে কিনারা না হলে সিবিআই-কে ডাকবেন বলেছিলেন। মমতার ভাষায়, 'আপনারা সময় দিলেন না। পুলিশ ৩৪ জনকে ডেকেছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাননি।

এরপর বারোর পাতায়

"আপনারা সময় দিলেন না। পুলিশ ৩৪ জনকে ডেকেছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাননি। আপনাদের তর সইল না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নজরে উত্তরের প্রভাবশালী ডাক্তার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের পর স্বাস্থ্য দপ্তরের নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির তথ্য উঠে আসছে। ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করানো, ভালো পোস্টিংয়ের নামে মোটা টাকা তোলা আদায়ের অভিযোগ তো রয়েইছে। সেইসঙ্গে ওষুধ সহ চিকিৎসা সামগ্রীর টেন্ডার- সবেতেই লাগামহীন দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। সিবিআই তদন্ত শুরু হতেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন খোদ চিকিৎসকরা। আর এবার আরজি করের ঘটনা এবং স্বাস্থ্যে দুর্নীতির ঘটনায় উত্তরবঙ্গের প্রভাবশালী চিকিৎসক সুশান্ত রায়কে তলব করতে পারে সিবিআই। সূত্রের খবর, ওই চিকিৎসককে তরুণী চিকিৎসক হত্যার কয়েক ঘণ্টা পরই আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দেখা গিয়েছিল। কেন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন সেই প্রশ্ন উঠছে। ডাঃ রায়কে এ ব্যাপারে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্য ভবনে খুব ভালোভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে উত্তরবঙ্গ গোষ্ঠী। সূত্রের খবর, রাজ্যে যে কয়েকজন বর্তমানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছেন সেই গোষ্ঠীর শীর্ষে উত্তরবঙ্গের দুই চিকিৎসক রয়েছেন। এর মধ্যে একজন বর্তমানে কলকাতার একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত। এছাড়াও আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ, মেডিকেল কাউন্সিলের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তা সহ আরও একাধিক কর্তা এই গোষ্ঠীতে ছড়ি ঘোরান।

আরজি করে কেন গিয়েছিলেন, প্রশ্ন

স্বাস্থ্য দপ্তরের হর্তাকর্তাদের সঙ্গে ডাঃ সুশান্ত রায়। -ফাইল চিত্র

চিকিৎসকদের বদলি থেকে শুরু করে পাশ-ফেল, হাউস স্টাফশিপের সুযোগ পাওয়া- সবেতেই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। এমনকি ওষুধ, ইনজেকশন থেকে বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রীর টেন্ডার করা নিয়েও প্রচুর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসছে। অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে এই গোষ্ঠীর মাধ্যমেই সবকিছু হয়ে আসছে, যার নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই হয়েছে আরজি কর মেডিকেল কলেজকে কেন্দ্র করে। আর এই দুর্নীতির ছায়া আরজি কর মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেলে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এই দুর্নীতি তো ছিলই। এরই সঙ্গে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে নতুন করে অভিযোগ উঠছে।

এরপর বারোর পাতায়

ভাদ্রে আরও গরম, অস্বস্তি বাড়বে আর্দ্রতায়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : 'শ্রাবণের ধারার মতো... ', গান বাজছে টোটোয় লাগানো মাইকে। হাসমি চকের ট্রাফিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা আমজনতার তখন ঘাম ঝরছে। টোটোচালকের উদ্দেশ্যে একজনের পরামর্শ, 'ভাই, গানটা বন্ধ কর। শ্রাবণের বৃষ্টি আর নেই।'

শ্রাবণ মাস শেষ। শ্রাবণের সঙ্গে বিদায়ের পথে বর্ষাও। এরই মধ্যে ভাদ্রের প্রবেশ হয়ে গিয়েছে বঙ্গের আবহাওয়ায়। ফলে দু'দিন ধরে কুলকুল করে ঘামছে আমজনতা। উত্তরবঙ্গের সমতল শুধু নয়, পাহাড়েও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। দার্জিলিংয়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শুক্রবার ২৪.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছেছে। সামান্য বৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু তা না হলে এখানকার তাপমাত্রা ২৫-এর ঘরে পৌঁছে যেত বলে মনে করা হচ্ছে। যেমন, ২ মিলিমিটার বৃষ্টি হওয়ার পরেও গ্যাংটকের তাপমাত্রা ছিল ২৫.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

তিনদিন আগে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির তাপমাত্রা মোটামুটি ছিল তিরিশের ঘরে। কিন্তু এদিন বৃষ্টি না হওয়ায় শিলিগুড়ি (৩৪.৮), জলপাইগুড়ি (৩৫.৫), কোচবিহার (৩৫.৪), মালদায় (৩৪.৬) গলদঘর্ম অবস্থা। তাপমাত্রার বৃদ্ধি যেমন ঘটেছে, তেমনই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন-দিন। আবহাওয়ার বর্তমান যা গতি, তাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি আগামীতে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কিন্তু কেন এমন অসহ্য পরিস্থিতি? এর মূলে রয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্ট হওয়া ঘূর্ণাবর্ত। ফলে উত্তরের আকাশ কয়েকদিন পর মেঘমুক্ত হয়ে পড়েছে। সূর্যের তাপ সরাসরি এসে পড়ছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'তাপমাত্রা বৃদ্ধির জেরে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তাপমাত্রা হ্রাসের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী তিনদিন তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়তে পারে।'

অর্থাৎ রবিবার থেকে শুরু হওয়া ভাদ্র মাসে ঘাম ঝড়বে আরও। তবে আবহাওয়া দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী, ২০ অগাস্ট উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাতে সামগ্রিক স্বস্তির বাইরে তেমন সুখদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হবে না বলে বক্তব্য আবহবিদদের। বরং সেদিনের বৃষ্টির পর আকাশ আরও মেঘমুক্ত বা স্বচ্ছ হয়ে উঠবে বলছেন তাঁরা। ফলে সময় যত গড়াবে, ততই দহনজ্বালায় জ্বলতে হবে উত্তরবঙ্গকে।

অতীত বলছে, এর আগে বেশ কয়েকবার বৃষ্টিশূন্য ভাদ্রের পর আশ্বিনে ভিজেছে উত্তরবঙ্গ। মাটি হয়েছে উত্তরের শারদোৎসব। এবারও কি বৃষ্টিতে পণ্ড হবে দুর্গাপুজো? উত্তর দেবে সময়, বলছেন আবহবিদরা।

শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

দার্জিলিং-	২৪.৪
গ্যাংটক-	২৫.৫
শিলিগুড়ি-	৩৪.৮
জলপাইগুড়ি-	৩৫.৫
কোচবিহার-	৩৫.৪
মালদা-	৩৪.৬

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)
তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর

ডালখোলায় নতুন আশা জাগাচ্ছে প্রোজেক্ট রিপোর্ট
তিন দশক পর হচ্ছে বাসস্ট্যান্ড

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ১৬ অগাস্ট : বাম আমলে বুড়ি মহানন্দা নদীর তীরে এনবিএসটিসির প্রায় দুই একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিন দশক ধরে সে জমি ফাঁকাই পড়ে আছে। ডালখোলা পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ওই জমিতে বাম জমানায় বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি। রাজ্যে পালাবদলের পরে কেটে গেছে এক যুগ। আজও গড়ে ওঠেনি সেই বাসস্ট্যান্ড। প্রশাসনের এই উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ ডালখোলার মানুষ।

সম্প্রতি পরিবহন নিগমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সে কাজ শুরু করতে উদ্যোগী হয়েছে ডালখোলা পুরসভা। অধিগৃহিত জমি আপাতত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এক ঠিকাদার সংস্থাকে ভাড়ায় দিয়েছে পরিবহন সংস্থা। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গ পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে পরিদর্শনে এসেছিলেন। সেই সময় বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ নিয়ে আশার আলো দেখেছিলেন ডালখোলার বাসিন্দারা। কারণ, বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ হলে কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও সে কাজ না এগোনোয় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দা।

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও আইনজীবী রঞ্জন কুণ্ডুর কথায়, 'শহরে বাসস্ট্যান্ড থাকার সুবিধা অনেক। এটি তৈরি হলে এলাকায় দোকানপাট গড়ে উঠবে। তাতে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে।' ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার বলেন, 'রাজ্যের পুরমন্ত্রক থেকে ইতিমধ্যেই চিঠি দেওয়া হয়েছে বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য। ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট ডিসেম্বর মাসে পাওয়া যাবে। অর্থ বরাদ্দ এবং অনুমতি পেলেই এনবিএসটিসি-র সঙ্গে পুরসভার যৌথ উদ্যোগে নির্মাণকাজ শুরু হবে।'

উদয়নের মন্তব্যে ফের বিতর্ক

দিনহাটা, ১৬ অগাস্ট : রাজ্যজুড়ে আরজি কর কাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ চলছে। আর এই আবহে বৃহস্পতিবার দিনহাটায় স্বাধীনতা দিবসের এক অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের মন্তব্যকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। উদয়নের কথায়, 'পরিকল্পনা হচ্ছে। পুলিশকে গুলি চালাতে প্ররোচিত ও উত্তেজিত কর। তাহলেই তো আন্দোলন জমে ক্ষীর।'

আরজি করের তদন্ত প্রসঙ্গে তিনি পুলিশের ওপর ভরসা রাখছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'গতকাল আরজি করে পুলিশকে গুলি চালাতে প্ররোচিত করা হয়েছিল। কিন্তু হাসিনা যে ভুল করেছেন, মমতা সেটা করেননি।' তাঁর পোস্টের পরই আন্দোলনকারীরা কর্মসূচির সময়সীমা এগিয়ে দিনহাটাতে প্রতিবাদ জানান। দুষ্কৃতী তাণ্ডব প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No-Din-I P.S/03/24-25, & NIT No-Din-I P.S./06/24-25, dated-12.08.2024 of the Executive Officer, Dinhata-I Pachayat Samity for 6 nos scheme. Details are shown in w.w.w.wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 22.08.24 at 5.00 P.M. for NIT no:- Din-I/P.S/03/24-25 & 27.08.24 at 5.00 P.M. for NIT no :- Din-I/P.S./06/24-25

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for OSR. scheme in different places of Sitai Pachayat Samity against the Tender Number is Sitai/04/2024. For details please visit http://wbtenders.gov.in and http://etender.wb.nic.in the last date for submission of tender is 29/01/2024 (upto 09:00 A.M.).

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৭৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮২১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮২২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ই-টেন্ডার নং. এম-টিএসকে- ২০২৪-০৬, তারিখ : ১৪-০৮-২০২৪ -এর সংশোধনী নং. ০১

প্রযুক্তিগত কারণে "চার বছর সময়ের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের কোচগুলিতে লাগানো বায়ো-টয়লেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ঠিকা (এএমওসি)" কাজের জন্য ই-টেন্ডার নং. এম-টিএসকে-২০২৪-০৬, বাতিল করা হয়েছে।

সিনি. ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
INVITATION OF QUOTATION

1. Quotation for procurement of **CPU (Central Processing Unit)** and **Projector, Full HD (1080p) DLP Projectors)** are invited by Army Public School, Sukna. Interested vendors / dealers are requested to drop their bids in the quotation box of the school along with tender fee of Rs 50/- (Non refundable) in the form of DD in favour of Army Public School, Sukna payable at Sukna as per the conditions given in school website.
2. For details specification of **CPU and Projector**, please visit school website www.apssukna.com.
3. Last date of submission of quotation **03 Sep 2024.**

ডাংটোলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা: আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৩-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** ডাংটোলে- রঙ্গিয়া মণ্ডলের অন্তর্গত ডাংটোলে কোয়ার্টার থেকে অফিসার্স ক্লাব পর্যন্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার রাশি:** ১০,৪৪,৭২০.২০ টাকা। **বায়না রাশি:** ২০,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৬-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
ADMISSION NOTIFICATION 2024-2025

M.Tech (Computer Science and Technology) (3 Year, Part Time)

Online Applications are invited for admission to 1st Semester of M.Tech (Computer Science and Technology) Programme for the session 2024-2025. For detailed information regarding guidelines for filling up online application form, eligibility, submission of online application form, fees etc., please visit the University website **www.nbu.ac.in**

The duration of receiving online applications is : **27.08.2024 (11 AM) to 15.09.2024 (11 PM)**

It is to be noted that Ragging is strictly prohibited as per the decision of the Supreme Court of India in Writ Petition No. (C) 656/1998.

Advt. No. 41/R-2024, Date : 17/08/2024 — Registrar (Offig.)

এসএলআর লিজিংয়ের জন্য ই-নিলাম

০৩ মাস সময়ের জন্য সিঙ্গল ট্রিপের ভিত্তিতে কাটিহার ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলির এসএলআর লিজিংয়ের জন্য ই-নিলাম। **বিবরণ :** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট):** ২৭-০৮-২০২৪-এর ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৭-০৮-২০২৪-এর ১১.৫০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট :** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং: কেআইআর-এসএলআর-২৪-০৫

এন্ট্রি নং	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
৫৫/১	০৫৬১৭-এসএলআর-এফ১-এনজেপি-জিএইচওয়াই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৬
৫৫/২	০৫৬১৭-এসএলআর-আর১-এনজেপি-জিএইচওয়াই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৬
৫৫/২	০৫৬১৭-এসএলআর-এফ২-এনজেপি-জিএইচওয়াই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৬

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটবর্তী, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ৯টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৪টি এসএলআর এবং ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৩টি আরটিভিপি -এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অ-হস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে www.ireps.gov.in-এ। সংশ্লিষ্ট ই-অকশন -এর জন্য বিড www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য , ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এককালীন রেজিস্ট্রেশন অফ মার্চেন্টস বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীগণের ক্লাস ৩ ডিজিটাল সিগনেচারও নেওয়া আবশ্যক। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত: অকশন ক্যাটালগ নম্বর: পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৮সি; ট্রেন:** ৯টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৪টি এসএলআর এবং ৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৩টি আরটিভিপি; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৭.০৮.২০২৪ তারিখ বেলা ১টা। (HWH-227/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS, COOCH BEHAR MUNICIPALITY AND COOCH BEHAR PLANNING AUTHORITY

NOTIFICATION

No: Estt/ 2787/CBM-24 — *Date: 16.08.2024*

Public Notice under section 38 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979

WHEREAS Land Use and Development Control Plan (LUDCP) has been prepared as per the section 31 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act. 1979 (West Bengal Act XIII of 1979) (hereinafter referred to as the said Act) for the entire Cooch Behar Heritage Planning Area and Draft LUDCP has been approved u/s 35 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 vide memo no. 2404-T&CP/C-2/2C-11/2017 dated 29.12.2022 for its publication.

AND WHEREAS in exercise of the power conferred by sub-section (I) of Section 36 of the said Act, Cooch Behar Planning Authority has published Gazette notification vide memo no. Estt/985/23 dated 16.03.2023 and public notice in one or more local newspapers.

AND WHEREAS in exercise of the power conferred by Section 37 of the said Act, the Urban Development and Municipal Affairs Department has approved vide memo no. 486- T&CP-C-2/1C-09/14 dated 15.03.2024 the said LUDCP for its publication.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 38 of the said Act, notice is hereby given that the said Land Use and Development Control Plan (LUDCP) may be inspected in the following office address on any working days during office hours (between 11.00 A.M. to 4.00 P.M.):

1) The Chief Town Planner, Urban Development & Municipal Affairs Department, T&CP Branch, Planning Wing at Nagarayan, DF-8, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064.

2) Office of the District Magistrate, Cooch Behar, Sagar Dighi Square, P.O & Dist. - Cooch Behar-736101.

3) Office of the Chairman, Cooch Behar Municipality, Sagar Dighi Square, P.O & Dist. - Cooch Behar-736101.

The aforesaid *LAND USE AND DEVELOPMENT CONTROL PLAN* will come into operation in respect to the Cooch Behar Heritage Planning Area as constituted vide No. Estt/985/23 dated 16.03.2023, from the date of publication of this notice in the Official Gazette in terms of Sub-section (3) of Section-38 of the Act ibid.

Sd/- (Rabindra Nath Ghosh)
Chairman, Cooch Behar Municipality
on behalf of Cooch Behar Planning Authority

বাল সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫

বাল সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫-এর মনোনয়নের জন্য সাহিত্য অকাদেমি স্বীকৃত ২৪টি ভারতীয় ভাষার লেখক, প্রকাশক এবং সাহিত্যপ্রেমীদের বই জমা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। নয় থেকে ষোল বছর বয়সী পাঠককুলের কথা মাথায় রেখে লেখা বই যার প্রথম প্রকাশনার সাল ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ (১ জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অবধি) শুধুমাত্র সেইগুলিই বিবেচিত হবে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০,০০০ টাকা এবং এর সঙ্গে থাকবে একটি অলংকৃত ফলক। **১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪**-এর আগেই প্রতিটি বইয়ের দুটি করে কপির সঙ্গে আবেদনপত্র জমা পড়া আবশ্যক। পুরস্কার সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সাহিত্য অকাদেমির ওয়েবসাইট www.sahitya-akademi.gov.in -এ দেওয়া বাল সাহিত্য পুরস্কারের নিয়মাবলী।

স্বাক্ষর
(সচিব)
সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী

CBC-09104/12/0004/2425

e-Tender Notice

Chairperson, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No :-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-1(2nd Call)/2024-25 Memo. No. 1458/JM Date : 16/08/2024 Tender ID : 2024_MAD_734991_1
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-3(2nd Call)/2024-25 Memo. No. 1459/JM Date : 16/08/2024 Tender ID : 2024_MAD_735069_1
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-5(2nd Call)/2024-25 Memo. No. 1460/JM Date : 16/08/2024 Tender ID : 2024_MAD_735112_1
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-7(2nd Call)/2024-25 Memo. No. 1461/JM Date : 16/08/2024 Tender ID : 2024_MAD_735138_1
5) WBMAD/JM/CH/eNIT-85(3rd Call)/2023-24 Memo. No. 1462/JM Date : 16/08/2024 Tender ID : 2024_MAD_735194_1.

Last date of bidding (Online) dated : - 09/09/2024 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairperson
Jalpaiguri Municipality

SANTUSHTI VEG SHOP, SUKNA
INVITATION OF BIDS

1. Commercial bids are called for running the Santushti Veg Shop of HQ 33 Corps, Sukna which is located in the Trishakti Shopping Complex.
2. Interested vendors/dealers/Ex-servicement (Priority I) are requested to drop their bids in the quotation box of the shop along with tender fee of Rs 1000/- (Non-refundable) in the form of DD in favour of Santushti Veg Shop, Sukna payable at Sukna as per the conditions. Bids with a minimum of Rs. 50,000/- per month in form of Rent/Rebate (excluding rent & allied charges) will only be considered for finalisation by the BOO.
3. For details term and conditions, please contact Stn HQ Sukna Mil Stn.
4. Last Date of submission of quotation is 31 Aug 2024.

TENDER NOTICE

SHORT NIT No-WBIW/AE/NIE&MSD/01/2024-25.
Short Notice Tender is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credentials and financial capacity for the under this Sub-Division for 01 no Emergency Mechanical work. Last date of application: 21.08.2024 up to 02.00 PM. The other details may be seen on the website https://www.wbiwd.gov.in/ and also from the office of the undersigned on any working days.

Sd/-
Assistant Engineer,
NI E & MSD I & W Dte.

জ্যোতিষ

বৈদিক জ্যোতিষ শ্রী কৌশিক প্রতি ইং মাসের ৮-১৪ সিটি সেন্টার এবং ১৫-২১ হিলকার্ট রোড রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স. M - 7719371978.

হারানো/প্রাপ্তি

আমি সুনিতা লামা, পিতা-কুলবাহাদুর তামাং, রাইমাটাং টি গার্ডেন, পো ও থানা : কালচিনি, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার পাসপোর্ট আইডেনটিটি (No IND-T-1058714) হারিয়ে গেছে। আমি কালচিনি থানায় FIR করেছি, যার GDE No-190/24। কেউ পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন- 7864055524. (C/111926)

কর্মখালি

অফিসে কাজের জন্য ছেলে সহায়ক চাই, বয়স ১৯-২৩-এর মধ্যে। গ্র্যাজুয়েট অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী সাক্ষাতে ঠিক হবে, সত্বর যোগাযোগ : - 9002004418 শিলিগুড়ি সেভক রোড। (C/112143)

•

রাত দিনের কাজের জন্য মহিলা সেবিকা চাই। একজন মাত্র সুস্থ সবল বয়স্ক ব্যক্তির, ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য, থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে, বেতন ১০ হাজার, যোগাযোগ :- ৯৬৭৯৯-৩৫৫৯১, শিলিগুড়ি সেভক রোড। (C/112143)

WANTED TEACHERS

Himalayan Academy Banka, Bihar (different branches) sub-English, Social Science & Computer (VI to X). Note- Fooding & lodging facility. Contact-62062 16842

স্মরণে

প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। জন্ম ঃ ২২/০৫/১৯৭২, স্বর্গে যাত্রা ঃ ২৮/০৮/২৩, স্বর্গীয় ঃ প্রণতি দাস। 'আমার সঙ্গে ঘুরছে প্রণতি, তাতে নাইকো কোনো ভুল, চোখের মাঝে রাখো আমায়, বিপদে যেন না পড়ি কোনো সময়।' - শোকাহত ঃ শম্ভু দাস (স্বামী), ছেলে ঃ বাবু, ডলি (পুত্রবধূ), সকল পরিবারবর্গ। স্থান ঃ বাঘাযতীন কলোনি, ৪৫ নং ওয়ার্ড, শিলিগুড়ি। (C/112224)

বিক্রয়

জলেশ্বরী বাজারের কাছেই (চন্দ্রনগর) ১৬ ফিট রাস্তা দুই দিকে, ৭ কাঠায় নতুন টিনের ৬ রুম, ৫টি বাথরুম, ৩টি কিচেন, রানিং জল সহ বাড়ি বিক্রি হবে। তিনটি ভাড়া থেকে আয় ১০,০০০/-। রেকর্ডেড জমি দাম - ৬৫ লক্ষ, প্লট করা যাবে। (M) 98324-84621. (C/112223)

পূর্ব রেলওয়ে

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ই-অকশন কর্মসূচির বিজ্ঞপ্তি

নং : এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ — তারিখ : ১৪.০৮.২০২৪

চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী ই-অকশন আহ্বান করছেন :

ক্র.	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ
১	বিইএসওয়াই ডিপো	বিইএসওয়াই ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন	০৬.০৯.২০২৪, ১৬.০৯.২০২৪, ২৪.০৯.২০২৪ ও ৩০.০৯.২০২৪
২	হালিসহর ডিপো	হালিসহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন	০৬.০৯.২০২৪, ১৩.০৯.২০২৪, ২০.০৯.২০২৪ ও ২৭.০৯.২০২৪
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা ডিভিসন	০৪.০৯.২০২৪, ১৩.০৯.২০২৪, ২০.০৯.২০২৪ ও ২৭.০৯.২০২৪
৪	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	০৫.০৯.২০২৪, ১৮.০৯.২০২৪, ২৪.০৯.২০২৪ ও ৩০.০৯.২০২৪
৫	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	১৩.০৯.২০২৪, ১৮.০৯.২০২৪, ২৪.০৯.২০২৪ ও ৩০.০৯.২০২৪
৬	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	০৩.০৯.২০২৪, ১১.০৯.২০২৪, ২০.০৯.২০২৪ ও ২৭.০৯.২০২৪
৭	মালদা ডিভিসন	মালদা ডিভিসন	০৫.০৯.২০২৪ ও ১৯.০৯.২০২৪

দ্রষ্টব্য : ই-অকশন অনুসূচি, অন্যান্য বিবরণ এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। (STORES-31/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

রাঁধুনিতে শুভ্রদীপ ভদ্র এবং অঙ্কিতা সরকার রাঁধবেন পাকিস্তানি চিকেন এবং কাতলা কাজু কারি। **আকাশ আটে** দুপুর ১.৩০ মিনিটে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ পাগলু ২, বিকেল ৪.০০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধ্যা ৭.০৫ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১০.৪০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বচ্চন, বিকেল ৩.০০ টনিক, সন্ধ্যা ৬.০০ চিতা, রাত ৮.০০ সংঘর্ষ, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাজি -দ্য চ্যালেঞ্জ, দুপুর ১.০০ বন্ধু, বিকেল ৪.০০ খোকাবাবু, সন্ধ্যা ৭.০০ নাটের গুরু, রাত ১০.০০ প্রেমী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবাজী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ঘরের বউ, সন্ধ্যা ৭.৩০ মায়া মমতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সন্ন্যাসী রাজা

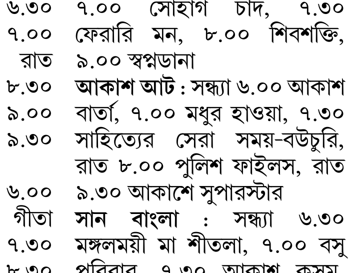

সন্ন্যাসী রাজা
বিকেল ৩.০৫ মিনিটে **আকাশ আটে**

খোকাবাবু
বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

সিম্বা
বিকেল ৪.৫০ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্সে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্য আসায় সম্মান নষ্ট। **বৃষ :** মায়ের শরীর নিয়ে সারাদিন চিন্তায় কাটবে। জমি কেনার আগে আইনি বিষয় বুঝে নিন। **মিথুন :** পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আজ আনন্দে কাটবে। বিদেশে পাঠরত প্রিয়জনের জন্যে দুশ্চিন্তা। **কর্কট :** কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে টাকা ধার দেবেন না। বস্ত্র ও রত্ন ব্যবসায় বেশ লাভবান হবেন। **সিংহ :** বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। বন্ধ থাকা কোনও কাজ আজ চালু করলে সাফল্য মিলবে। **কন্যা :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বাহবা কুড়োবেন। অতিরিক্ত খেয়ে সমস্যা। **তুলা :** রাস্তায় চলুন খুব সাবধানে। পেটের অসুখে দুর্ভোগ। প্রেমের সংকট কাটবে। **বৃশ্চিক :** আজ ব্যবসার মন্দা কাটবে। ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের অবসান। **ধনু :** নিজের শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। সন্তানের পরীক্ষার ফল খুশি করবে। **মকর :** হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার ডাক আসবে। মেয়ের চিকিৎসায় উন্নতি। **কুম্ভ :** পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে খুব খুশি হবেন। আজ চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। **মীন :** আজ নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পেটের অসুখে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩২ শ্রাবণ ১৪৩১, ভাঃ ২৬ শ্রাবণ, ১৭ অগাস্ট ২০২৪, ৩২ শাওন, সংবৎ ১২/১৩ শ্রাবণ সুদি, ১২ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৭, অঃ ৬।৬। শনিবার, দ্বাদশী প্রাতঃ ৫।১৯ পরে ত্রয়োদশী শেষরাত্রি ৪।১০। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১০।২৬। প্রীতিযোগ দিবা ১০।২৭। বালবকরণ প্রাতঃ ৫।১৯ গতে কৌলবকরণ অপরাহ্ন ৪।৪৪ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৪।১০ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১০।২৬ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, অপরাহ্ন ৪।১৮ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, প্রাতঃ ৫।১৯ গতে একপাদদোষ, দিবা ১০।২৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈঋতে, প্রাতঃ ৫।১৯ গতে দক্ষিণে, শেষরাত্রি ৪।১০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৫৩ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৫৪ মধ্যে ও ৪।৩০ গতে ৬।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩০ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।১৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৪।১০ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। শ্রীশ্রী মনসাদেবী ও অষ্টনাগপুজো। অমৃতযোগ-দিবা ৯।৩১ গতে ১২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি৮।১৪ গতে ১০।৩০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ১।৩১ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্যটনে বহু নতুন গন্তব্যের খোঁজ ডুয়ার্সে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ অগাস্ট : পুজোয় এবার ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে ভুটান সীমান্তের সৌন্দর্য তুলে ধরতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্যুর অপারেটর থেকে শুরু করে বিভিন্ন রিসর্ট কর্তৃপক্ষ। ভ্রমণপিপাসুদের নয়া ডেস্টিনেশন হবে চামুর্চি লাগোয়া ভুটানের সামচি শহর। নাগরাকাটার জিতি চা বাগানের সীমান্ত ও চ্যাংমারি চা বাগানের লালঝামেলাবস্তির সীমান্তকেও তালিকায় রাখা হয়েছে। এছাড়া গরুবাথান ব্লকের ভুটান সীমান্তের তোদে-তাংদা, চিসাং, তুংসুং, প্যারেনের মতো পাহাড়ি গ্রামগুলি ধীরে ধীরে পর্যটন মানচিত্রে উঠে আসছে। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'সামচিকে নয়া ডেস্টিনেশন করা হচ্ছে। ভুটানের ওই জেলা শহরে যাতায়াতে তেমন কোনও অসুবিধে নেই। এছাড়া ডে ভিজিটের ক্ষেত্রে সীমান্তের জিতি, লালঝামেলা, হোপ, চম্পাগুড়ির মতো অপার সৌন্দর্যে ভরা স্থানগুলো তো রয়েছে।'

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'ক্রস বর্ডার পর্যটন বর্তমানে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হবে। সরকারি সহায়তায় সীমান্ত পর্যটন আরও ডানা মেলবে।' পর্যটকদের ডুয়ার্সের সমতল এলাকা থেকে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেত প্রথম পছন্দ পুবুং। বাগ্রাকোট হয়ে লাভা-লোলেগাঁওগামী নতুন রাস্তাটি ধরে পর্যটকদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে।

সুকনা, রংটংয়ে মোমো বিক্রির রেকর্ড

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বেলা তখন অনেকটাই গড়িয়েছে। প্লেটে গুনে গুনে হিসেব করে মোমো তুলছিলেন সঞ্জনা থাপা। তাঁর দোকানে পাতা চেয়ারগুলো তখন দখল করে রয়েছেন মোমো এবং পাহাড়প্রেমীরা। সারাদিনে কত টাকার ব্যবসা হল? প্রশ্ন শুনে সুকনার ওই মোমো ব্যবসায়ী হাসিমুখে বলে উঠলেন, 'এইরকম একটা দিন এলে মাসের অনেকটা দিনের সংসার খরচ অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।' ব্যবসায়ীরা বলছেন, পর্যটকদের কল্যাণে সেদিন সবমিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার ব্যবসা হয়েছে।

সময় পেলেই শহরের মানুষ ক্লান্তি কাটাতে ছোটেন রংটং, মিরিকের রাস্তায়। ১৫ অগাস্টের সকাল থেকে তাই ওই রাস্তাগুলিতে দেখা গেল মানুষের ঢল। তার মধ্যে দেদারে চলেছে মোমো, ওয়াইওয়াইয়ের স্বাদ নেওয়া। সুকনার মোমো ব্যবসায়ী দীপ ছেত্রী বললেন, 'সারাদিনে আমাদের একেকটি মোমোর দোকানে ছয় হাজার টাকার মতো ব্যবসা হয়েছে। অন্য সময় থেকে যা দ্বিগুণেরও বেশি।' সুকনায় ষোলোটি মোমোর দোকানে কম করে হলেও ব্যবসা হয়েছে ৯০ হাজার টাকারও বেশি। সুকনার ব্যবসায়ী দীপেশ তামাংও একই কথা বললেন।

রংটংয়ে দোকানে বসার জায়গাটুকুও দিতে পারছিলেন না অশোক গুরুং। কত প্লেট মোমো বিক্রি হল? অশোক বললেন, 'ভোর থেকে মোমো তৈরির প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম। বিকেল পর্যন্ত দশ হাজার টাকার ব্যবসা তো হয়েইছে।' রংটং-এর আরেক মোমো ব্যবসায়ী সরিতার কথাতেও সেটা স্পষ্ট। সরিতা জানান, বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে ব্যবসা একটু বেশিই হয়। এবারের স্বাধীনতা দিবসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রংটংয়ে ছয়টি মোমোর দোকানে গড়ে ৬০ হাজার টাকার ব্যবসা হয়েছে।

এরই মাঝে মোমোর স্বাদ নিতে ব্যস্ত দীপালি রায়, অভিজিৎ দাসরা। অভিজিতের কথায়, 'বিশেষ ছুটির দিনে একবারও রংটং কিংবা সুকনা যাব না, হতেই পারে না। আর সেখানে গেলে গরম গরম ধোঁয়া ওটা মোমো মিস করাটা অন্যায়।' বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীলাভ হয়েছে দুধিয়ার ব্যবসায়ীদেরও। তাঁদেরই মধ্যে একজন সরিতা দোর্জির কথায়, 'সকাল থেকেই ক্রেতারা ভিড় জমানোয় ব্যবসা খুব ভালো হয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনাদরে পড়ে পঞ্চানন বর্মার মূর্তি। ছবি ঃ অপর্ণা গুহরায়

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা দিবসে পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মালা পড়ল না

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ অগাস্ট : শুক্রবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল। অবশ্য যাঁর নামে ওই বিশ্ববিদ্যালয় সেই শ্রদ্ধেয় মনীষী পঞ্চানন বর্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে এদিন একটি মালাও দেওয়া হয়নি। ক্যাম্পাসে থাকা তাঁর মূতিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও মালা বা ফুল না দেওয়ায় জেলায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। দি কুচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির সম্পাদক শুভদীপ সরকার বলেন, 'যা হয়েছে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যাঁর নামে এই বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো জরুরি ছিল।'

কেন মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানো হল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহও প্রতিষ্ঠা দিবসের আয়োজকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজেকে খুব বড় বলে মনে করেন। যাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মূর্তিতে মালা না দেওয়াটা কি সঠিক কাজ? উপাচার্য যে কোনও বিষয়েই রাজবংশী, ক্ষত্রিয় সমাজ নিয়ে গলা ফাটান। কিন্তু, ক্ষত্রিয় সমাজ যিনি প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই প্রতিষ্ঠাতার মূর্তিতে মালা দিতে ভুলে যাচ্ছেন। এটা খুবই লজ্জার বিষয়।' বিষয়টি নিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিখিলচন্দ্র রায়ের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে যে অভিযোগ তা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার দিলীপ দেবনাথ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন বর্মার জন্মদিবস গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন হওয়ায় সেমিনার রুমে থাকা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়েছে।'

বিগত ১০ বছর ধরে ১২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হয়ে এসেছে। তবে, এবছর ১৬ অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পালন করছে। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে আলোচনাচক্র সহ নানা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিখিলচন্দ্র রায়ের উপস্থিতিতে এমন কর্মকাণ্ড পড়ুয়া থেকে অন্যরা মানতে পারছেন না। ওই মনীষীর মূর্তিতে মালা না দেওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের একাংশ ক্ষুব্ধ।

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'যাঁর নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রতি সম্মান জানানো না হলে, তার থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে না। বরেণ্য পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মালা না দেওয়া ওই প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ অন্য আধিকারিকদের চরম ব্যর্থতা।' বিষয়টি নিয়ে সুর চড়িয়ে তুফানগঞ্জের বিধায়ক তথা বিজেপি নেত্রী মালতী রাভা বললেন, 'পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা ঝর্না দাস - কে 17.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65B 35747 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের জীবনকে দীপ্তি দিয়েছে স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কোটিপতি বানিয়ে। এটা আমার এবং আমার পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য খুবই আনন্দদায়ক মুহূর্ত ছিল যখন আমরা ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদ শুনি। আমরা এই আনন্দের মুহূর্তটিকে উপভোগ করছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

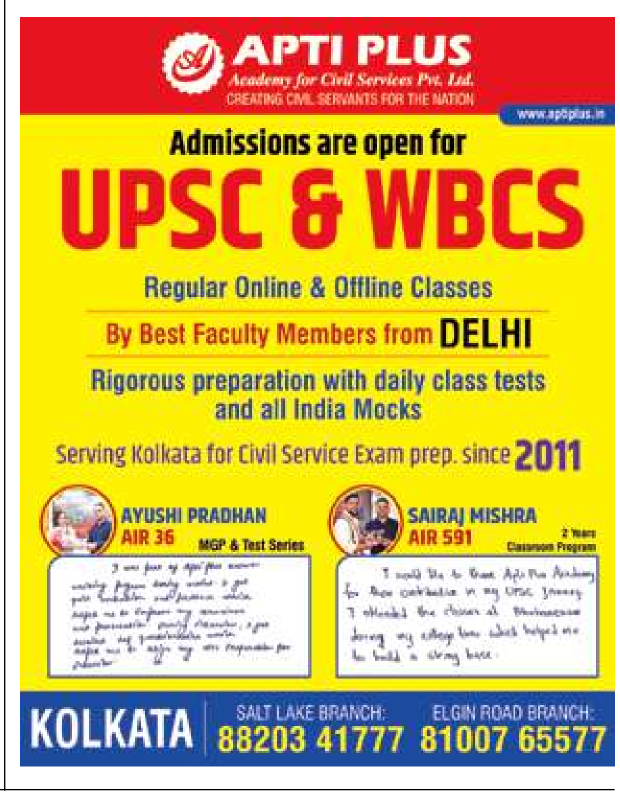

৬৫ ফুট উঁচুতে জাতীয় পতাকা শিলিগুড়িতে

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ অগাস্ট : গর্বের সঙ্গে দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হল গোটা উত্তরবঙ্গে। শহর শিলিগুড়িতেও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির পুরনিগমের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধি মোড় (এয়ার ভিউ মোড়)-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি আইল্যান্ডে মেয়র গৌতম দেবের হাত দিয়ে ৬৫ ফুট উঁচু স্তম্ভে স্থায়ী পতাকা উত্তোলন করা হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফেও মাল্লাগুড়িতে কমিশনারেটে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। এছাড়া ভালো কাজের জন্য কয়েকজন পুলিশকর্মীকে মেডেল প্রদান করা হয়।

জিটিএ-এর তরফে দার্জিলিংয়ের লেবং স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয়। কালিম্পং মেলা গ্রাউন্ডে দিনভর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান হয়েছে। রাস্তাজুড়ে একের পর এক শোভাযাত্রা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরে সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসোসিয়েশন, রেডক্রস সোসাইটির মতো বিভিন্ন সংগঠন, একাধিক ক্লাবের তরফে পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকালে বেশ কয়েকটি স্কুলের তরফে শোভাযাত্রা করা হয়। শিলিগুড়ি আর্য সমিতির তরফে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছে।

মহকুমার খড়িবাড়িতে বলাইঝোরা রক্ষাকালী মন্দির থেকে পানিট্যাঙ্কির প্রসাদুজোত পর্যন্ত একটি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করেছিল স্থানীয় একটি সংস্থা। প্রতিযোগিতায় ১৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিস, গ্রামীণ হাসপাতাল, থানা, বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র এবং ঘোষপুকুর ফাঁড়িতেও স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে।

বাগডোগরায় বায়ুসেনার তরফে বিশাল শোভাযাত্রা করা হয়। এবারই প্রথম বাগডোগরায় বায়ুসেনা এত বড় আকারের শোভাযাত্রা করে। একাধিক ক্লাব ও সংগঠনের তরফেও পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। মাটিগাড়ার খাপরাইল মোড় থেকে সংহতি দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল। ইসলামপুরে মহকুমা শাসকের দপ্তর, পুলিশ সুপারের দপ্তর, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লাবে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। চোপড়ায় একাধিক স্কুল, বিভিন্ন সংগঠনের তরফেও পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি শোভাযাত্রা করা হয়েছে।

১৫ অগাস্টে মহাত্মা গান্ধি মোড়ে ৬৫ ফুট উঁচু স্তম্ভে পতাকা উত্তোলন করেন মেয়র গৌতম দেব। ছবি : সূত্রধর

‘যাত্রীসাথী’র ট্রায়ালে ৪০ লক্ষের ব্যবসা

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : এক মাসের ট্রায়ালে ব্যবসা ৪০ লক্ষ টাকা। বাইক ও ক্যাব ভাড়া নেওয়া হয়েছে ২৬০০ বারেরও বেশি। পুলিশের তরফে গত একমাস ধরে যাত্রীসাথী অ্যাপ নিয়ে শহরজুড়ে প্রচার চালানো হয়েছে। হয় ট্রায়াল রান। সাফল্য ঠিক কতটা এল?

শুক্রবার সেই তথ্য দিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। এদিন কমিশনারেটের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাপ চালুর কথাও ঘোষণা করলেন।

ট্রায়াল চালানোর সময় কিছু সমস্যা সামনে এসেছে। সেব্যাপারে এদিন পুলিশ কমিশনার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। শহরে মূলত তিন জায়গায় যাত্রীসাথী অ্যাপের কাউন্টার রয়েছে। জংশন, এনজেপি এবং বাগডোগরা বিমানবন্দর। ট্রায়াল চলাকালীন দেখা গিয়েছে, অনেকে এখনও পর্যন্ত এই অ্যাপ সম্পর্কে জানেন না। ডাউনলোড করে রাইড বুক করার আগেই অন্য চালকরা যাত্রীদের নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সিপি বলেছেন, ‘এই সমস্যা সমাধানের জন্য আরও বেশি করে অ্যাপের প্রচার প্রয়োজন। আমরা সেদিকে গুরুত্ব দিয়েছি। সংবাদমাধ্যমের কাছেও অনুরোধ করছি।’

এদিন পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত অ্যাপের আওতায় ৬০০ ক্যাব ও দুশো বাইক রয়েছে। বাইক এবং ক্যাবের সংখ্যা আরও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। তবে এব্যাপারে কোনও সিন্ডিকেট চলবে না। এই কথা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া গাড়ি, বাইকচালকদের সঙ্গে বৈঠকে বুঝিয়ে দিয়েছি।’

কেন সাধারণ মানুষ অ্যাপটি ব্যবহার করবেন, সেব্যাপারে এদিন বিশেষ গুরুত্ব দেন পুলিশকর্তা। তাঁর বার্তা, ‘যাত্রীসাথীর মাধ্যমে গাড়ি কিংবা বাইক বুক করা হলে কোনও কমিশন দিতে হবে না। অন্যক্ষেত্রে কম করে হলেও ৩০ শতাংশ দিতে হয়।’ নিরাপত্তার দিকটিও সুনিশ্চিত হচ্ছে বলে মত পুলিশ কমিশনারের।

সাংবাদিক বৈঠকে টোটোর প্রসঙ্গ উঠেছিল। পুলিশ কমিশনারের কথায়, ‘টোটো সংক্রান্ত যে নিয়মনীতি আমরা জারি করেছি, সেটা বহাল থাকবে। আমরা এলাকা হিসেবে জোন তৈরি করছি। টোটোগুলোতে কিউআর কোড বসানো হবে। টোটোর যাবতীয় তথ্য কিউআর কোড স্ক্যান করে পেয়ে যাবেন যাত্রীরা।’

আজ দেশজুড়ে কর্মবিরতিতে চিকিৎসকরা

সপ্তাহ পেরোনো বিক্ষোভে দুর্ভোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনা নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন অব্যাহত। যার জেরে শুক্রবারও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে হিমসিম খেতে হল রোগীদের। সমস্ত বহির্বিভাগ এদিন চালু ছিল বটে, তবে তুলনায় চিকিৎসক কম ছিলেন। একই কারণে অন্তর্বিভাগেও সমস্যায় পড়েছেন রোগীরা। উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা আন্দোলনে শামিল হওয়ায় সেখানেও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

শনিবার দেশজুড়ে সমস্ত চিকিৎসক কর্মবিরতির ডাক দেওয়ায় সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রেও পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর ডাকা এই কর্মবিরতিতে চিকিৎসকরা অংশ নিয়ে সকাল ছ’টা থেকে ২৪ ঘণ্টা কোনও রোগী দেখবেন না বলে জানিয়েছেন। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের অবশ্য দাবি, ‘এদিন প্রতিটা বহির্বিভাগ খোলা ছিল। সিনিয়ার ডাক্তাররা রোগী দেখেছেন। ভোগান্তির কোনও অভিযোগ পাইনি।’

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং হত্যার প্রতিবাদে গত শুক্রবার থেকেই আন্দোলন শুরু করেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। যার জেরে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিসেবা বিঘ্নিত। এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও অব্যাহত রইল আন্দোলন। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে তুলনায় রোগীর সংখ্যা কম ছিল। বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারের সামনে সকাল থেকে অন্যদিনের মতো উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়েনি। একদিকে চিকিৎসকদের আন্দোলন, অন্যদিকে বনধের জেরে হাসপাতালে রোগী কম এসেছেন বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

তবে যাঁরা পরিষেবা নিতে এসেছিলেন, তাঁরাও যে সুষ্ঠুভাবে সেটা পেয়েছেন, তেমন নয়। সকাল সাড়ে ১০টায় ফার্মাসিতে পৌঁছে দেখা গেল, ওষুধ নিতে রোগীরা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও একটি কাউন্টার খোলেনি। একটু এগিয়ে চক্ষু বিভাগ, ইএনটিতে রোগীদের কিছুটা ভিড় চোখে পড়েছে। ইএনটি বিভাগে দাঁড়িয়ে পাঘালুপাড়ার বাসিন্দা সুবোধ দাস বললেন, ‘ডাক্তার কম থাকায় দেরি হচ্ছে। আমরা সাড়ে ৯টা থেকে এখানে দাঁড়িয়ে।’ মনোরোগ বিভাগ, মেডিসিন, শিশু, প্রসূতি থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে সার্জারি বহির্বিভাগ সর্বত্রই এদিন রোগী দেখেছেন সিনিয়ার চিকিৎসকরা।

সকাল ১০টা থেকেই জরুরি বিভাগের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার, হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবিতে সরব হন তাঁরা। অবস্থানে বসে কেউ কেউ গিটার বাজিয়ে গানও গেয়েছেন।

শনিবার দেশজুড়ে আইএমএ’র ডাকে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতিতে অংশ নিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এর ফলে শনিবার সরকারি হাসপাতালই শুধু নয়, বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে চেম্বার, চিকিৎসাধীন রোগীদেরও দেখবেন না চিকিৎসকরা। ফলে শুধু সরকারি হাসপাতালগুলিই নয়, বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবাও পুরোপুরি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও জরুরি বিভাগ চালু রাখার ঘোষণা করা হয়েছে।

মেডিকেলে বিক্ষোভরত চিকিৎসকরা। রোগী নিয়ে পরিজন। শুক্রবার। -সূত্রধর

পরিষেবায় ব্যাঘাত

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে তুলনায় রোগীর সংখ্যা কম ছিল এদিন
- সাড়ে ১০টায় ফার্মাসির বাইরে লাইন, খোলেনি একটি কাউন্টার
- সর্বত্রই রোগী দেখেছেন সিনিয়ার চিকিৎসকরা
- শনিবার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে চেম্বার, চিকিৎসাধীন রোগীদের দেখবেন না চিকিৎসকরা
- জরুরি বিভাগ চালু রাখার ঘোষণা করা হয়েছে

দুই শিক্ষকের হাতাহাতি

চোপড়া, ১৬ অগাস্ট : দুই শিক্ষকের মধ্যে হাতাহাতিতে ঝরল রক্ত। ঘটনাটি চোপড়া ব্লকের দিঘলগাঁও প্রাইমারি স্কুলের। শুক্রবার পড়ুয়াদের সামনেই প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে এক সহ শিক্ষকের হাতাহাতি হয়। অভিযোগ, জখম হন প্রধান শিক্ষক। পরে অবশ্য আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নেন তাঁরা। এদিন দফায় দফায় স্কুলে বৈঠক হয়েছে। স্কুলের ভেতরে এধরনের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল পড়ুয়াদের মধ্যে। নিন্দা করেছেন অভিভাবকরাও।

এদিন স্কুলে শৌচালয়ের সাফাই সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন ওই সহ শিক্ষক। এরপর দুজনের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। এতেই জখম হন প্রধান শিক্ষক। তড়িঘড়ি বাকি শিক্ষকরা পরিস্থিতি সামাল দেন। যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে অন্যরা মন্তব্য করতে চাননি। প্রধান শিক্ষক মহম্মদ গিয়াসউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘বিষয়টি নিজেদের মধ্যে সমাধান করে নেওয়া হবে।’ চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার বলেন, ‘শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। পরে মিটিয়ে নেওয়া হয়। তবে এব্যাপারে শিক্ষকদের সতর্ক করা হয়েছে।’

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে একটি স্কুলের ব্যান্ড। কালিম্পংয়ে। -সংবাদচিত্র

বাইক চুরিতে ধৃত আরও দুই

খড়িবাড়ি, ১৬ অগাস্ট : বাইক চুরির তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, এই ঘটনায় মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কেউ জড়িত কি না সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র এলাকায় বাইক চুরি করছিল। তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে প্রথমে ৩টি বাইক সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিচারক এদের মধ্যে ৩ জনকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বৃহস্পতিবার রাতে আরও ২ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে ২টি বাইক উদ্ধার হয়।

মহিলাদের ফুটবল

চোপড়া, ১৬ অগাস্ট : শুক্রবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীঝোরা মাঠে ব্লক যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে খেলা হবে কর্মসূচি পালিত হল। এদিন দুটি মহিলা দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে মাঠের চারপাশে ভিড় জমে গিয়েছিল। খেলা শেষে আদিবাসী নৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, বিডিও সমীর মণ্ডল প্রমুখ।

অটোর ধাক্কায় মৃত্যু প্রৌঢ়ের

চাকুলিয়া, ১৬ অগাস্ট : অটোর ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হল। বৃহস্পতিবার চাকুলিয়া থানার রামপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম কুরবান আলি (৫০)। তিনি চাকুলিয়া থানার কাহানিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সাইকেলে চেপে কিশনগঞ্জে যাচ্ছিলেন কুরবান। জাতীয় সড়কে একটি অটো পেছন থেকে তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। কিশনগঞ্জের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। চাকুলিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ ইসলামপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেপ্তার সুপারি কিলার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৬ অগাস্ট : মাদারিপুরে শুটআউটের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বাপি রায় খুনের এক মাস পর একজন সুপারি কিলারকে গ্রেপ্তার করেছে ইসলামপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)। ধৃতের নাম মুক্কারাম রাহি। সে ইসলামপুর লাগোয়া বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার কোচাধামন থানা এলাকার বাসিন্দা, জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল।

সঞ্জয়ের কথায়, ‘শুটআউটের পর বিধাননগর থেকে ধৃত অনিকেত সরকারকে জেরা করে মুক্কারামের সন্ধান পায় পুলিশ। শুক্রবার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।’ পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেছেন, ‘ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজন শুটারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চিহ্নিত করা হয়েছে বাকিদের। খুব তাড়াতাড়ি তাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে।’

১৩ জুলাই রাত ৯টা নাগাদ ইসলামপুর থানার মাদারিপুরে জাতীয় সড়কের পাশের একটি ধাবায় তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার মধ্যে বৈঠক চলাকালীন শুটআউটের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি ছিল, তিনজন সুপারি কিলার কমপক্ষে ২৪ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল সেদিন। পুলিশি তদন্তে উঠে আসে, বাপির শরীরে লেগেছিল আট রাউন্ড গুলি। দুষ্কৃতীদের এলোপাতাড়ি ছোড়া গুলিতে রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সাজ্জাদ হুসেন জখম হন। বর্তমানে তিনি সুস্থ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রীতিমতো ছক কষে এই হামলা চালানো হয়েছিল সেদিন। আততায়ীরা আগে থেকেই শাসকদলের নেতাদের অবস্থান জানত।

নিহতর স্ত্রী তথা ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য লিপি বিশ্বাস বলছেন, ‘পুলিশকর্তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। একজন শুটার ধরা পড়েছে। বাকিরাও আশা করি দ্রুত ধরা পড়বে। তবে আমার স্বামীর খুনের মাস্টারমাইন্ডদেরও চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হোক, পুলিশের কাছে এই দাবি রেখেছি।’

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বাপি ব্যবসার কাজে প্রায় এক সপ্তাহ কোচবিহারে কাটিয়ে ঘটনার একদিন আগে ফিরেছিলেন। দার্জিলিং জেলার বিধাননগরেও তাঁর ঘনঘন যাতায়াত ছিল। সেই সূত্র ধরে পুলিশ ১৬ জুলাই বিধাননগর থেকে অনিকেতকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জেরা করে সুপারি কিলার কাজে লাগানোর বিষয়টি সামনে আসে। তারপরই বিহারের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশের একটি দল। অবশেষে গ্রেপ্তার হল একজন।

গত এক মাসে পুলিশ অনিকেত ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মন্ত্রী গোলাম রব্বানি সহ মৃতের স্ত্রী ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। এমনকি ইসলামপুরের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী সিআইডি তদন্তের দাবিতে সরব হন।

মুক্কারামের গ্রেপ্তারির পর বাকি দুই সুপারি কিলারকে গ্রেপ্তার, শুটআউটে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এবং মাস্টারমাইন্ডদের চিহ্নিত করতে আর কতদিন সময় লাগবে পুলিশের, তা নিয়েই চর্চা চলছে।

মাদারিপুর শুটআউট কাণ্ডে ধৃতকে নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ। শুক্রবার।

বাগান দেখভালে চা শ্রমিকরা

চোপড়া, ১৬ অগাস্ট : চন্দন চা বাগানে বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে এবার শ্রমিকরা নিজেরাই বাগান দেখভালের সিদ্ধান্ত নিলেন। সম্প্রতি কাঁচা পাতা চুরির অভিযোগ ওঠে এখানে। তারপরই শ্রমিকরা আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেন, যতদিন না পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে, তাঁরা কমিটির মাধ্যমে বাগান দেখভাল ও পরিচর্যা করবেন। পাশাপাশি বিক্রি করবেন কাঁচা চা পাতা। দুই মাস আগে মালিকপক্ষ বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ টাঙিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত বাগান খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শ্রমিক নেতা জীবন রায় জানিয়েছেন, শ্রমিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাঁরা আপাতত সবকিছু দেখাশোনা করবেন।

ধানখেত নষ্ট

চোপড়া, ১৬ অগাস্ট : আগাছানাশক ব্যবহার করে ধানখেত নষ্ট করার অভিযোগ উঠল চোপড়ায়। ঘটনাটি দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাউরিগছের। অভিযোগ, কেউ বা কারা দু’দিন আগে রাতের অন্ধকারে দুজন চাষির ১৮ কাঠা ধানের জমিতে আগাছানাশক ছড়িয়েছে। বাউরিগছ গ্রামের বাসিন্দা বাশিরুল ইসলাম ও নসিরুল ইসলামের পরিবার জানিয়েছে, অন্যের জমিতে তাঁরা ধান চাষ করেছেন। বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনের নজরে আনা হচ্ছে।

সচেতনতা

চোপড়া, ১৬ অগাস্ট : পার্থেনিয়াম সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হল চোপড়ার উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে। শুক্রবার ব্লকের প্রগতিশীল কৃষকদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবির হয়। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ দেবাশিস মাহাতো জানান, ১৬ থেকে ২২ অগাস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি থাকছে।

আবরণ উন্মোচন

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হল। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের তারবান্ধা হাইস্কুল মাঠে এই পূর্ণাঙ্গ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন রায়, কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান অমিত রায় প্রমুখ।

অসুস্থ গাড়িচালক, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : গাড়ি চালানোর সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন চালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উঠে গেল ফুটপাথে। একে একে ধাক্কা মারল ভ্যান, টোটোয়। শুক্রবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট সংলগ্ন দার্জিলিং মোড়ে। ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন।

তাঁদের মধ্যে একজন টোটোচালক এবং বাকি তিনজন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা পথচারী। তবে বড় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি এটাই রক্ষে, বলছেন শহরবাসী।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, ‘গাড়ি চালানোর সময় চালকের স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। তিনিও নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। তবে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।’

এদিন সকাল সাড়ে দশটার সময় মাটিগাড়ার এক শপিং মল থেকে গাড়িটি বেরিয়ে দার্জিলিং মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গাড়িটি এক চিকিৎসকের। ওই চিকিৎসকও ঘটনার সময় নাকি গাড়ির মধ্যেই ছিলেন। গাড়িটি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের গেট পার করার পরে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এরপর ফুটপাথের দিকে চলে যায়। প্রথমে গাড়িটি গিয়ে ট্রাফিকের একটি পোলে ধাক্কা মারে। এরপর ধাক্কা মারে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভ্যানে। ধাক্কার জেরে ভ্যানটি উলটে যায়। এরপর ভ্যানের সামনে দাঁড়ানো একটি টোটোতেও ধাক্কা মারে। টোটোটিতে চালক ছিলেন। টোটোটিও উলটে যায়।

এরপর ফুটপাথে উঠে গেলে গাড়ির ধাক্কায় তিনজন চোট পান। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়, পথচলতি মানুষজন ছুটে যান। পৌঁছান ট্রাফিককর্তারাও। প্রথমে গাড়ি থেকে অসুস্থ চালককে বের করা হয়। আহত টোটোচালক সহ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তবে কারওরই আঘাত গুরুতর নয়।

স্থানীয় দোকানদার বিজন রায় বলেন, ‘গাড়িটি ভালোই গতিতে ছিল। বড়সড়ো ঘটনা ঘটতেই পারত। বরাতজোরে বেঁচে গেলাম সকলে।’ মাসখানেক আগে গোপাল মোড়ের কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক টোটো, রিকশায় ধাক্কা মেরেছিল।

সেই ঘটনাতেও গাড়ি চালানোর সময় গাড়িচালক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

ফুটপাথে বিপত্তি

- এক চিকিৎসকের গাড়িচালক গাড়ি চালাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন
- নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে গাড়িটি ধাক্কা মারে একটি ট্রাফিক পোলে
- তারপর একে একে একটি ভ্যান এবং একটি টোটোতে
- টোটোচালক আহত হওয়ার পর গাড়িটি ধাক্কা মারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনকে

লকগেটে দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অগাস্ট : শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মহানন্দা ব্যারেজের এক নম্বর লকগেটে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

স্মৃতিতে বৃক্ষরোপণ

বাগডোগরা, ১৬ অগাস্ট : ‘তুমি এতদিন সবার জীবন বাঁচালে। আমরা গাছ লাগিয়ে তোমায় মনে রাখব’, এই বার্তা দিয়ে আরজি কর মেডিকেল কলেজের নির্যাতিতাকে শ্রদ্ধা জানাল শিবমন্দির সাইনাথ ওয়েলফেয়ার পুজো কমিটি। তাঁর স্মৃতিতে লাগানো হয়েছে চারা। শুক্রবার মাটিগাড়া বিডিও অফিসের সামনে ওয়েলফেয়ারের কর্তা অনুপ ধর, প্রভাত যাদব প্রমুখ চারা রোপণ করেন।

দামামার মহলাকক্ষ পুনর্নির্মাণ ঘিরে বচসা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে থাকায় পুরনিগমের তরফে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল দামামা নাট্যগোষ্ঠীর মহলাকক্ষ। শক্তিগড়ে ওই মহলাকক্ষের সারিতে থাকা বাকি সমস্ত অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হলেও দামামার মহলাকক্ষ আংশিক ভাঙা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ওই মহলাকক্ষ পুনরায় নির্মাণ করতে গেলে স্থানীয়দের সঙ্গে নাট্যব্যক্তিত্বর বচসায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুই পক্ষকে সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। শেষে পুলিশের উপস্থিতিতেই এবং শহরের নাট্যকারদের প্রহরায় পূর্ত দপ্তরের জায়গায় থাকা ওই মহলাকক্ষ মেরামত করা হয়।

দামামার তরফে পার্থ চৌধুরীর বলছেন, ‘৪৫ বছর ধরে ওই এলাকায় আমাদের মহলাকক্ষ রয়েছে। পুরনিগম ভুল করে ভেঙেছিল। ওই এলাকায় আমাদের মহলাকক্ষের নীচে নিকাশিনালা নেই। তবে প্রতিবেশী এক মহিলা এবং তাঁর পরিবার বারবার বাধা দিচ্ছেন। শহরের নাট্যব্যক্তিত্ব খবর পেয়ে এসেছিল।’

যদি দামামার মহলাকক্ষের নীচে নিকাশিনালা না থাকে তবে ওই সারিতে থাকা বাকি দোকানগুলি কেন ভাঙা পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওই মহলাকক্ষের পাশের বাড়ির বাসিন্দা স্বপ্না রায়ের বক্তব্য, ‘আশপাশের সব দোকান, বাড়ি ভেঙে দিল অবৈধ বলে। কিন্তু দামামার মহলাকক্ষ আবার তৈরি করা হচ্ছে। তাই আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। ওঁরা বাইরে থেকে লোক এনে আমার ওপর চড়াও হচ্ছিল।’

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে শক্তিগড়ের কাছে অবৈধ নির্মাণ ভাঙছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। ওই সময় রাস্তার ধারে থাকা একের পর এক দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ভেঙে দেওয়া হয় দামামা নাট্যগোষ্ঠীর মহলাকক্ষের একাংশ। খবর পেয়ে মেয়র গৌতম দেব দু’দিন পরে এলাকায় গিয়ে দেখে আসেন। এরপর থেকেই মহলাকক্ষ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন ওই নাট্যগোষ্ঠীর কর্তারা। কিন্তু কাজ শুরু হতেই স্থানীয়রা বাধা দিতে শুরু করেন। তাঁদের বক্তব্য, ওই সারিতে থাকা বাকি নির্মাণ অবৈধ হলে দামামার মহলাকক্ষ কেন ফের তৈরি করা হচ্ছে। এরপরেই পুরো বিষয়টি মেয়রকে জানান দামামার কর্ণধার। এরপর পুলিশকেও সবটা জানানো হয়। সকলকে জানিয়ে বৃহস্পতিবার এলাকায় ফের কাজ করতে আসেন তাঁরা। ৩০ থেকে ৪০ জন নাট্যানুরাগীরাও এলাকায় এসে উপস্থিত হন।

পার্থ চৌধুরীর দাবি, তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে শুনে শহরের সমস্ত নাট্যানুরাগীরা এলাকায় চলে আসেন। এরপরই স্থানীয়দের সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে যায়। বচসা একসময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেলে খবর যায় পুলিশে। এরপর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌমিতা মণ্ডল বলছেন, ‘একটু ঝামেলা হয়েছিল। ওঁরা মেয়রের সঙ্গে যা কথা বলার বলেছেন।’

আংশিক ভাঙা দামামার মহলাকক্ষ। শক্তিগড়ে।

বিমানবন্দর সম্প্রসারণে ১৫৪৯ কোটি

বাগডোগরায় আর্থিক বাধা দূর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণে আর্থিক বাধা দূর হল। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরোহিত্যে নয়াদিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। ওই বৈঠকেই বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য ১,৫৪৯ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়। ফলে দ্রুত কাজ শুরু হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

চলতি মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি পরিবেশ আদালতের ছাড়পত্রের অভাবে। কিন্তু ওই ছাড়পত্র কিছুদিন আগে মেলায় এবার আর্থিক বরাদ্দও করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ ও বাগডোগরা বিমানবন্দরের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রাজু বিস্ট বলছেন, 'অত্যন্ত আনন্দের দিন আজ উত্তরবঙ্গের জন্য। দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে কাজ শুরু হতে চলেছে বাগডোগরা বিমানবন্দরের সিভিল এনক্লেভের। আশা করছি নতুন টার্মিনাল তৈরি হলে যাত্রী সমস্যা আর থাকবে না।'

কিছুদিন আগেই 'পয়েন্ট অফ কল'-এ জায়গা করে নিয়েছে বাগডোগরা বিমানবন্দর। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বীকৃতি পাওয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু নতুন টার্মিনালের পাশাপাশি বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ না হলে ওই স্বীকৃতি দিয়ে কী হবে, প্রশ্ন উঠেছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা অর্থ অনুমোদন করায়, নতুন টার্মিনাল এবং আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা থাকল না।

সূত্রের খবর, দ্রুত কাজ শুরু করার পাশাপাশি তা যাতে দ্রুত শেষ করা হয়, সে ব্যাপারে এদিন বৈঠক চলাকালীন নির্দেশ দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে প্রত্যেকদিন আট হাজার যাত্রী বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে আকাশে ওঠানামা করেন। গত বছর ১০ লক্ষ যাত্রীতে পৌঁছে রেকর্ড তৈরি করে বাগডোগরা বিমানবন্দর। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকতে হওয়ায় বিরক্ত যাত্রীরা।

সূত্রে খবর, নতুন টার্মিনাল হবে ৭০,৩৯০ বর্গমিটারের। ফলে ঘণ্টায় প্রায় তিন হাজার যাত্রী থাকতে পারবেন টার্মিনালে। বছরে ১০ মিলিয়ন বা এক কোটি যাত্রী বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে যাতায়াত করতে পারবেন। শুধু নতুন টার্মিনাল তৈরি নয়, যাত্রীদের সুবিধার্থে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং গড়ে তোলা হবে। বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের পর এ-৩২১'এর মতো এয়ারক্রাফট ওঠানামা করতে পারবে বলে আশাবাদী সাংসদ বিস্ট। তিনি বলছেন, 'সাংসদ হিসেবে একটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছি বলতে পারি। বাকি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। আশা করছি, পর্যটন সহ নানা ক্ষেত্রে উপকৃত হবে উত্তরবঙ্গ।'

বড় সিদ্ধান্ত

- বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই
- ক্যাবিনেট বৈঠকে শুক্রবার ১৫৪৯ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে
- নতুন টার্মিনাল তৈরি হলে যাত্রী সংকুলানের সমস্যা আর থাকবে না
- টাকা বরাদ্দ হয়ে যাওয়ায় কাজে আর বাধা থাকল না

ইস্তফা পদ্মের নগর মণ্ডল সভাপতির

ইসলামপুর, ১৬ অগাস্ট : বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব ভাওয়ালের ইস্তফা ঘিরে জলঘোলা শুরু হয়েছে। সঞ্জীবের দাবি, তিনি ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা দিয়েছেন। তবে গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, কিছুদিন ধরে দলের জেলা নেতাদের একাংশের সঙ্গে সঞ্জীবের বনিবনা হচ্ছিল না। তার জেরেই ইস্তফা দিয়েছেন তিনি।

সঞ্জীব শুক্রবার দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকারকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন। বাসুদেবকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে দলের জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন সঞ্জীবের ইস্তফার কথা স্বীকার করেছেন। বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডল কমিটি নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। সঞ্জীবের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেও গোষ্ঠী কাজিয়ার আগুন তলে তলে জ্বলছিলই। শুক্রবার তা প্রকাশ্যে চলে আসে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জীব দলের জেলা নেতাদের টপকে সাংগঠনিক কাজকর্ম করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

গোষ্ঠী কাজিয়ার কারণেই আপনার ইস্তফা? এই প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জীবের জবাব, 'কে কী বলছেন বা ভাবছেন তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। আমি দলের সাধারণ কর্মী হয়ে কাজ করে যেতে চাই। ব্যক্তিগত কারণে পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি।' দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস বিশ্বাস অবশ্য বলছেন, 'ইস্তফা দিলেই যে জেলা শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তা গৃহীত হবে এমন কোনও বিষয় নেই। দেখা যাক ঘটনাক্রম কোনদিকে মোড় নেয়।'

টিকিট বিক্রির রেকর্ড

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অগাস্ট : দুলালিদাড়া ইকো পার্কে গত বছরের টিকিট বিক্রির রেকর্ড ভাঙল স্বাধীনতা দিবসে। ঘোষপুকুর এলাকার ওই পার্কে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উপচে পড়ে ভিড়। ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লালের মন্তব্য, 'বন দপ্তরের কর্মী ও পুলিশের নজরদারিতে সুষ্ঠুভাবেই গোটা দিন কেটেছে।'

সাধারণ দিনে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০টি টিকিট বিক্রি হয়। ২০২৩ সালে স্বাধীনতা দিবসে যেখানে ২৮ হাজার টাকা আয় হয়েছিল ওই পার্কে, এবার সেই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৮০০ টাকা।

আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য। প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ তো বটেই, পথে নামতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলিও। তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডে দোষীদের শাস্তি চেয়ে বুধবার ১২ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এসইউসিআই। একইদিনে জোড়া কর্মসূচি ছিল বিজেপির। শিলিগুড়ি থেকে ইসলামপুর, কোথায় কতটা প্রভাব পড়ল, তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

রাস্তা রোকো কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। ধর্মঘট সফল করতে বাস আটকাচ্ছেন এসইউসিআই কর্মীরা। -শান্তনু ভট্টাচার্য ও তপন দাস

ভরসা তখন বাইক। সাধারণ ধর্মঘটের সকালে। -সংবাদচিত্র

দোকান বন্ধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে

রাহুল মজুমদার ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এসইউসিআইয়ের ডাকা ১২ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘটে মিশ্র প্রভাব পড়ল শিলিগুড়িতে। হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, বিধান মার্কেট সহ একাধিক জায়গায় সকাল থেকেই বন্ধ ছিল দোকানপাট। রাস্তাঘাটে গাড়ির সংখ্যাও অন্যদিনের তুলনায় ছিল কম। বেসরকারি বাস চলেছে হাতেগোনা। তবে সরকারি বাসের সংখ্যা ছিল পর্যাপ্ত।

ধর্মঘটের প্রভাব পড়তে পারে তার আঁচ মিলেছিল বৃহস্পতিবারই। ঝামেলা এড়াতে স্কুল, কলেজগুলিতেও উপস্থিতির হার ছিল খুব কম। তবে সরকারি দপ্তরগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ হাজিরা ছিল। একাধিক সরকারি দপ্তরে তিনবার করে হাজিরা চেক করা হয়েছে।

ধর্মঘট সফল করতে এদিন সকাল থেকে ফ্ল্যাগ হাতে এসইউসিআইয়ের পিকেটারদের রাস্তায় দেখা গিয়েছে। বাইক, অটো দাঁড় করিয়ে ধর্মঘট সফল করতে আবেদন করছিলেন তাঁরা। পাশাপাশি বিভিন্ন বাজারে বাজারে গিয়ে দোকানপাট বন্ধ রাখার আবেদন করা হয়। যদিও ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই এদিন নিজে থেকে দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। কোনও প্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সকাল থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে মোতায়েন ছিল পুলিশবাহিনী। পুলিশকর্তারা রাস্তায় নেমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন।

এদিন সকালেই এসইউসিআই-এর সদস্যরা কোর্ট মোড়ের পার্টি অফিস থেকে একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি ভেনাস মোড়, সেবক মোড় হয়ে ঘুরে ফের পার্টি অফিসে চলে যায়। মিছিল ভেনাস মোড়ে আসার পর কয়েকটি গাড়ি, টোটো আটকে ধর্মঘট সমর্থনের জন্য অনুরোধ করেন কর্মী-সমর্থকরা। এরপরই তাঁদের একটি দল কোর্ট মোড়ে চলে যায়। সেখানে তাঁরা যাত্রীবোঝাই টোটো, অটো, বাস দেখতেই দাঁড় করান।

এর মধ্যেই পথচলতি এক মহিলা ফুল ব্যবসায়ী ধর্মঘট সমর্থকদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করতে বলতে থাকেন, 'তোমাদের ওপরই এখন ভরসা। আমরা আর মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে পারলাম না।' আসলে, আরজি করের ঘটনায় মহিলাদের মধ্যে কতটা প্রভাব পড়েছে, সেটা ধর্মঘট সফলের জন্য সমর্থকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের প্রত্যুত্তরেই বোঝা গিয়েছে।

দু'ঘণ্টার রাস্তা রোকো শেষ ৫০ মিনিটে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে শুক্রবার দিনভর বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে তটস্থ থাকল পুলিশ। তবে বিজেপির কর্মসূচিতে এদিন কখনোই বলপ্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়নি পুলিশের তরফে। দুটি পৃথক কর্মসূচি থাকলেও কোনওটিতেই সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি বিজেপিও। দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক রাস্তা রোকো কর্মসূচি সারতে হয়েছে মাত্র ৫০ মিনিটেই।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, এদিন এয়ারভিউ মোড়ে অবস্থানে বসেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। বিধায়কের এই কর্মসূচিতে বিজেপি নেতারা উপস্থিত থাকলেও পুলিশ ধারেকাছে ছিল না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের এই অবস্থানে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করার পাশাপাশি ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সরব হন বিজেপি নেতারা। সেবক রোডে এদিন একই দাবিতে অবস্থানে বসেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়।

অবস্থানে বসে শংকর বলেন, 'শুধু আরজি কর নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণের ঘটনার পর দোষীরা শাস্তি পায়নি। যারা অত্যাচারিত হয়েছে তারা আজও বিচার পাননি। স্বাধীনতার পর ইনি হলেন নিকৃষ্টতম মুখ্যমন্ত্রী। ওঁর বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। আমরা ওঁর পদত্যাগ দাবি করছি।' দুপুরে পৃথক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে শিখা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার আছে, তাই ওই অধ্যক্ষকে শাস্তি দিতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ চালাতে ব্যর্থ। তাই তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি আমরা।'

এদিন এই কর্মসূচির পর বেলা ২টা নাগাদ হাসমি চকে অবরোধের কথা থাকলেও বিজেপি নেতা-কর্মীরা তা শুরু করেন পৌনে তিনটা নাগাদ। তবে এদিন এসইউসিআইয়ের ডাকা ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের কারণে শহরে যানবাহন চলাচল ছিল অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই কম। তাই বিকেল নাগাদ প্রায় ৫০ মিনিটের মতো হাসমি চকে অবরোধ হলেও যানজটের সমস্যা হয়নি।

হাসমি চকে অবরোধ চলাকালীন

> শুধু আরজি কর নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণের ঘটনার পর দোষীরা শাস্তি পায়নি। যারা অত্যাচারিত হয়েছে তারা আজও বিচার পাননি।
>
> **শংকর ঘোষ**

শংকর বলেন, 'রাজ্যের মহিলাদের উপর যে অত্যাচার চলছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কি তা উপভোগ করেন? যে দাবানল বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে, তা বন্ধ করার সাধ্য নেই মুখ্যমন্ত্রীর। তাই আমরা বলি, লক্ষ্মী যদি না রবে, তাহলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কী হবে? তাই যাঁদের পারিবারিক সচ্ছলতা রয়েছে তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা প্রত্যাখ্যান করুন।'

এদিনের বিক্ষোভে অংশ নেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী শাসন করছেন, সেভাবে রাজ্য চালানো যায় না। এদিন আমাদের ১৭ জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।'

বনধের প্রভাব কম, বিক্ষিপ্ত অবরোধ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধের ডাক দিয়েছিল এসইউসিআই। একইদিনে দুপুর ২টা থেকে পথ অবরোধ এবং ২ ঘণ্টা কর্মবিরতির ডাক দেয় বিজেপি। শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লক এবং ইসলামপুরে এসইউসিআইয়ের ডাকা বনধের তেমন প্রভাব অবশ্য চোখে পড়েনি। তবে মহকুমার কয়েকটি জায়গায় পদ্ম শিবিরের ডাকা অবরোধের আংশিক প্রভাব পড়েছে।

সকালে ইসলামপুর শহরে কয়েকজন এসইউসিআই কর্মী বনধে অংশ নিতে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেন। বিজেপির তরফে যদিও কোনওরকম তৎপরতা দেখা যায়নি সেখানে। অন্যদিকে, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে চোপড়ায় বাইক মিছিল বের করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। মিছিলটি চোপড়া থেকে কালাগছ পর্যন্ত পরিক্রমা করে।

বাগডোগরা, শিবমন্দিরে বনধের বড়সড়ো প্রভাব চোখে পড়েনি। কিছুসংখ্যক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। স্বাভাবিক ছিল জাতীয় সড়ক এবং এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে যানবাহন চলাচল। বাগডোগরা বিহার মোড়ে এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিজেপির তরফে কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর পুলিশ অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয়। নকশালবাড়িতে বিজেপি এবং এসইউসিআইয়ের কর্মসূচির কোনওরকম প্রভাব পড়েনি।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকে দলীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিক্ষোভ দেখিয়েছে স্থানীয় পদ্ম নেতৃত্ব। বিকেলে ফাঁসিদেওয়া বাজারে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন দলের ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল কমিটির সদস্যরা। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধের জেরে সাময়িক ভোগান্তির শিকার হন পথযাত্রীরা। বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস ঘুরপথে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যালয়ে যান। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে থানা মোড়ে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। লিউসিপাকড়ি, ঘোষপুকুর মোড় এবং বিধাননগরেও একই কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি।

ঘোষপুকুর মোড় থেকে পদ্মের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে হাঁটতে শুরু করেন। মিছিলটি স্থানীয় রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে থেকে ঘুরে ফের ঘোষপুকুর মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। বিজেপির ঘোষপুকুর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় সিংহ সহ অন্য নেতৃত্ব আরজি করের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। বিধাননগরে কালীবাড়ি মোড়ে একই দাবিতে পথসভা করে গেরুয়া শিবির। বিধাননগর মণ্ডল কমিটির তরফেও একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়েছিল। সেটা সহোদরগছ পাম্প থেকে শুরু হয়ে স্থানীয় বাজার পরিক্রমা করে।

খড়িবাড়িতেও অবরোধ করে বিজেপি। দুপুর ৩টা নাগাদ খড়িবাড়ি পিডব্লিউডি মোড়ের চৌরাস্তা অবরোধ করে দলের খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডল কমিটি। রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডলের তরফে বাতাসিতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। খড়িবাড়ি থানার পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের আলোচনা শেষে আধ ঘণ্টা পর তুলে নেওয়া হয় অবরোধ।

খড়িবাড়িতে বিজেপির পথ অবরোধ।

আরজি করের ঘটনায় চিকিৎসকরা এবারে পাহাড়েও প্রতিবাদ জানালেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা মোমবাতি হাতে প্রতিবাদ মিছিল করেন। মিছিলটি হাসপাতাল থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে ম্যালের চৌরাস্তায় এসে শেষ হয়। সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিহত তরুণী চিকিৎসকের প্রতি চিকিৎসকরা শ্রদ্ধা জানান।

জমির চরিত্র বদলের অভিযোগ

খড়িবাড়ি, ১৬ অগাস্ট : ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যোগসাজশে রাজবংশী ও আদিবাসীদের জমির চরিত্র বদল! এমনই অভিযোগ তুলল রাজবংশী ও আদিবাসী ভূমিরক্ষা কমিটি। সংগঠনের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটির তরফে শুক্রবার দুপুরে খড়িবাড়ির বিডিওর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এদিন প্রথমে একটি মিছিল খড়িবাড়ি বাজার পরিক্রম করে। পরে একটি প্রতিনিধিদল খড়িবাড়ির বিডিওকে স্মারকলিপি দেয়। বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'জমি সমস্যা নিয়ে স্মারকলিপি জমা পড়েছে। বিষয়গুলি খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

সংগঠনের সভাপতি দুর্লভ সিংহ, সম্পাদক রাধা মুন্ডাদের অভিযোগ, খড়িবাড়ি ব্লকের একাধিক জমিতে আদিবাসী বর্গাদারকে অন্ধকারে রেখে খতিয়ান থেকে বর্গাদারের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। সিকস্তি জমির ক্ষেত্রেও জমির চরিত্র পরিবর্তন করা হচ্ছে।

দুর্লভ বলেন, 'চা বাগানের জমিতে বসবাসকারী আদিবাসীরা পাট্টা পাচ্ছেন না। অথচ চা বাগানের জমি মাফিয়াদের হাতে লিজে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর জমি মাফিয়ারা সেই জমি প্লটিং করে কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করছে।' এছাড়াও বাতাসি হাসপাতাল ও খড়িবাড়ি হাটের সরকারি জমি দখলমুক্ত করার দাবি করেন তিনি।

ন্যায্যমূল্যের দোকান বন্ধ

নকশালবাড়ি, ১৬ অগাস্ট : দু'দিন ধরে বন্ধ রয়েছে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান। ফলে সমস্যায় পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদের বাইরের দোকানগুলি থেকে চড়া দামে ওষুধ কিনতে হচ্ছে। নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ বলেন, 'আগে যে টেন্ডারটি ছিল সেটি ১৪ অগাস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই সমস্যা হচ্ছে। নতুন টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত পরিষেবা চালু হবে।'

২০১৪ সালে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধ সেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। এখান থেকে ৬০ শতাংশ কম দামে ওষুধ কিনতে পারেন রোগীরা। পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় বাইরে থেকে বেশি দামে ওষুধ কিনতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। দ্রুত এই পরিষেবা চালু করার দাবি জানিয়েছেন রোগীর পরিজনরা।

হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা জুলেখা খাতুন জানান, আমার তিন বছরের মেয়ের জন্য ওষুধ নিতে এসেছিলাম। কিন্তু দোকান মেরামতের কাজ চলছে বলে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

জল জীবন মিশন প্রকল্প

কাজে ঢিলেমির অভিযোগ

চোপড়া, ১৬ অগাস্ট : চোপড়ার ব্লকে জল জীবন মিশন প্রকল্পে কাজের গতি নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ উঠেছে, বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে প্রকল্পের কাজ। ফলে জলের জন্য সাধারণ মানুষেকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে। দাসপাড়া, সদর চোপড়া, কালাগছ, ঘিরনিগাঁও ও মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ একাধিক জায়গায় পানীয় জলের পরিষেবা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোয়াখালি গ্রামে বছর দুয়েক আগে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হলেও এখনও গ্রামে জল পৌঁছায়নি। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'এনিয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।'

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ব্লকের সব জায়গায় কাজ চলছে। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। পোয়াখালি এলাকার সমস্যা প্রসঙ্গে দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য, যে রিজার্ভার থেকে পোয়াখালি গ্রামে জল পৌঁছানোর কথা তার মাঝে রেললাইন রয়েছে। তাই ওই এলাকায় একটি গভীর নলকূপ বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেন, 'এলাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজের তৎপরতা শুরু হয়েছে।' মাঝিয়ালি এলাকার বাসিন্দা তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য গোপাল ভৌমিক জানান, পিএইচই দপ্তরের কাজের গতি নিয়ে এলাকায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। অনেক জায়গায় এক-দু'বছর আগে পাইপ বসানো হলেও, পরিষেবা অমিল।

রক্তদান

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : শুক্রবার ফুটবলপ্রেমী দিবসে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ এবং শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আয়োজিত শিবির থেকে ৪৮ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হল। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে জমা করা হয়েছে। শিবিরে এসেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। রক্তদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা বলে জানান ওয়েলফেয়ারের সম্পাদক জ্যোতির্ময় পাল। ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আইএফএ থেকে শিশির ঘোষের স্বাক্ষরিত শংসাপত্র এলে তা রক্তদাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

কাজ শুরু

চাকুলিয়া, ১৬ অগাস্ট : দীর্ঘদিন পর গোয়ালপোখর-২ ব্লকের ফুলবাড়ি নারায়ণপুর এলাকার রাস্তার কাজ শুরু হল। শুক্রবার রাস্তাটির কাজের সূচনা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা আজাহার আলি বলছেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানানো হচ্ছিল। যাতায়াত করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়ছিলেন।' চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম জানিয়েছেন, রাস্তাটি সংস্কারের জন্য বিধায়কের তহবিল থেকে চার লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতা

চাকুলিয়া, ১৬ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবসে চাকুলিয়া শকুন্তলা হাইস্কুল মাঠে আটটি দল নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শেষ হয় শুক্রবার। চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ জানান, তরুণ সমাজ খেলাধুলোর চর্চা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এতে তাঁদের দৈহিক, মানসিক বিকাশে ক্ষতি হচ্ছে। তাই সচেতনতার বার্তা দিতেই প্রতিযোগিতার আয়োজন।

পাঁচটি ক্লাসের পড়াশোনা দুটি ঘরে

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৬ অগাস্ট : ইসলামপুর শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে দেশবন্ধুপাড়া প্রাথমিক স্কুলের পরিকাঠামো বেহাল। বেশিরভাগ ক্লাসরুমের ভগ্নপ্রায় অবস্থা। ফলে পাঁচটি ক্লাসের পঠনপাঠন এখন মাত্র দুটি ক্লাসরুমে। মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের বেহাল অবস্থার কারণে ডাইনিং রুমে রান্না করা হচ্ছে। ক্লাসরুমেই মিড-ডে মিল খেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। স্কুলের এমন বেহাল পরিস্থিতির কারণে বাচ্চাদের এই স্কুলে ভর্তি করতে আগ্রহ হারাচ্ছেন অনেক অভিভাবক।

রঞ্জনা দাস নামে এক অভিভাবক বলেন, 'স্কুলের পরিকাঠামো খারাপ বলে অনেকে তাঁদের বাচ্চাদের এই স্কুলে ভর্তি করে না। কিন্তু আমাদের আর্থিক পরিস্থিতি এত খারাপ যে, বাধ্য হয়ে মেয়েকে এই স্কুলে ভর্তি করেছি।' তিনি জানান, 'স্কুলের বন্ধ ঘরগুলি থেকে মাঝেমধ্যে সাপ বেরোয়। তাই খুব চিন্তায় থাকি। একই ক্লাসরুমে একাধিক ক্লাস হয় বলে বাচ্চার ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তা হয়।'

পড়ুয়াদের স্কুলে ধরে রাখতে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের নাচ, গান, আঁকা শিখিয়ে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলকে এমন অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টার কসুর রাখেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু স্কুলের হাল ফেরেনি।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রেয়সী দাস বলেন, 'আমাদের স্কুলে ৬২ জন পড়ুয়া রয়েছে। মিড-ডে মিল এবং বাথরুম নিয়েও অনেক সমস্যা।' এসব সমস্যা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং মহকুমা শাসককে জানানো হয়েছে। ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ বলেন, 'এই স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

দেশবন্ধুপাড়া প্রাথমিক স্কুলে যে ক্লাসরুমে স্কুলের পাঁচটি ক্লাসের বাচ্চাদের পড়ানো হয়, সেখানে দু'দিকে বসেন দুজন শিক্ষক। পড়ুয়ারা দু'দিকে মুখ করে পড়াশোনা করে। ফলে পড়াশোনার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাছাড়া প্রশ্ন থাকেই যে, শহরের স্কুলের পরিস্থিতি যদি এমন হয়, তাহলে গ্রামের স্কুলগুলির পরিকাঠামোর হাল কেমন?

ক্লাসরুমে বসেই মিড-ডে মিল খাচ্ছে পড়ুয়ারা। -সংবাদচিত্র

শনিবার, ৩২ শ্রাবণ ১৪৩১, ১৭ অগাস্ট ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৯০ সংখ্যা

অনাবশ্যক অসৌজন্য

সংসদীয় রাজনীতিতে সৌজন্য সবসময়ই কাঙ্ক্ষিত। পারস্পরিক সৌজন্য না থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্র বাধাপ্রাপ্ত হবেই। তাই শাসক ও বিরোধী, উভয়পক্ষের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও সৌজন্যের যেন অভাব না ঘটে, সেদিকে নজর রাখা উচিত। কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের আমলে বারবার সেই সৌজন্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সৌজন্য প্রদর্শন হয় নানা হিসাবে। লালকেল্লায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সেই প্রশ্ন আবার উঠল।

তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদির লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ ছিল এবার। বিজেপির নেতা, মন্ত্রীদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত ছিলেন রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে। এই পদে তিনি এই প্রথম। গোটা অনুষ্ঠানের তাল কাটল রাহুলের জন্য বরাদ্দ আসনকে কেন্দ্র করে। সদ্যসমাপ্ত প্যারিস অলিম্পিকে পদকজয়ী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের পিছনে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে বসতে দেওয়া হয়।

রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেরও আসন ছিল পিছনের সারিতে। অথচ লোকসভার বিরোধী দলনেতার ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল মর্যাদা এবং সুযোগসুবিধা পাওয়ার কথা। খাড়গের ক্ষেত্রেও তাই। বরাবর তাই হয়ে এসেছে। ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে রাহুল ও খাড়গেকে প্রথম সারিতেই বসতে দিলে সেটাই হত সৌজন্য। কিন্তু তা না হওয়ায় বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, পিছনের সারিতে বসিয়ে রাহুল এবং মল্লিকার্জুনের প্রতি অসৌজন্যের নজির স্থাপন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপির যুক্তি, অলিম্পিকে পদকবিজয়ীদের সম্মান দেখানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলেই বরাদ্দ আসনে কিছু বদল ঘটানো হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, কংগ্রেস অহেতুক বিষয়টি নিয়ে হইচই করছে।

যদিও অলিম্পিকে পদক বিজয়ীদের সম্মানপ্রদর্শন উদ্দেশ্য হলে শুধু রাহুল, খাড়গের জন্য পিছনের আসন বরাদ্দ কেন, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কেননা, অমিত শা, রাজনাথ সিং প্রমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের আসন কিন্তু প্রথমের সারিতেই ছিল। গত লোকসভা ভোটে 'ইন্ডিয়া' জোট ক্ষমতায় না এলেও আগের চেয়ে বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছে। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা একশো পেরিয়েছে। সেই সুবাদে যাঁকে গত ১০ বছর লাগাতার পাপ্পু, শাহজাদা বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি, সেই রাহুলকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে।

যাঁর সাংসদ পদ একসময় কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য এখন সেই রাহুলকেই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন বিরোধী দলনেতাকে ভাষণে প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ করতে হচ্ছে। রাহুল সেই ভাষণে সরকারকে তীব্র আক্রমণও করছেন। যাতে অস্বস্তি বাড়ছে কেন্দ্রের। যাঁকে সরকারি বাংলো থেকে একদা উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তাঁর হাতে নতুন বাংলোর চাবি তুলে দিতে হচ্ছে সরকারি আধিকারিকদের।

গোটা পরিস্থিতিটা মোদি সরকারের পক্ষে বিড়ম্বনার। অথচ ভোটের ফল যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, তারপর শাসক ও বিরোধী, উভয়পক্ষের হাতে হাত মিলিয়ে দেশকে উন্নতির রাস্তায় নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সমালোচনা, পালটা সমালোচনা থাকলেও সৌজন্যকে যোগ্য পরিসর দেওয়া উচিত। এই সংসদীয় শিষ্টাচার ভারতের বরাবরের ঐতিহ্য ছিল মাঝেমধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেও।

সংসদীয় গণতন্ত্রের কিছু নিয়মকানুন আছে। ১০ বছরের মোদি জমানায় সেই দস্তুরগুলির অনেক কিছু উধাও হতে দেখা গিয়েছে। রাহুলকে পিছনের সারিতে বসানো সেরকমই একটি। যেটা কখনও কাম্য নয়। এতে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভাবনাটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবকিছুতে অতীতের কাসুন্দি ঘাঁটা যেমন অনুচিত, তেমনই সংসদকে প্রতিহিংসা বা উপেক্ষা চরিতার্থ করার স্থান করা উচিত নয়। বরং অতীতের ভালোগুলিকে আঁকড়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যতের ভিত শক্ত হয়।

অমৃতধারা

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা- চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। দুই রকম আমি আছে- একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি, আর পাকা আমি হচ্ছে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ।

-শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রাবণেই আগমনী ও ফেক নিউজ চাষ

কোনও আন্দোলন অরাজনৈতিক হওয়া কঠিন। কোনও পার্টি সেখানে নামলে প্রশ্ন উঠবে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ছবি : আবির চৌধুরী

স্বাধীনতার মধ্যরাতে চাঁদও যেন এসে নেমেছিল বাংলার রাজপথে, অলিতে গলিতে। প্রতিটি নারীর প্রতিবাদে তার জ্যোৎস্না মাখিয়ে দেবে বলে। সেও সূর্যের চেয়ে প্রতিবাদী হতে চেয়েছিল একটি রাতের জন্য। কোনও নারীই আর একা নয় তখন।

তাঁদের প্রতিটি কথা হয়ে উঠেছে কবিতা। প্রতিটি কবিতা হয়ে উঠেছে আগুন। সেই রাত তাঁদের জন্য দীর্ঘায়িত হতে রাজি ছিল।

এবং ঠিক সেই সময় মালদার প্রধান হাসপাতালের বেডে রক্তে ভেসে যাওয়া এক বালিকা বেঁচে ওঠার জন্য চালিয়ে যাচ্ছিল লড়াই। একা। পাথরের আঘাতে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত। রক্তে মাখামাখি। এতটাই পালটে গিয়েছে মুখমণ্ডল, তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না কয়েক সেকেন্ডও।

সে বেঁচে আছে গো, সে বেঁচে আছে!

হরিশ্চন্দ্রপুর ও ভালুকা রোডের মাঝখানের রেললাইন ধরে সেই ত্রয়োদশী স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন হেঁটে আসছিল। একেবারে ভরদুপুরে। কে বা তাকে পাথর দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করে পালিয়ে যায়। আরও কী অত্যাচার হয়েছে দৌলতপুর এলাকার মতিলাল গ্রামের ওই পিতৃহীন বালিকা, ভিখিরিনী মায়ের সন্তানের ওপর, কেউ স্পষ্ট জানে না। দুপুর সাড়ে তিনটের সময় ওই আক্রমণ, কিন্তু রাতের স্বর্গীয় প্রতিবাদের দৃশ্যে তার কথা যে কেন উঠে আসে না! সোশ্যাল মিডিয়ায় কত কিছু লিখে যান শহরের শ্রদ্ধেয়া নারী ব্যক্তিত্বরা। গ্রামে অত্যাচারিত নারীদের কথা তাঁদের আগুন ঝড়ানো কাব্যিক লাইনে উঠে আসে না। গ্রামের বিধবা ভাতা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর ভাতা নিয়েও কটাক্ষ চালিয়ে যান।

এঁরা শুধু উত্তরবঙ্গের রেললাইনে পড়ে থাকা ক্ষতবিক্ষত বালিকার জন্য সোচ্চার হন না। কলকাতার রাজপথে শিক্ষক আন্দোলনে হাজার দিনের বেশি পড়ে থাকেন মফসসলের প্রচুর বেকার হতভাগ্য তরুণী। এঁদের পাশে আজকের দুর্গারা কতজন দাঁড়িয়েছেন?

বাংলা সিনেমা এবং গান শহর-গ্রামের মধ্যে ফারাক করে যেমন নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে, আমরা কি প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও এমন গ্রাম ও শহরের ফারাক করে ফেলছি? ফেললে প্রতিবাদের সাড়ে সর্বনাশ। সব নিপীড়িতার জন্য সরব হওয়া উচিত নয় কি? অত্যাচারিত কে, কোথাকার মানুষ, কী তাঁর পেশা- সেই ভেবে প্রতিবাদে নামতে গেলে আমাদের সুবিধাবাদ ও হুজুগে ভেসে থাকার মতবাদই স্পষ্ট হবে আরও। সবচেয়ে ভয়ংকর দিক, অনাচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মধ্যে বিরোধী নেতারা ফয়দা তুলতে নেমে পড়লে। যা বাংলাদেশে হয়েছে।

শাসকদলের বিরুদ্ধে এক স্বতঃস্ফূর্ত অরাজনৈতিক আন্দোলন কোনও বিরোধী পার্টি হাইজ্যাক করে নিলে বিশৃঙ্খলা আরও চরমে পৌঁছাতে বাধ্য। যে কোনও আন্দোলনে রাজনীতি থাকবেই, কিন্তু 'রাতের দখল' শেষ পর্যন্ত পার্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ছিল কি? ওপার বাংলায় কিন্তু বিএনপি বা জামায়েত নির্বাচনে জিততে না পেরে বসেছিল এমন সময়ের অপেক্ষায়, যখন নেপোয় দই মারা যায়। এবং তা তারা করেও দেখিয়েছে।

শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেল, ১৫ অগাস্ট ঢাকায় মুজিবুর রহমানের নিহত হওয়ার দিনে কেউ শ্রদ্ধা জানাতে যেতে পারেননি। ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি এমনিতেই সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সেখানে যাতে কেউ না যেতে পারে, তার জন্য লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিল একদল তথাকথিত ছাত্র। অধিকাংশই আওয়ামি লিগ বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের। বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলেই জুটেছে মার, লাঞ্ছনা। আগে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এ কি আওয়ামির লোক? হলেই মার ওকে।

ইতিহাসই বলবে, এই আন্দোলনকে সার এবং জল দিয়ে কতটা লাভবান হয়েছে বিএনপি বা জামায়েত।

আরজি কর আন্দোলনের ভয়ংকরতম দিক অবশ্য দিকে দিকে ফেক নিউজের চাষ। ফেক নিউজ এখন ভুট্টা চাষের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়ায় এই বাংলায়। এখনকার অধিকাংশ টিভি চ্যানেল কূপমণ্ডূকতার ডোবারও অধম। দেশ বা বিদেশের কোনও খবর সেখানে পাবেন না। বাংলারই গোটা চারেক খবর নিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেবে এরা। বেশি খবর জানার উপায় নেই। এরই সুযোগ নিয়ে ফেক নিউজের কৃষকরা চাষ করে যান নিয়মিত। আরজি কর নিয়ে কত মুচমুচে খবর রটানো হয়েছে ভেবে দেখুন, যা পরে ভুয়ো প্রমাণিত। সেই ভুয়ো খবরের ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে নানা ধরনের 'অতি গুরুত্বপূর্ণ' মতবাদ। কিছু নির্দোষকে দিনের পর দিন দাঁড় করানো হয়েছে কাঠগড়ায়। কিছু হতভাগ্য ডাক্তারকে ধর্ষক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এবং আরও যন্ত্রণার ব্যাপার, ডাক্তারদেরই একটা অংশ এই ফেক নিউজের কৃষক হয়ে গিয়েছেন। ভিনরাজ্যের, বিদেশের উচ্চশিক্ষিত ডাক্তাররাও এমন চাষে তৎপরতা দেখিয়েছেন। নিজেদেরই গ্রুপে এমন এমন মন্তব্য করেছেন, যা ছড়িয়েছে গ্রুপের বাইরে। আমরা তাঁদের অনেকেরই কথা বিশ্বাস করে ঠকেছি। সবাই সাংবাদিকতা শুরু করেছেন, অথচ খবর রি-চেক করার অভ্যাসই নেই তাঁদের। তবু সোশ্যাল মিডিয়ায় গিজগিজে ভিড় ক্রাইম রিপোর্টার্র, তদন্তকারী পুলিশ অফিসারে।

প্রশ্ন করতে পারেন, ব্যস্ত ডাক্তাররা এত সোশ্যাল মিডিয়া চর্চা করার সময় পান কোথায়? আরজি করে এত দুর্নীতির খবর এতদিন ডাক্তাররা চেপেছিলেন কেন? উত্তর : এঁরা অধিকাংশই হয় তৃণমূলপন্থী, নয় সিপিএম, নয় বিজেপি, নয় এসইউসি, নয় কংগ্রেস। চিকিৎসার থেকে এঁদের বেশি সময় যায় রাজনীতিতে। বাংলার বেহাল সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পিছনে নেতা-মন্ত্রীদের পাশে দায়ী রাজনীতিক-ডাক্তাররা। কোনও ভালো ডাক্তার রাজনীতিতে সময় দিতে পারবেন না। বিধানচন্দ্র রায় এখন অতীত।

এখন 'বন্ধুরা' বলে কেউ হোয়াটসঅ্যাপে বলেন, কীভাবে টাকা নিয়ে পাশ করানোর খেলা চলে সব মেডিকেল কলেজে। ভয়ার্ত গলার নাটক স্পষ্টত ফেক। তবু বহু লোক বিশ্বাস করছেন সেসব। অথচ অনেক ডাক্তারই বলছেন, কোনও এক বিশেষ পরীক্ষক খাতা দেখেন না। খাতা দেখেন একাধিক লোক। আর নম্বর বাড়ানোর খেলা কি আজকের খেলা? এখন যেমন উত্তরবঙ্গ লবির কথা উঠে আসছে, বাম আমলে একটা সময় ছিল বর্ধমান লবি। সেখান থেকে আশির দশকে পাশ করা বিশিষ্ট ডাক্তার দিলেন, 'আমাদের সময় অনেককে এক পরীক্ষক এক নম্বর দিলেও অন্য পরীক্ষক ৪৯ দিয়ে পাশ করিয়েছেন। ৫০ পেলে পাশ।'

এতদিন এই নষ্ট চাঁদের খেলা দেখেননি কেন কেউ?

ফেসবুকে যাঁরা বিপ্লব করেন, তাঁদের যাবতীয় কার্যকলাপ শুধু মুখেই-এই অপবাদ একদিনের জন্যও মুছতে পেরেছে এই আন্দোলন। উলটোদিকে আরও দুটো কথা। এক, ফেসবুক-ইন্সটা করেন না, এমন প্রচুর নারীকে শামিল করা যায়নি। অতীতে অতি দ্রুত স্তব্ধ হল হোক কলরব বা স্বপ্নদীপ বা কামদুনির মৃত্যু নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ঝড়। কেন? পনেরো অগাস্ট ছুটির দিন না হলে কি আগের রাতে এত ভিড় হত? দুই, পুলিশ-ডাক্তারদের সমালোচনায় নেমে এই পেশার ভালো লোকদের দাঁড় করানো হয়েছে কাঠগড়ায়।

এটা ঠিক, পদ্মাপারের আন্দোলন গঙ্গাপারের শাসকদলের হৃৎপিণ্ডে অস্থিরতা ডেকে এনেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরির অশ্লীল কথার পর মুখ্যমন্ত্রী অতিদ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আরজি করের ঘটনাতেও প্রথম থেকে সংবেদনশীলতাই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তায়। মূল সমস্যাটা বাঁধল অন্য জায়গায়। আরজি করের অধ্যক্ষর বদলি সংক্রান্ত নির্দেশে। সত্যিই তো, তিনি কী এমন ক্ষমতাবান যাঁর বদলি ঘোষণা করে দ্রুত পালটাতে হয়? বা কী এমন দক্ষ প্রশাসক, যাঁকে আরজি কর থেকে সরানো যেতে পারে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। এখন প্রতিটি পদক্ষেপ মেপে ফেলার সময়, প্রতিটি কথা মেপে বলার সময়। বিস্ময়কর হল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ই বলে বসলেন, অপরাধীকে এনকাউন্টারে মারতে হবে। দু'বারের সাংসদ জানেন না, এমন এনকাউন্টারের আইনই নেই ভারতে? বিজেপির অমিত মালব্য ধর্ষিতার নাম করেই ফেললেন। আইনত যা অপরাধ।

লক্ষ্য করে দেখুন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা যে যে চিকিৎসক নেতার ওপর নির্ভর করেছেন, সবাই তাঁকে ডুবিয়েছেন। নির্মল মাজি, শ্যামাপদ দাস, শান্তনু সেন, সুশান্ত ঘোষ, রথীন চক্রবর্তী, সুদীপ্ত রায়, অভিজিৎ চৌধুরী... তালিকা অন্তহীন। অনেক চিকিৎসকই গায়ক-অভিনেতা-সাহিত্যিকের মতো সিপিএম জমানায় ক্ষীর খেয়েছেন। আবার তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশে জেন জি একটা নতুন শব্দ তৈরি করেছে- 'পল্টিবদল'। মানে কথায় কথায় যারা জার্সি বদলায়। 'পল্টিবদল'-এর নায়কদের নৃত্য এপার বাংলাতেও।

মমতা বারবার ভুল করেছেন যোগ্য লোক বাছতে। এখন স্বাস্থ্য ও পুলিশমন্ত্রী হয়ে তিনিই রাস্তায় প্রতিবাদে নামলেন হাসপাতালে ধর্ষণ নিয়ে। পার্টিকেও নামালেন। আর শান্তনু সেন এখন বলছেন, আরজি করে অনাচার চলছে। এতদিন কী করছিলেন মশাই? আপনিও তো কম মধু খাননি ক্ষমতার।

সব নাটকীয় কার্যকলাপের পাশাপাশি ফেসবুক বিপ্লবীদের একাংশের অতিনাটকীয় মত পড়লে হাসি পায়। তাঁদের অনেকের ধারণা, হাসিনা স্টাইলে একদিনের মধ্যে মমতার পতন ঘটবে। বাস্তবে যা অসম্ভব। হাসিনা ছিলেন দেশের প্রধান। সেখানে অবাধে লুঠতরাজ, মূর্তি ভাঙচুর, জাতির জনকের সব স্মৃতি জ্বালিয়ে দেওয়া, পুলিশকে পেটানো একদিকে সহজ। অরাজকতা ঠেকানোর একমাত্র প্রতিনিধি সেনারা হাত তুলে দিয়েছিল। এই বাংলায় ওই নাটক সম্ভব নয়। রাজ্যপাল রাজনৈতিক নেতাদের মতো স্লোগান দিয়ে লোক তাতাতে পারেন। তবু সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারই এমন অরাজকতা হলে আগে সেনা নামাবে। এ সব না বুঝেই ফেসবুকে অনেকে বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

এত কথার পরেও ভাবি, শ্রাবণের শেষেই উমাদের রণরঙ্গিণী রূপ, আগমনী গান এনে ফেলেছে অসুরদলনী আবাহনের আবহ। যা বাঙালিকে জাগাতে পারে নতুনভাবে। শুধু এক উমা আর কোনওদিন 'মা' বলে ডাকবেন না!

আজ

১৯০৯

১৯০৯ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া।

২০২০

বিশিষ্ট গায়ক পণ্ডিত যশরাজ প্রয়াত হন ২০২০ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি যত শান্ত থাকি, আপনাদের মঙ্গল। আমাকে আঘাত করলে আমি হয়ে যাই টর্নেডো, সাইক্লোন। নিজেকে কেয়ার করি না। মানুষকে কেয়ার করি। যাঁরা দোষী, তাঁদের কথা না বলে ওঁরা আমাকে মারতে যান। কিছু রয়েছে যদুবংশ।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

গাজিয়াবাদে বাড়ির ছ'তলার বারান্দায় রিল বানাচ্ছিল ১৬ বছরের এক কিশোরী। হাত ফসকে মোবাইলটি পড়ে যায়। সেটি ধরতে গিয়ে বারান্দা থেকে নীচে রাখা ফুলের টবের মধ্যে পড়ে যায় মেয়েটি। চোট লাগলেও প্রাণে বাঁচে গিয়েছে সে। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

পালিত হল ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। বৃহস্পতিবার লন্ডনের পিকাডেলি সার্কাসে ভারতীয়রা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেন জনগণমন গেয়ে। তাঁদের সঙ্গে গলা মেলান বেশ কিছু পাকিস্তানিও। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেই ভিডিও ভাইরাল।

উত্তরের পাঁচালি

অবহেলায় ক্ষোভ

নজরে।। কোচবিহার শহরে সুনীতি রোডের পাশে মহারানি সুনীতি দেবীর মূর্তি।

রাজার শহর কোচবিহার। অথচ সেখানেই ব্রাত্য পড়ে মহারানি সুনীতি দেবীর একটি মূর্তি। ২০১০ সালে সুনীতি রোডের পাশে কোচবিহার পুরসভা এই মূর্তিটি স্থাপন করে। তৎকালীন চেয়ারম্যান বীরেন কুণ্ডুর উদ্যোগে এখানে এই মূর্তিটি বসানো হয়। বর্তমানে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করায় মূর্তির বেদিতে শ্যাওলা জন্মেছে। একসময় সাদা ধবধবে থাকলেও এখন মূর্তিটির যা হতশ্রী দশা, তাতে ক্ষোভ ছড়ানোটো স্বাভাবিক। ছড়িয়েওছে। মূর্তিটিকে পরিষ্কার করার পাশাপাশি মহারানি সুনীতি দেবীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হোক বলে দাবি জোরালো হচ্ছে। ১৮৬৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মহারানির জন্ম হয়েছিল। ১৯৩২ সালের ১০ নভেম্বর তিনি প্রয়াত হন। তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যে বিশেষ করে শিক্ষার বিস্তারে মহারানি সুনীতি দেবী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বর্তমানে কোচবিহারে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তার নাম সুনীতি রোড। পাশাপাশি, মহারানির নামাঙ্কিত সুনীতি অ্যাকাডেমি নামে সরকার পোষিত একটি স্কুলও রয়েছে।

- শিবশংকর সূত্রধর

নাচে প্রাণ

নীলাক্ষী চট্টোপাধ্যায়।

যে কোনও জায়গায় নাচ দেখলেই হল। একরত্তি মেয়েটা সটান নাচতে শুরু করে দিত। এরপর বয়স বাড়ার পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার শহরের নীলাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের নাচের প্রতি টানটাও সমানে বেড়েছে। তিন বছর বয়সে নাচের স্কুলে ভর্তি। প্রথমে রবীন্দ্রনৃত্য ও পরে কথককে মনপ্রাণ সঁপে দেওয়া। এখন বয়স ১২। নীলাক্ষী কিছুদিন আগেই সংস্কৃতিমন্ত্রকের অধীনে থাকা সেন্টার ফর কালচারাল রিসোর্স অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের স্কলারশিপের জন্য পরীক্ষা দিয়ে কত্থকের জুনিয়ার বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে। সবাই দারুণ খুশি। স্থানীয় নানা জায়গা সহ উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্ত তো বটেই, নীলাক্ষী তার নৃত্যশৈলীতে বালুরঘাট শিশু উৎসব, এবিটিএ'র রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠানে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তার সাম্প্রতিকতম সাফল্যে বাবা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ও মা আলো চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি নীলাক্ষীর নৃত্যগুরু দেবজয়া সরকার আশায় বুক বেঁধেছেন। নাচকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরাই খুদের লক্ষ্য।

-আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

'বেশি রাত করিস না রে মা'

কথাগুলো পিতৃতন্ত্রের চোখরাঙানি নয় সবসময়। শুভানুধ্যায়ীদের চিন্তা প্রচ্ছন্ন থাকে। তবুও এই চিন্তাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাবা হয়।

চিরদীপা বিশ্বাস

'যেতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু মা তো পারমিশন দিল না। তোকে কি সুন্দর একবারেই হ্যাঁ বলে দিল।' 'তাও, এত রাতে একা সাহস পাচ্ছি না রে।'

এভাবেই স্বাধীনতার রাতে দুই উমার মহিষাসুরমর্দিনী হয়ে ওঠার আশা পূরণ হল না। যে বাড়িতে তারা ভাড়া থাকে সেই আন্টিই আশাটা জাগিয়েছিলেন যদিও। জমায়েতে যাওয়াটা ঠিক কতটা প্রয়োজনীয় তা নিয়ে বিস্তর জ্ঞানও দিয়েছিলেন। কিন্তু সবাইকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়ার উৎসাহ তিনি আর পেলেন না। বদলে বললেন, 'বড় কেউ সঙ্গে থাকলে যেতে পারতিস।' কিন্তু আত্মীয়হীন এই অচেনা রাজধানীতে কোনও 'বড়' তাদের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নয়।

আর বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারও অচেনা বড়দের উপর ভরসা করতে সন্দিহান। তাই মহানগরের প্রাণকেন্দ্রে থেকেও প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও ইতিহাসের সাক্ষী হওয়া হল না ওদের।

চতুর্দিক 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'-এর স্লোগানে সরগরম। এখানে ওই চিন্তিত মায়ের মতো অনেকে আছেন, যাঁরা পোস্ট হয়তো শেয়ার করছেন কিন্তু মেয়েকে রাতে একা বাইরে যেতে দিতে একটু ভয়ই পাচ্ছেন। 'আমার মেয়েটার যদি কিছু হয়ে যায়' প্রশ্ন তুললে স্বার্থপর বলে দাগাতেও ভুলছে না জনতা। তবে সমালোচনা না করে, পিতৃতান্ত্রিকতাই এই মনোভাবের জন্য দায়ী- এটা না ভেবে বাবা-মায়ের মনোভাবটা একটু বোঝা দরকার আমাদেরও। বাড়ি থেকে অনেক দূরে, অচেনা শহরে যেখানে কিছুদিন আগে বীভৎস এক ঘটনা ঘটে গেল রাতের অন্ধকারে, সেখানে কিশোরী বা তরুণী মেয়েটা রাতে একা বেরোবে- বুক দুরুদুরু করবে না বাবা-মায়ের?

একটা রাতের আন্দোলনে পিতৃতন্ত্রের অন্ধকার দিকের অবসান হয়তো ঘটবে না, কিন্তু এই আন্দোলন শুভসূচনার শঙ্খধ্বনিস্বরূপ, যা শোনাবে 'এখনও অনেক পথ হাঁটা বাকি হয়তো'র সুর। তাই ১৪ অগাস্টের রাতে পথে নামতে পারেনি যে দুর্গারা তারা যেন নিজেদের পরাধীন মনে করে কষ্ট না পায়। আসলে পুরুষতান্ত্রিকতার ভয়াবহতা এতটাই মনে দাগ কেটেছে যে, প্রকৃতপক্ষে কোনটা মেয়েদের দমিয়ে রাখা এবং কোনটা সত্যিকারের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ তার পার্থক্যটা বুঝতে পারছি না আমরা। 'বেশি রাত করিস না রে মা' বলাটা পিতৃতন্ত্রের চোখরাঙানি হয় না সবসময়। শুভানুধ্যায়ীদের চিন্তা প্রচ্ছন্ন থাকে ওই কথার আড়ালে। রক্ত গরম আমরা তবুও এই চিন্তাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেবে ভেঙে ফেলতে চাই বারংবার।

যে জঙ্গলে হিংস্র, বন্যজন্তুর বসবাস, সেই জঙ্গল সাফ করা আমাদের কর্তব্য অবশ্যই। তবে এই ঘন জঙ্গল সাফ করা সময়সাপেক্ষ। তাই যতদিন সাফাইয়ের কাজ চলবে আমাদের সাবধানে পা তো ফেলতেই হবে। এখানেই নারীমন প্রশ্ন তোলে 'আমরা কেন সাবধানতা অবলম্বন করব সর্বদা।' কারণ আমরা মানুষ, আমাদের বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিহীন গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করতে বা বিষাক্ত সাপের দাঁত ভাঙতে আমাদের একটু সাবধানতা অবলম্বন তো করতেই হবে। স্বভাববশত সাপ ছোবল দিলে 'কেন দেবে?' প্রশ্ন করাটা তো বোকামি। তাই সমাজের একেবারে গোড়ায় মেরামতি না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাত দুর্গাদের দখলে থাকুক সাবধানতাকে সঙ্গী করে। রক্তবীজের নিধনের জন্য একটি রাত যথেষ্ট নয়, উমাদের প্রতি রাতে মহিষাসুরমর্দিনী হওয়ার প্রয়োজন আছে।

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী)

ছবি : আবির চৌধুরী

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯১৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সিদ্ধিদাতা গণেশ ৩। ইলিশ গোত্রের ছোট মাছ ৫। রাখালের গোরু চরানোর লাঠি ৭। ভাবভঙ্গি বা প্রকার ৯। হঠাৎ হাওয়ার বেগ বা ঝোড়ো হাওয়া ১১। যে আইনে জনসাধারণের আপত্তি আছে ১৪। সুতো জড়ানোর চাকতি ১৫। তিমিকে গিলে খেতে পারে এমন জলের কাল্পনিক জন্তু।

উপর-নীচ : ১। রামায়ণের দশমাথাওয়ালা চরিত্র রাবণ ২। পায়ে লাগানো দণ্ড ৩। বিক্রির রসিদ বা পণ্যের মূল্য ও পরিমাণ সম্পর্কিত নথি ৪। জ্বালানি কাঠ ৬। নৌকার পাল, ভেজেও খাওয়া যায় ৮। ফল অথবা রং ১০। এই গাছের ছাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয় ১১। অমাবস্যায় যে পুজো হবে ১২। কোরানের বাণী বা নির্দেশ ১৩। সংখ্যায় নব্বই।

সমাধান ■ ৩৯১৩

পাশাপাশি : ১। গামছা ৩। আততায়ী ৪। পাটল ৫। জিগমিষা ৭। মাচা ১০। তিমি ১২। আচমকা ১৪। ঝলকা ১৫। কচিখোকা ১৬। লহনা।

উপর-নীচ : ১। গাড়িবোমা ২। ছাপানো ৩। আলভিজ ৬। মিনতি ৮। চামচ ৯। বকাঝকা ১১। মিহিদানা ১৩। নাকাল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কলকাতা এবং

হলফনামা তলব

বেশি নম্বর পেয়েও মেধাতালিকায় নাম নেই চাকরিপ্রার্থীর। অথচ কম নম্বর পেয়েও চাকরি করছেন একজন। এই ঘটনায় পর্ষদের হলফনামা তলব করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

নির্দেশিকা জারি

পরিবহণ সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও সমাধানের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করলেন পরিবহণ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন। নোডাল আধিকারিকদের নিয়মিত অভিযোগ নিতে হবে।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের কারণে শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমানে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

পতাকা উত্তোলন

এবার স্বাধীনতা দিবসে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া প্রথম রোগী পতাকা উত্তোলন করলেন। ঘটনাটি দুবরাজপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের।

ফের ভরসা মীনাক্ষীকেই

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে চাপের মুখে পড়েছে শাসকদল। পালটা বাম-বিজেপিকে বিঁধে রাস্তায় নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের কৌশলের মুখে পালটা তাদের চাপে ফেলতেই ঘটনার নেপথ্যে বাম-বিজেপির হাত রয়েছে বলে কটাক্ষ করেছে শাসকদল। এই ঘটনায় লাগাতার আন্দোলনে নেমেছে বামেদের ছাত্র-যুব, মহিলা সংগঠন। লোকসভা নির্বাচনের পর ব্যাকফুটে চলে যাওয়া বামেদের যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে সামনের সারিতে আনা হয়েছে। শুক্রবার প্রেস ক্লাবে আরজি করের ঘটনায় সাংবাদিক সম্মেলন করে বামেরা। সেখানে হাজির ছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে, সারা ভারত মহিলা গণতান্ত্রিক সমিতির রাজ্য সম্পাদক কনীনিকা ঘোষ

আরজি কর কাণ্ড

বোস, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর এক মহিলা সদস্যও। কিন্তু মধ্যমণি ছিলেন মীনাক্ষী। আরজি কর কাণ্ডে দলের নীতি কী, তা মীনাক্ষীর মুখেই প্রতিফলিত করা হয়।

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণের পরদিন ভোররাতে আরজি করের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। তৎক্ষণাৎ এই ঘটনার প্রতিবাদে মাঠে নেমে পড়ে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই। ঘটনার পরদিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম আরজি করের সামনে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু তারপর থেকে প্রতিনিয়ত আন্দোলনের মুখ ছিলেন মীনাক্ষী। মিছিল, অবস্থান বিক্ষোভ চলতে থাকে মীনাক্ষীর নেতৃত্বে। লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হননি মীনাক্ষী। বরং দলীয় প্রার্থীদের হয়ে টানা প্রচার চালিয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচনের মুখে মহিলা প্রার্থীদের নিয়ে 'লেডিজ স্পেশাল' ঘোষণার দিনও প্রার্থী না হয়েও তিনিই ছিলেন সেই সাংবাদিক সম্মেলনের প্রধান মুখ। পরবর্তীতে ভোটের ফল ঘোষণা হতেই দলের অন্দরে মীনাক্ষীকে নিয়ে কাটাছেঁড়া চলে। কেন তাঁকে ক্যাপ্টেন, আগুনপাখি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে বরিষ্ঠ নেতারাই প্রশ্ন তোলেন। যদিও দলের একাংশ মীনাক্ষীকে সামনে আনার পক্ষে ছিলেন। তারপর মীনাক্ষী কিছুটা ব্যাকফুটে গেলেও এই আরজি কর কাণ্ড নিয়ে গোটা দেশ যখন উত্তাল তখন তাঁকেই সামনে আনল সিপিএম। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মহিলা নেত্রীরা উপস্থিত থাকলেও সম্পূর্ণ বক্তব্য রাখেন মীনাক্ষী। এই ঘটনায় আগামীদিনে দলের পদক্ষেপ কী হতে চলেছে তাও জানান তিনি। এই ঘটনায় দলের পক্ষ থেকে যুক্তিসংগত প্রশ্ন, তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। আরজি করের ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশের তরফে বামেদের পতাকা থাকার যে দাবি করা হয়, তাতে নিজেদের দায় নস্যাৎ করেন তিনি। সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা যাতে স্বাভাবিক হয়, তার আর্জি জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে যখন হোঁচট খান মীনাক্ষী, তখন পাশে থেকে তাঁকে গাইড করেন কনীনিকা ঘোষ বোস। মীনাক্ষী তাঁকে বক্তব্য রাখার জন্য মাইক্রোফোন এগিয়ে দিলেও পিঠ চাপড়ে তাঁকেই বক্তব্য রাখতে বলেন কনীনিকা। রাজনৈতিক মহলের মতে, আরজি করের ঘটনায় প্রথম থেকেই সক্রিয়ভাবে মাঠে নেমে পড়েন মীনাক্ষী। দলের তরফে তিনিই নীতি নির্ধারণ করেন। আদতে মীনাক্ষীকে নিয়ে দলেই দ্বিমুখী মনোভাব তৈরি হওয়ায় জনমানসেও সেই প্রভাব পড়ে। সেই অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে মহিলা নিরাপত্তার প্রসঙ্গে মহিলা মহলে গ্রহণযোগ্যতা বিচার করেই মীনাক্ষীকে সামনে আনছে সিপিএম।

আন্দোলন, ধ্বংস এবং আক্রান্ত

স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে যখন নারীদের ন্যায়বিচারের আওয়াজে গমগম করছিল চারপাশ, তখন ভাঙচুর হয় সেই আরজি কর হাসপাতালে এবং কর্তব্যরত অবস্থায় আক্রান্ত মহিলা কনস্টেবল শম্পা প্রামাণিক। ছবি : রাজীব মণ্ডল, পিটিআই এবং ফেসবুক।

'রাতটা কি শম্পারও ছিল না?'

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : নারী স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে প্রাক স্বাধীনতা দিবসের রাতে 'রাত দখল'-এর কর্মসূচি নেয় মেয়েরা। কলকাতা সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন মহিলারা। কিন্তু সেই কর্মসূচির মাঝেই নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ ওঠে।

বাগুইআটি রাত দখলের কর্মসূচিতে যে মিছিল হয়, সেই

'রাত দখল'-এ আক্রান্ত পুলিশ

ভিড় থেকে ছোড়া ইটে আক্রান্ত হন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের মহিলা কনস্টেবল শম্পা প্রামাণিক।

শুক্রবার তাঁর ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে রাজ্য পুলিশ প্রশ্ন তুলল, 'রাতটা কি শম্পারও ছিল না?' অর্থাৎ কর্মসূচি মহিলাদের ছিল। তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পথে নেমেছিলেন পুলিশরাও। অথচ আক্রান্ত হতে হয়েছে মহিলা পুলিশকে। তা নিয়েই পালটা প্রশ্ন করেছে পুলিশ প্রশাসন।

এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য পুলিশ। বিধাননগরের কর্মসূচির জমায়েত থেকে ইটের আঘাতে জখম হন ওই মহিলা পুলিশ। সেই ঘটনাই উল্লেখ করে ফেসবুকে পোস্ট করেছে পুলিশ।

আদিবাসী তরুণী খুন শক্তিগড়ে

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের আগের রাত যখন মহিলাদের দখলে ছিল, সেই সময়ে এক তরুণীর গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার হল শক্তিগড় থানার নান্দুর গ্রামে। খবর পেয়ে জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। শুক্রবার জেলার পুলিশ সুপার আমন দীপ জানিয়েছেন, সিট গঠন করে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে অভিযুক্তকে এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। কোনও অস্ত্রও উদ্ধার হয়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ২২ বছর বয়সি ওই তরুণীর নাম প্রিয়াংকা হাঁসদা। তিনি বেঙ্গালুরুতে একটি শপিং মলে কাজ করতেন। বছরখানেক আগে তিনি কাজে যোগ দেন। সম্প্রতি তিনি গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। ঘটনার দিন বাথরুমে যাওয়ার নাম করে তিনি ঘর থেকে বের হন। তারপর বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ঘরে না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজ শুরু করেন। বাড়ি থেকে আনুমানিক ১০০ মিটারের মধ্যেই প্রিয়াংকার গলাকাটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের লোকজন। তাঁদের চিৎকারে প্রতিবেশীরাও চলে আসেন। কারা কীভাবে তরুণীকে নৃশংসভাবে খুন করল তা বুঝে উঠতে পারছে না তাঁর পরিবার। তরুণীর বাবা সুকান্ত হাঁসদা পেশায় দর্জি। তাঁর কথায়, 'কারা আমার মেয়েকে এমন নৃশংসভাবে খুন করল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। মনে হয় ব্যক্তিগত আক্রোশে, হিংসায় কেউ আমার মেয়েকে খুন করেছে। পুলিশ দ্রুত খুনিকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিক।'

'সমবেত স্বর' ভাবাচ্ছে শাসকদলকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডকে কেন্দ্র করে মা-মাটি-মানুষের সরকারের বিরুদ্ধে সমবেত স্বর হঠাৎই ভাবাচ্ছে শাসকদল তৃণমূলকে। এমনিতেই সদ্য লোকসভা ভোটে শহরাঞ্চলে তেমন সাফল্য পায়নি তৃণমূল। তার ড্যামেজ কন্ট্রোলে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসন ও দলে সংস্কার ও রদবদলের কাজও শুরু করেছেন তাঁরা। তারই মাঝে হঠাৎ আরজি করের নির্মম, ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তাল কেটেছে তৃণমূলের অন্দরে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্ন তৃণমূলের অন্দরে এসে জড়ো হয়েছে। প্রশ্নে জটিলতা বাড়ছে দলের মধ্যেই। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎই এই হোঁচট নিয়েই তাঁদের দু-জনের ভাবনাচিন্তা এখন কেন্দ্রীভূত। শুক্রবার দলের অন্দরের খবর, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে ঘটনাপরম্পরা দিন-দিন তৃণমূলের অন্দরে একের পর এক প্রশ্ন তুলে দিয়ে। এই নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে দলে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের পক্ষে এই ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে আগামীদিনে ফল যে বেগতিক হতে পারে, সেই আশঙ্কাও এসে হাজির হয়েছে দলের নেতাদের অনেকের মনেই। গত ১৪ অগাস্ট রাতে রাজ্যবাসী বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মহিলাদের সফল রাত দখল কর্মসূচি বিশেষভাবে ভাবাচ্ছে তাঁদের। তৃণমূলের অনেক নেতাই বিষয়টিকে অশনি সংকেত হিসাবেই দেখছেন।

তবু যে বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে খবর, তা হল পুলিশের ভূমিকা। এই নিয়ে অবশ্য সরাসরি প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা দলের ভিতরের কারও নেই। তবু আড়ালে দলের একাধিক নেতার মনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর হাতে। এই নিয়ে সরাসরি কিছু বলার দুঃসাহস এই মুহূর্তে শাসকদলের কারও নেই।

এদিন দলের অন্দরের খবর, পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে দলনেত্রী অভিষেকের সঙ্গে কথা বলে দলের মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়ক, সর্বস্তরের নেতা ও পদাধিকারীদের নিয়ে বর্ধিত বৈঠক ডাকতে পারেন। আরজি কর কাণ্ডকে সামনে রেখে বিরোধী বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস সহ অন্যান্য দল যেভাবে প্রতিবাদের রাস্তায় নেমেছে, তার মোকাবিলায় দলের নেতা-কর্মীদের বার্তা দিতেই এই বৈঠক ডাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন তাঁরা।

কলকাতায় থেকেও ধর্নায় নেই শুভেন্দু

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে শ্যামবাজারের ধর্নায় দেখা গেল না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। যখন বিজেপিকে ধর্না করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে দফায় দফায় রাস্তায় বসে অবস্থান করছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়রা, তখন কলকাতায় আইসিসিআর-এ একটি কর্মসূচিতে (দলীয় নয়) উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু। সেখানে অবশ্য আরজি করের ঘটনায় মৃতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সুকান্তকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, আমার এইসব অভিজ্ঞতা অনেক আছে, এর একটাই রাস্তা, হাজার হাজার লোক নিয়ে নামো। তাহলেই পুলিশ পালাবে। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, একথা বলে কি সুকান্তর ধর্নায় জমায়েত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শুভেন্দু।

আরজি কর কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে শ্যামবাজারে শুক্রবার এই ধর্নার উদ্যোক্তা বিজেপি যুব মোর্চা। রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চাকে এই কর্মসূচির জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু বিজেপির এই কর্মসূচিতে অনুমোদন না থাকায় এদিন সকালে তাদের ধর্নামঞ্চ ভেঙে দেয় পুলিশ।

এদিন বিজেপি দুপুর ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। এই নিয়ে শ্যামবাজারে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ঝামেলা হয় বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের। বৃহস্পতিবার রাতে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের সামনে ধর্নামঞ্চ বেঁধেছিল গেরুয়া সমর্থকরা। কিন্তু শুক্রবার সকালে সেই মঞ্চ ভাঙা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। নতুন করে মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু করতেই বিজেপিকর্মীদের পুলিশ বাধা দেয়

প্রিজন ভ্যানে রুদ্রনীল সহ বিজেপি কর্মীরা। শুক্রবার। - রাজীব মণ্ডল

বলে অভিযোগ। এই নিয়ে শুরু হয় বচসা। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। ফলে উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। পুলিশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, রুদ্রনীল সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলে। সেইসময় রুদ্রনীল রীতিমতো চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'রাস্তায় নেমে আসুন। দলমত, ঝান্ডা ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসুন। একটা মেয়েকে মেরে ফেলে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা হচ্ছে।' পুলিশের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, 'লালবাজারে কত জায়গা আছে? কতজনকে জেলে ভরবেন? এবার গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাস্তায় নামবে।' রূপা গঙ্গোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'রোজ রাস্তায় থাকব। আরজি করে পরিকল্পনা করে হামলা চালানো হয়েছিল। তখন পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করতে নামা হলে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে।'

অগ্নিমিত্রা পলও পুলিশকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বুধবার রাতে আরজি করে হামলার সময় পুলিশকে দেখা যায়নি। অথচ বিজেপির ধর্নায় তৎপর পুলিশ।'

মমতার 'দ্বিচারিতা', আক্রমণ বোসের

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ডাক্তার জেকিল ও মিস্টার হাইড'-এর সঙ্গে তুলনা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আরজি কর কাণ্ডে রীতিমতো ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল বলেন, 'একদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন অপরাধীর ফাঁসি চাই। অপরদিকে তিনি রোমান সম্রাটদের মতো নির্দেশ দিচ্ছেন।' অর্থাৎ প্রখ্যাত লেখক রবার্ট লুইস স্টিভেনশনের বিখ্যাত উপন্যাসের চরিত্রের মতোই একইসঙ্গে তাঁর ভালো রূপ ডাক্তার জেকিল ও অপ্রত্যাশিত খারাপ রূপ মিস্টার হাইড পরিলক্ষিত হচ্ছে। আরজি কর কাণ্ডে পুলিশি তদন্ত নিয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'এই ঘটনার তদন্তে পুলিশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পুলিশের তদন্ত নিয়ে এর আগেও আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আমার অসন্তোষের কথা জানিয়েছিলাম। পাঁচ বছরে অন্তত ৩০টি চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু তার কোনও উত্তর আজও পাইনি।' রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি সম্পর্কে রাজ্যপালের বক্তব্য, ভারতীয় সংবিধান এই ধরনের পরিস্থিতি সামলানোর জন্য যথেষ্ট। আমি সমস্ত বিষয়টি ভালো করে লক্ষ্য করছি। এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। যদি রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি রিপোর্ট পাঠাব।

প্রতিবাদে তারকারা

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সমাজের প্রতিটি স্তরের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিবাদের পথে শুধু রাজনৈতিক দলগুলি নয়, বুদ্ধিজীবী, সমাজের সাধারণ নাগরিকরাও রয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবার পথে নামলেন তারকারাও। শুক্রবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তনীরা মৌনমিছিল করেন। তাতে হাঁটেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, অরিন্দম শীল, বিক্রম ঘোষ সহ প্রথম সারির তারকা ও পরিচালকরা। সমাজমাধ্যমে এই ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার পর এই প্রথম মিছিলে হাঁটলেন তাঁরা। আরজি করের ঘটনায় ক্রমশই আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ কড়া সমালোচনা করেছেন এই ঘটনায়। ১৪ অগাস্ট মহিলাদের 'রাত দখলের' কর্মসূচিতে টলিপাড়ার অনেকেই যোগ দেন। মঙ্গলবার প্রতিবাদ মিছিল করে নাগরিক সমাজ। সেই মিছিলে অপর্ণা সেন, সোহিনী সরকার, মিরাতুন নাহার, সুজাত ভদ্র, পল্লব কীর্তনীয়া প্রমুখ হাঁটেন। অভিনেতা জিৎকে সিনেমা ছাড়া সচরাচর কোনও বিষয়ে বক্তব্য রাখতে দেখা যায় না। তিনিও এই ঘটনায় সরব। এদিন তারকাদের প্রতিবাদ মিছিলে তাঁদের বক্তব্য, প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর যেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছোয়। ঘটনার দ্রুত বিচার চাইছেন তাঁরাও।

স্মৃতির তোপ

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : আরজি করে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের জন্য পুলিশের ব্যর্থতা কবুল করাকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এদিন সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন স্মৃতি। বলেন, 'পুলিশ কমিশনার যখন বলছেন তার দপ্তর ব্যর্থ, তখন সেই ব্যর্থতার জন্য পুলিশ কমিশনার ও তার দপ্তরের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর উচিত পদক্ষেপ করা।' ইতিমধ্যে পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব বিজেপি সহ বিরোধীরা। এদিন স্মৃতির তোপে বিজেপির সেই দাবির পক্ষেই সওয়াল।

সংঘাতের পথেই মুখ্যমন্ত্রী

জলস্পর্শ না করে রাজভবন ত্যাগ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : বেশ কিছুদিনের বিতর্কিত অধ্যায়ের মাঝেই ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসে রাজভবনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে একা নয়, সদলে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অতিথি হিসেবে রাজভবনে গেলেও সেখানে জলস্পর্শও করেননি তিনি। আগে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেননি। রাজ্যপালই সস্ত্রীক তাঁর কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। স্বাধীনতা দিবসের বিকালে রাজভবনের প্রথামাফিক চা চক্রে যোগ দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে যাওয়া। তবু এই সৌজন্যের আবহে দুজনের মধ্যে তিক্ততার রেশ থেকেই গেল। কারণ তার কয়েক ঘণ্টা আগেই রাজ্যপাল আনন্দ বোস আরজি করের হামলা-বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে দেখার পর রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। সম্ভবত তার রেশ কাটতে না কাটতেই মুখ্যমন্ত্রীর সদলবলে রাজভবনে আগমন। সরকারের সমালোচনার জবাব দিতে স্বভাবতই কসুর করেননি মুখ্যমন্ত্রী। ছেড়ে কথা বলার পাত্রী নন তিনি। রাজভবন থেকে বেরিয়েই সাংবাদিকদের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মন্ত্রীসভার শপথ হলে তো আসতেই হবে। উপায় নেই। তবে এমনি এমনি আমি আর আসব না তো বলেই রেখেছি। একা তো নয়ই। আজও এসেছি সদলবলে।'

এরপরই রাজ্যপালের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী টেনে আনেন রাজভবনে সাম্প্রতিক শ্লীলতাহানি প্রসঙ্গ। পরোক্ষে রাজ্যপালের উদ্দেশে বলেন, 'চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। আগে নিজের দিকটা দেখতে হবে। তারপর অন্যদের সমালোচনা করতে হবে।'

এসইউসি'র ডাকা বনধে মিলল না সাড়া

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এসইউসিআই কর্মীদের। শুক্রবার কলকাতায়।

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে এসইউসিআইয়ের ডাকা বাংলা বনধে দক্ষিণবঙ্গে তেমন প্রভাব পড়ল না । দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর সহ কয়েকটি জায়গায় অবশ্য অবরোধ করা হয়। ডায়মন্ড হারবার শাখায় হয় রেল অবরোধ। এইটুকু বাদ দিলে দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতে জনজীবন প্রায় স্বাভাবিকই ছিল। স্কুল, কলেজ থেকে সরকারি ও বেসরকারি অফিস ছিল খোলা। তবে ট্রেনে যাত্রীসংখ্যা অন্যদিনের তুলনায় খানিকটা কম ছিল।

আরজি করে কর্মরত মহিলা চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় এদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাংলা বনধের ডাক দেয় এসইউসিআই। শাসকদল তৃণমূল এর বিরোধিতা করে। বৃহস্পতিবারই নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়। সব রকমের সরকারি ছুটি বাতিল করা হয় ও অফিসে হাজিরা বাধ্যতামূলক করা হয়।

তবে ডায়মন্ড হারবার শাখার কয়েকটি জায়গায় রেল অবরোধ করা হয়। ফলে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ যাত্রীরা। রেল পুলিশ অবশ্য খবর পেয়েই অবরোধ তুলতে আসে। এই নিয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে বচসাও হয়। এসইউসিআইয়ের মূল ঘাঁটি জয়নগরে বনধের প্রভাব খানিকটা পড়ে। দক্ষিণ বারাসত মোড়ে কুলপি রোড অবরোধ করা হয়। সিউড়ি সহ কয়েকটি জায়গাতেও সাময়িক রাস্তা অবরোধ করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় বনধ সমর্থনকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়। সব ক্ষেত্রেই কিছুক্ষণের মধ্যে অবরোধকারীদের হটিয়ে দিয়ে জনজীবন স্বাভাবিক করে পুলিশ।

তিন দফায় ভোট, ফল ঘোষণা ৪ অক্টোবর

১০ বছর পর ভোট জম্মু ও কাশ্মীরে

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : দীর্ঘ ১০ বছর পর ফের বিধানসভা ভোটের বাদ্যি বেজে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের তরফে জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির ৯০টি আসনের মধ্যে ১৮ সেপ্টেম্বর ২৪টি, ২৫ সেপ্টেম্বর ২৬টি এবং ১ অক্টোবর বাকি ৪০টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি হরিয়ানাতেও বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ প্রকাশ করেছে কমিশন। জাঠভূমের ৯০টি আসনে ভোট হচ্ছে এক দফায়, ১ অক্টোবর। জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার ফল প্রকাশিত হবে ৪ অক্টোবর। শুক্রবার থেকেই আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গিয়েছে হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপি, বিজেপি, কংগ্রেসের মতো মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলি।

২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পর এই প্রথম বিধানসভা ভোট হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। এর আগে শেষবার জম্মু ও কাশ্মীরে ভোট হয়েছিল ২০১৪ সালে। তখন অবশ্য জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ছিল। রাজ্য ভেঙে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট গত ডিসেম্বরে নির্বাচন কমিশনকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিধানসভা ভোট করানোর নির্দেশ দিয়েছিল। গত লোকসভা ভোটের সময় ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। তাই দেখে আপ্লুত নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা যথাসময়ে ভোট করানোর বার্তা দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও জম্মু ও কাশ্মীরে নির্ধারিত সময়ে ভোট হওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। যদিও লাগাতার জঙ্গি হামলার জেরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট করানো সম্ভব কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। যদিও সেই মেঘ সরে যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)-র নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সাম্প্রতিক জম্মু ও কাশ্মীর সফরে।

এদিন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করতে গিয়ে সিইসি বলেন, 'আমরা সদ্য জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনি প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। মানুষের মধ্যে ভোট নিয়ে বিপুল উৎসাহ চোখে পড়ে আমাদের। মানুষ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে মরিয়া। তাঁরা চান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোট হয়ে যাক।' লোকসভা ভোটের সময় ভোটকেন্দ্রগুলির বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইনের প্রসঙ্গ তুলে সিইসি বলেন, 'ওই ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে, মানুষ পরিবর্তন চান। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁরা সেই পরিবর্তনের শরিকও হতে চান। আশা এবং গণতন্ত্রের ওই ঝলক দেখিয়ে দিয়েছে, মানুষ ছবিটা বদলে দিতে চান। তাঁরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই লিখতে চান। আমজনতা বুলেটের বদলে ব্যালটকে পছন্দ করেছেন।'

এদিকে ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার আগে যেভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ ও প্রশাসনিকস্তরে রদবদল ঘটানো হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক বেধেছে। ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপির মতো বিরোধী দলগুলি এই নিয়ে প্রশ্নও তুলেছে। এদিন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা আগে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান, বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার সহ একাধিক শীর্ষকর্তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ প্রকাশকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, '১৯৮৭-৮৮ সালের পর হয়তো এই প্রথমবার এতগুলি দফায় ভোট হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। এটা একটি নতুন অভিজ্ঞতা। নির্বাচন কমিশন অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট করাতে চায়। গত ২৪ ঘণ্টায় যেভাবে পুলিশমহলে বদলি করানো হয়েছে তা নিয়ে আমরা কমিশনকে চিঠি লিখেছি। আমাদের আশঙ্কা, কেন্দ্র এবং বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই এমনটা করা হয়েছে।' অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা তরুণ চুঘ বলেন, 'নির্বাচনি দিনক্ষণ প্রকাশের ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীর ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে। মানুষ প্রধানমন্ত্রীর ওপর আস্থা রেখেছেন। বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটে লড়াই করবে।'

সুপ্রিম কোর্ট ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভোট করাতে বললেও জম্মু ও কাশ্মীরে তৃতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট হবে ১ অক্টোবর। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও তা মানতে চাননি সিইসি। তিনি বলেন, 'কোনও বিলম্ব হচ্ছে না। লোকসভা ভোট শেষ হয়েছে ৪ জুন। তারপর খারাপ আবহাওয়া ছিল। অমরনাথ যাত্রা শেষ হবে ১৯ অগাস্ট। নির্ধারিত সময়েই ভোটপ্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। যথাসময়েই ভোটপর্ব শেষ হয়ে যাবে। কাজেই বিলম্বের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।' ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার আসনসংখ্যা ৮৩ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯০। জম্মু থেকে ৬ এবং কাশ্মীর থেকে ১টি আসন যোগ হয়েছে। বিধানসভার মোট আসনসংখ্যা ১১৪। এর মধ্যে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য ২৪টি আসন রয়েছে। ২০১৪ সালের ভোটে পিডিপি ২৮, বিজেপি ২৫, ন্যাশনাল কনফারেন্স ১৫, কংগ্রেস ১২ এবং অন্যরা পায় ৭টি আসন। জোট সরকার গড়ে পিডিপি-বিজেপি। ২০১৮ সালে ওই সরকার পড়ে যায়। তারপর থেকে আর ভোট হয়নি জম্মু ও কাশ্মীরে।

ভূস্বর্গে ভোট...
বিধানসভা

প্রথম দফা
১৮ সেপ্টেম্বর
(২৪ আসনে ভোট)

দ্বিতীয় দফা
২৫ সেপ্টেম্বর
(২৬ আসনে ভোট)

তৃতীয় দফা
১ অক্টোবর
(৪০ আসনে ভোট)

গণনা
৪ অক্টোবর

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার আগে রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল

২০০৮
মোট আসন - ৮৭

দল	আসন
এনসি	২৮
কংগ্রেস	১৭
পিডিপি	২১
বিজেপি	১১
অন্যান্য	১০

২০১৪
মোট আসন - ৮৭

দল	আসন
এনসি	১৫
কংগ্রেস	১২
পিডিপি	২৮
বিজেপি	২৫
অন্যান্য	৭

এক যাত্রায় পৃথক ফল মারাঠা-জাঠভূমে

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : একসঙ্গে এবং একইদিনে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা ভোট হওয়াটা বিধাতার অলিখিত বিধানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল ২০০৯ সাল থেকে। কিন্তু এতদিনের এক যাত্রায় এবার পৃথক ফল হল নির্বাচন কমিশনের সৌজন্যে। দীর্ঘ ১৫ বছরের পরম্পরায় ছেদ টেনে শুক্রবার হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হলেও মহারাষ্ট্র বাদ পড়েছে। ১ অক্টোবর জাঠভূমের ৯০টি আসনে এক দফায় ভোট হবে। তিন দফায় ভোট হবে জম্মু ও কাশ্মীরেও। জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে একইদিনে হরিয়ানাতেও ভোটগণনা হবে, ৪ অক্টোবর। কিন্তু মহারাষ্ট্র কেন এই তালিকা থেকে বাদ পড়ল তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এই ব্যাপারে এদিন প্রশ্ন করা হয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমারকে। তাঁর যুক্তি, নিরাপত্তা বাহিনীর অভাবের কারণেই জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার সঙ্গে মহারাষ্ট্রে ভোট করানো হচ্ছে না এবার। তিনি বলেন, 'গতবার মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার ভোট একই দিনে পড়েছিল। সেইসময় জম্মু ও কাশ্মীর কোনও ফ্যাক্টর ছিল না। কিন্তু এই বছর চারটি নির্বাচন হয়েছে। এরপরই জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি দিয়ে পঞ্চম নির্বাচন শুরু হচ্ছে। বাহিনীর প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে দুটি নির্বাচন একসঙ্গে করানো হচ্ছে। তাছাড়া মহারাষ্ট্রে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কিছু উৎসবও রয়েছে সেখানে।'

সাধারণত যে রাজ্যে ভোট হয় সেখানে দিন ঘোষণার আগে নির্বাচন কমিশনের দল প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যায়। এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে সেই দল যায়নি। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের সুরক্ষার কারণে প্রায় ৭০০ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে সেখানে। প্রার্থীদের নিরাপত্তার জন্যও বাহিনী প্রয়োজন। মহারাষ্ট্র বিধানসভার মেয়াদ ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। হরিয়ানা বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবে ৩ নভেম্বর। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার মেয়াদ ডিসেম্বর পর্যন্ত রয়েছে। সেক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে

হরিয়ানায় ভোট ঘোষণা সত্ত্বেও বাদ মহারাষ্ট্র

ওই দুই রাজ্যে একসঙ্গে ভোটের দিন ঘোষণা করতে পারে কমিশন। ভোটের দিন পিছিয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন তুলেছে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আদিত্য ঠাকরে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে বলেন, 'নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রোপাগান্ডা প্রকাশ করে দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, ওঁদের মূল পান্ডা এখনও মহারাষ্ট্রে ভোট করানোর অনুমতি দেননি।' হরিয়ানায় ইতিমধ্যে নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গিয়েছে। বিজেপি আগেই জানিয়েছে, তারা ৯০টি আসনে একক শক্তিতে লড়াই করবে। একক শক্তিতে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসও। ২০১৯ সালে বিজেপি ৪০টি, তাদের প্রাক্তন শরিক জেজেপি ১০টি আসন পেয়েছিল। কংগ্রেস জয়ী হয় ৩১টি আসনে।

রাহুলের নাগরিকত্ব বাতিলে কোর্টে স্বামী

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : ফের বিপাকে রাহুল গান্ধি। লোকসভা নির্বাচন মিটতে না মিটতেই রাহুল গান্ধির নাগরিকত্ব বাতিলের দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে এই বিষয়ে ফের আবেদন জানালেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী।

বিজেপি নেতার দাবি, কংগ্রেস নেতা তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ব্রিটিশ নাগরিক। তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হোক। স্বামীর দাবি নিয়ে রাহুলের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

আদালতে স্বামীর দাবি, রাহুল ব্রিটিশ কোম্পানি ব্যাকঅপস লিমিটেড-এর ডিরেক্টর ও সেক্রেটারি। ২০০৫ ও ২০০৬ সালে ওই কোম্পানির দাখিল করা বার্ষিক রিটার্নে ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে রাহুল গান্ধির নামোল্লেখ রয়েছে। নথিগুলি প্রমাণ করে রাহুল ব্রিটেনের নাগরিক। ভারতীয় সংবিধানের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক হলে তিনি অন্য দেশের নাগরিক হতে পারবেন না। এই অবস্থায় রাহুলের ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল করে তাঁর পাসপোর্ট বাতিলের দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা।

সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী আগেও রাহুলের ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিলের দাবিতে দিল্লির এক আদালতে মামলা করেছিলেন। কিন্তু গ্রাহ্য হয়নি। লোকসভা ভোটের আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চে মামলা করেছিলেন। সেই আবেদনও খারিজ হয়।

অন্য একটি সূত্রের খবর, সুব্রহ্মণিয়াম স্বামীর করা ন্যাশনাল হেরাল্ডের সম্পত্তি বিষয়ক মামলায় ইডি রাহুলকে ডাকতে পারে।

সফল উৎক্ষেপণ ইসরোর। শুক্রবার শ্রীহরিকোটা থেকে।

৩ বছরে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ভারত

দাবি গীতা গোপীনাথের

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত হারে বাড়ছে ভারতের অর্থনীতি। বৃদ্ধির বর্তমান হার বজায় থাকলে আগামী ৩ বছরের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে ভারত। ওই সময় এই দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকবে মাত্র ২টি দেশ, আমেরিকা এবং চিন। শুক্রবার এই কথা জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (আইএমএফ) প্রধান অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ।

একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, '২০২৭-এর মধ্যে ভারত তৃতীয় সবচেয়ে বড় অর্থনীতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।' নিজের বক্তব্যের সমর্থনে গোপীনাথের যুক্তি, 'গত অর্থবর্ষে ভারতের বৃদ্ধির হার আমাদের অনুমানের চেয়ে অনেকটাই বেশি ছিল। সেই ইতিবাচক প্রবণতা আমাদের এবারের পূর্বাভাসকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া আমাদের কাছে যেসব তথ্য ও সমীক্ষা রিপোর্ট রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের ব্যক্তিগত খরচের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে।' এগুলি ভারতের অর্থনীতির আয়তন বৃদ্ধির ইঙ্গিত বলে জানিয়েছেন গোপীনাথ।

জুলাইয়ে প্রকাশিত আইএমএফের রিপোর্টে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ৭ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে বিনিয়োগ তথা আর্থিক পর্যবেক্ষক সংস্থা জেফ্রিসও ২০২৭-এর মধ্যে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পূর্বাভাস জারি করে ছিল। বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হল ভারত। ক্রমতালিকায় আমেরিকা ও চিন বাদে ভারতের আগে রয়েছে জার্মানি এবং জাপান। লোকসভা ভোটের প্রচারে একাধিকবার ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর ২০৪৭-এর মধ্যে ভারত বিশ্বের উন্নত দেশগুলির তালিকায় শামিল হতে পারে বলে ইঙ্গিত করেছেন তিনি। গোপীনাথের মন্তব্যে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হল বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৩-এ লালকেল্লায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ২০২৭-এর মধ্যে ভারত যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে তাই না। ২০৪৭-এর মধ্যে এই দেশ ৩৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

> গত অর্থবর্ষে ভারতের বৃদ্ধির হার আমাদের অনুমানের চেয়ে অনেকটাই বেশি ছিল। সেই ইতিবাচক প্রবণতা আমাদের এবারের পূর্বাভাসকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া আমাদের কাছে যেসব তথ্য ও সমীক্ষা রিপোর্ট রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের ব্যক্তিগত খরচের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে।
>
> **গীতা গোপীনাথ**

নেতানিয়াহুকে আর্জি মোদির

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : পণবন্দিদের মুক্তির আর্জি জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তাঁকে ফোনে শুভেচ্ছা জানালে মোদি তাঁকে পালটা উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়ে পশ্চিম এশিয়াকে স্বাভাবিক করে তোলার বার্তা দেন। পশিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে দুই নেতার মধ্যে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মোদির সঙ্গে নেতানিয়াহুর আলোচনার বিষয়টি এদিন এক্সহ্যান্ডেলে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, 'আমরা পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি। পণবন্দিদের মুক্তি, সংঘর্ষ বিরতি, মানবিক সহায়তা ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখার কথা আমাদের মধ্যে হয়েছে।'

প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্যে নতুন মুখ

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রকের আধিকারিক পদে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রদবদল ঘটল। শুক্রবার কর্মীবর্গ মন্ত্রকের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় অর্থ, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের আধিকারিকদের বদলি করা রয়েছে। নতুন স্বাস্থ্য সচিব হচ্ছেন পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তব। স্বাস্থ্যসচিব অপূর্ব চন্দ্রের পরিবর্তে দায়িত্ব নেবেন তিনি। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে বিশেষ সচিব পদে রয়েছেন শ্রীবাস্তব। আপাতত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) হিসাবে কাজ করবেন। অপূর্ব চন্দ্র ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নেওয়ার পর শ্রীবাস্তব স্বাস্থ্যসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মন্ত্রকের সচিব রাজেশকুমার সিং হচ্ছেন প্রতিরক্ষাসচিব। ৩১ অক্টোবর আরমানে গিরিধরের অবসরের পর প্রতিরক্ষাসচিবের পদ গ্রহণের আগে তিনি প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের ওএসডি হিসেবে কাজ করবেন। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব কাতিকিথালা শ্রীনিবাস আবাসন ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব হচ্ছেন।

গাজা হামলায় দশ মাসে হত ৪০ হাজার

প্রাণ বাঁচাতে গাজা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন পরিবার।

জেরুজালেম, ১৬ অগাস্ট : ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ঘনবসতিতে ভরা গাজা একসময় গম গম করত। এখন মৃত্যুপুরী। ২৭ লক্ষ প্যালেস্তাইনির আবাসভূমির প্রায় ১.৭ শতাংশ বাসিন্দা ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের শিকার। ৪০ হাজারেরও বেশি প্যালেস্তাইনি নাগরিক গত দশ মাসে মারা গিয়েছেন। প্রায় কবরস্থানে পরিণত হতে চলেছে গাজা। যাঁরা জীবিত, তাঁরাও মৃত্যুর অপেক্ষায়।

গাজায় চলছে মৃত্যুমিছিল। জায়গা মিলছে না কবর দেওয়ার। প্রিয়জনদের শেষশয্যার জায়গাটুকু পেতে স্বজনদের কখনও কবর খুঁড়তে হচ্ছে উঠোনে। কখনও সিঁড়ির তলায়। কখনও বা রাস্তায়।

হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক শুক্রবার এক রিপোর্টে জানিয়েছে, অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে অনুমোদিত হলেও তাতে কর্ণপাত না করে ইজরায়েল হামলা চালাচ্ছে। ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার পালটা আঘাত দিতে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার পণ নিয়েছে তেল আভিভ সরকার। তার ধাক্কায় ধারাবাহিক হামলা হচ্ছে গাজায়। এশিয়ার অনেক দেশ হামাসকে সাহায্য করছে। লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা স্বাধীনতাপন্থী প্যালেস্তাইনিদের পাশে। মদত দিচ্ছে ইয়েমেনের শিয়া মুসলিমরা। সিরিয়া ও ইরানও দাঁড়িয়েছে প্যালেস্তাইনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হামাসের পাশে। এই পরিস্থিতিতে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনীতি। বিদেশি সংবাদমাধ্যম বলছে, গাজায় মৃত্যুর আসল সংখ্যা স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে কয়েক হাজার মৃতদেহ।

গাজায় কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, মর্গগুলিতে মৃতদেহ উপচে পড়ছে। কবরস্থানগুলিতে জায়গা পাওয়া দুষ্কর। একাধিক ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, মানুষ যেখানে পারছে সেখানেই প্রিয়জনদের কবর দিচ্ছে। বাড়ির পিছনে উঠোনে, গাড়ির রাখার জায়গায়, সিঁড়ির নীচে। এমনকি রাস্তার ধারেও। যাঁরা তা পারছেন না, তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের দেহ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পড়ে থাকছে। শেষ পরিণতির পরে মৃতদের মুখে মাটিটুকুও দিতে পারছেন না স্বজনরা। আলোকচিত্রী হানিন সালেমের পরিবারে নিহতের সংখ্যা ২৭০। অনেকেই পরিবারের সবাইকে হারিয়েছেন। তাঁদের বুকে ব্যথা চেপে বসে রয়েছে ভারী লেপের মতো। চোখে জল।

ঠাঁই নেই বলে উঠোনে, সিঁড়ির নীচে কবর

বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা হু-র

১১৬ দেশে এমপক্স

জেনেভা, ১৬ অগাস্ট : এমপক্স বা মাঙ্কি পক্সের হানায় কাঁপছে গোটা বিশ্ব। আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া এবং ইউরোপ মিলিয়ে ইতিমধ্যে ১১৬টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। সবমিলিয়ে ইতিমধ্যে ১৫,৬০০ জন সংক্রামিত এবং মৃত ৫৩৭ জন। সম্প্রতি সুইডেন এবং পাকিস্তানেও একজন করে এমপক্স ভাইরাসে সংক্রামিত রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পাকিস্তানে আক্রান্ত ব্যক্তি সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে খাইবার পাখতুনখোয়ায় ফিরেছিলেন।

বিভিন্ন মহাদেশে দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তেই মাঙ্কি পক্স নিয়ে গোটা বিশ্বে জরুরি অবস্থা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। বুধবার সংস্থার তরফে ওই সতর্কবার্তা জারি করা হয়। ২০২২ সালের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মাঙ্কি পক্সের বিষয়ে সতর্কতা জারি করল হু। সে বছর ভারতের কেরলে বছর ৩৫-এর এক ব্যক্তির শরীরে মাঙ্কি পক্সের জীবাণু মিলেছিল।

কী এই মাঙ্কি পক্স? এর সংক্রমণই বা ছড়ায় কী করে?

১৯৫৮ সালে বানরদের দেহে এমপক্স ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর আটের দশকে প্রথম মাঙ্কি পক্সের ভাইরাস মেলে মানবদেহে। তারপর থেকে মূলত পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকার দেশগুলিতেই এই রোগ সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, মাঙ্কি পক্স পশুবাহিত রোগ। আর যে ধরনের পশুর শরীর থেকে এই রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা তাদের বাস মূলত গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার বৃষ্টি বনাঞ্চলে (রেন ফরেস্ট)। কিন্তু এবার ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশেই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। চিকেন পক্সের মতো পক্সের ক্ষেত্রে কেবল গায়ে র‌্যাশ কিংবা ফুসকুড়ি বেরোয়। কিন্তু মাঙ্কি পক্সের ক্ষেত্রে সারা গায়ের পাশাপাশি লসিকাবাহেও ছড়িয়ে পড়ে সংক্রমণ। এই ভাইরাসের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

চিকিৎসকরা বলেছেন, আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি থাকলে এই রোগে সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে। যৌন সংসর্গ ছাড়াও শ্বাসনালি, ক্ষতস্থান, নাক, মুখ কিংবা চোখের মাধ্যমে এই ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে সুস্থ ব্যক্তির দেহে। আক্রান্তের ব্যবহার করা পোশাক-পরিচ্ছদ থেকেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এমপক্স ভাইরাসের ডিএনএ শনাক্তকরণের সেরা পদ্ধতি পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (পিসিআর)। তবে এই রোগের জন্য নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা নেই। প্রয়োজনমতো লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করতে হবে।

চলতি বছরের মে মাস থেকেই বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাঙ্কি পক্সের সংক্রমণ। হু-র পরিসংখ্যান বলছে, এই মুহূর্তে শুধু আফ্রিকাতেই ১৪ হাজারের বেশি আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। এখনও পর্যন্ত এই রোগে মৃত্যু হয়েছে ৫২৪ জনের। মাঙ্কি পক্স ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে ভারতেও। এমপক্স ভাইরাস আবিষ্কারের পর ভারতে এপর্যন্ত ২৭ জনের শরীরে এই সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছে। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেরলে জারি হয়েছে বাড়তি সতর্কতা।

একনজরে ■ **রোগের নাম :** মাঙ্কি পক্স। ■ **ভাইরাসের নাম :** এমপক্স ভাইরাস। ■ **কীভাবে সংক্রমণ ছড়ায় :** পশু, বিশেষত বানরের দেহ থেকে রোগ ছড়ায়। ■ **রোগের উপসর্গ :** জ্বর, মাথাব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, ক্লান্তি, লিম্ফ নোড (লসিকাবাহ) ফুলে ওঠা, শরীরের নানা জায়গায় ফুসকুড়ি বা ছত্রাক সংক্রমণ। ■ **কীভাবে ছড়ায় :** সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে কিংবা তার পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করলে। ■ **রোগ নির্ণয় :** এমপক্স ভাইরাসের ডিএনএ শনাক্তকরণের সেরা পদ্ধতি পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (পিসিআর)। ■ **চিকিৎসা :** নির্দিষ্ট চিকিৎসা বা ওষুধ নেই। লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করতে হয়।

মহিলারা আক্রান্ত উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী

ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি তৈরির বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : রাত দখল কর্মসূচি রাজ্যের পাশাপাশি সারাদেশে আলোড়ন ফেলেছে। এবার লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেও উঠে এল আরজি কর প্রসঙ্গ। বৃহস্পতিবার ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিতে গিয়ে মহিলাদের ওপর অপরাধের বাড়বাড়ন্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। মোদি বলেন, 'আমাদের মা, বোন, মেয়েদের সঙ্গে যে অত্যাচার হচ্ছে, তা নিয়ে আমাদের গুরুত্ব সহকারে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। এই নিয়ে গোটা দেশ এবং নাগরিকদের মধ্যে যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, তা আমি অনুধাবন করতে পারছি। এই ধরনের দুষ্কর্মের ব্যাপারে অবিলম্বে রাজ্য সরকার, সমাজ এবং দেশের উচিত সেগুলিকে গোচরে আনা। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে মহিলাদের ওপর অপরাধের তদন্ত হওয়া উচিত।'

মোদির কথায়, 'যারা এই ধরনের দানবীয় কাজ করবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রথমেই মামলা রুজু করতে হবে। যাতে সরকার, বিচার ব্যবস্থা এবং নাগরিক সমাজের ওপর আস্থা পুনর্বহাল থাকে। আমি বলতে চাই, যাঁরা ধর্ষণের শিকার হন আমার সেই মা ও মেয়েদের কথা সর্বক্ষণ সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হয়। সমাজেও কথা হয় তাঁদের নিয়ে। কিন্তু যারা ধর্ষক, তাদের নিয়ে কোনও কথা হয় না।' আরজি কর কাণ্ডের নামোল্লেখ না করলেও প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যারা ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ করবে তাদের সেই পাপের কঠোর শাস্তি পেতেই হবে। তিনি বলেন, 'সময়ের বর্তমান দাবি হল, যে সমস্ত অপরাধী ওই ধরনের জঘন্য অপরাধের জন্য সাজা পেয়েছে তাদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হোক। তাদের সেই সমস্ত পাপের ফল হিসেবে ফাঁসির মতো কঠোর সাজা পেতে হবে। আমি মনে করি, এই ভয় তৈরি করাটা অত্যন্ত জরুরি।' বিদেশে মেডিকেল পড়তে যাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা নিয়েও কথা বলেন মোদি।

নমো উবাচ

'আমাদের মা, বোন, মেয়েদের সঙ্গে যে অত্যাচার হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের গুরুত্ব সহকারে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। এই নিয়ে গোটা দেশ এবং নাগরিকদের মধ্যে যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে তা আমি অনুধাবন করতে পারছি। এই ধরনের দুষ্কর্মের ব্যাপারে অবিলম্বে রাজ্য সরকার, সমাজ এবং দেশের উচিত সেগুলিকে গোচরে আনা। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে মহিলাদের ওপর অপরাধের তদন্ত হওয়া উচিত।'

আমরা ৭৫ বছর ধরে একটি সাম্প্রদায়িক দেওয়ানি বিধি নিয়ে বেঁচে রয়েছি। এবার আমাদের একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধির উদ্দেশ্যে এগোনো উচিত। তবেই ধর্মভিত্তিক বৈষম্য শেষ হবে।

স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় বক্তৃতা দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণে বৃহস্পতিবার উঠে এসেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং এক দেশ, এক ভোটের কথাও। তিনি বলেন, 'অনেকে মনে করেন, বর্তমান দেওয়ানি বিধি বৈষম্যমূলক এবং সাম্প্রদায়িক। সুপ্রিম কোর্ট বারবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরির কথা বলেছে। সংবিধানেও এই বিধি কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। তাই ভারতে অবিলম্বে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা উচিত। এই নিয়ে আলোচনারও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এটাই সময়ের দাবি। আমরা ৭৫ বছর ধরে একটি সাম্প্রদায়িক দেওয়ানি বিধি নিয়ে বেঁচে রয়েছি। এবার আমাদের একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধির উদ্দেশ্যে এগোনো উচিত। তবেই ধর্মভিত্তিক বৈষম্য শেষ হবে।' ঘটনা হল উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আগেই চালু হয়ে গিয়েছে। অন্য বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও অনুরূপ পদক্ষেপ করার চিন্তাভাবনা চলছে। এই অবস্থায় মোদির ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি তৈরির বার্তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এক দেশ, এক ভোট কার্যকর করার ব্যাপারে দেশের সমস্ত নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই ব্যাপারে তাঁর সাফ কথা, 'বারবার নির্বাচন হলে দেশের প্রগতির পথে বাধা তৈরি হয়। তাই প্রতিটি প্রকল্পকে নির্বাচনের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা হয়।' বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনা নিয়েও সরব হয়েছেন মোদি। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ভারতকে স্কিল ক্যাপিটাল হিসেবে গড়ে তোলার বার্তা দিয়েছেন তিনি। দেশের দক্ষতাপূর্ণ তরুণরা বিশ্বের কাছে প্রথম পছন্দ। এবারের বাজেটে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি খাতে ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানান মোদি।

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা

মোদিকে আশ্বাসবার্তা ইউনূসের

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৬ অগাস্ট : বাংলাদেশে হিন্দু সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আশ্বাস দিলেন সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে এই কথা জানিয়েছেন মোদি। তিনি জানিয়েছেন, ড. ইউনূস তাঁকে ফোন করে আশ্বাসবার্তা দিয়েছেন। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ড. ইউনূসকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন মোদি। তখনই তিনি বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় মোদি যে ভাষণ দেন সেখানে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর হামলার প্রসঙ্গও ছিল। তিনি বলেন, 'আমি আশা করি, হিংসাপীড়িত বাংলাদেশের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে। কারণ, ১৪০ কোটি ভারতীয় প্রতিবেশী দেশের হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত।' এদিন ইউনূসের

ফোন পাওয়ার কথা জানিয়ে এক্সে মোদি লিখেছেন, 'অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের তরফে টেলিফোন কল পেয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় হয়। একটি গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ এবং প্রগতিশীল বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের সমর্থনের কথা পুনরায় জানিয়েছি। উনি বাংলাদেশে বসবাসকারী সমস্ত হিন্দু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন।' মঙ্গলবার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে ইউনূস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও।

বেণু পিএসি চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : রাহুল গান্ধি নন, লোকসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) নতুন চেয়ারম্যান হলেন কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল। এতদিন ওই পদে আসীন ছিলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। সাধারণত লোকসভার বিরোধী দলনেতাই পিএসি চেয়ারম্যান হন। সেইহেতু রাহুল গান্ধি এবার বিরোধী দলনেতা হওয়ায় তিনি ওই পদে আসীন হবে বলে জল্পনা চলছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কেসি বেণুগোপাল ওই পদে বসেছেন। শুক্রবার এই ঘোষণা হয়। ওবিসি কমিটির প্রধান হয়েছেন বিজেপি সাংসদ গণেশ সিং। এস্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন বিজেপির সঞ্জয় জয়সওয়াল।

চম্পাই কি পদ্মে

রাঁচি, ১৬ অগাস্ট : বিধানসভা ভোটের আগে ধাক্কা লাগতে চলেছে ঝাড়খণ্ডের শাসক দল জেএমএমে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিনের ভিতর তিনি দিল্লিতে গিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন। তারপরই গেরুয়া শিবিরে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিতে পারেন। গত ফেব্রুয়ারিতে হেমন্ত সোরেন গ্রেপ্তার হওয়ার পর ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন চম্পাই। জুলাই মাসে হেমন্তকে ফের কুর্সি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তিনি। তখন থেকেই তিনি বিক্ষুব্ধ বলে রাজনৈতিক মহলের খবর।

ডাক্তাররা আক্রান্ত হলে ছয় ঘণ্টায় এফআইআর

নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : হাসপাতাল চত্বরে হামলা হলে অথবা কর্তব্যরত চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীরা আক্রান্ত হলে ছ'ঘণ্টার মধ্যেই এফআইআর দায়ের করতে হবে। সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে। অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি হলে তাঁর ওপরই দায় বর্তাবে। শুক্রবার এক নির্দেশিকায় এ কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা 'ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল্থ সার্ভিসেস' (ডিজিএইচএস)! ঘটনাচক্রে আরজি কর কাণ্ডের পরেই পাঠানো হয়েছে ওই নির্দেশিকা।

ডিজিএইচএস-এর ডিরেক্টর অতুল গোয়েল অবশ্য নির্দেশিকায় সরাসরি আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যা কিংবা 'রাত দখল' কর্মসূচির সময় ভাঙচুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। তিনি লিখেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে হাসপাতালে চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে। অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন, হুমকির মুখে পড়েছেন।'

মূলত রোগী এবং রোগীর পরিজনেরাই ওই হামলা চালাচ্ছেন বলে জানানো হয়েছে নরেন্দ্র মোদির সরকারের তরফে। ঘটনাচক্রে আরজি কর কাণ্ডের নেপথ্যে রোগী অসন্তোষের কোনও সম্পর্ক নেই। গত ৮ অগাস্ট রাতে আরজি করের সেমিনার হলে ধর্ষণ ও খুন করা হয় এক মহিলা চিকিৎসককে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে মেয়েদের রাত দখলের কর্মসূচির মধ্যেই বুধবার রাতে আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের প্রবেশদ্বার ভেঙে ভিতরে ঢুকে তাণ্ডব চালায় একদল দুষ্কৃতী। তছনছ করা হয় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের টিকিট কাউন্টার, এইচসিসিইউ (হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট), সিসিইউ (ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট), ওষুধের স্টোররুমও। আক্রান্ত হন হাসপাতালের কয়েকজন চিকিৎসাকর্মী এবং জুনিয়ার চিকিৎসকও। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফে এফআইআর দায়ের করা হয়নি। তারপরেই এই বার্তা এল কেন্দ্র থেকে।

ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলছে। রোগীকে নিয়ে অপেক্ষায় মহিলা। রাঁচিতে।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে সরব প্রবাসী ভারতীয়রা

লন্ডন, ১৬ অগাস্ট : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৪ অগাস্ট রাত দখলের কর্মসূচি নিয়েছিল বাংলা। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে পথে নেমেছিলেন দেশের অন্যান্য একাধিক শহরের মানুষ। রাত দখলের কর্মসূচিতে পা মেলান প্রবাসী ভারতীয়রাও, যাঁদের বেশিরভাগ বাঙালি ও চিকিৎসক।

আমেরিকার বস্টন থেকে আটলান্টা, ইউরোপের ক্রকো থেকে এডিনবরার বাসিন্দারাও সময় মিলিয়ে বৃহস্পতিবার শামিল হন প্রতিবাদে। পশ্চিম লন্ডনের হন্সলো শহরের প্রবাসী ভারতীয়রা স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পোস্টার নিয়ে জমায়েতে যোগ দেন। ওই জমায়েতে প্রায় শ-দেড়েক মানুষ ছিলেন বলে জানিয়েছেন সেখানকার উদ্যোক্তারা। প্রবাসী বাঙালিদের একটি প্রতিবাদী জমায়েত হয় স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবরায়। প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল পোল্যান্ডের ক্রকো শহরেও। আটলান্টার প্রবাসী বাঙালিরা দুপুর দুটো নাগাদ মুখর হন পথে-প্রতিবাদে। সেখানে পোস্টারে লেখা ছিল 'মেয়েরা রাত দখল করো- দ্য নাইট ইস আওয়ারস', 'জাস্টিস ফর আরজি কর'।

আটলান্টা থেকে অন্যতম উদ্যোক্তা রিচা সরকার নন্দী জানিয়েছেন, 'এই ধরনের ঘটনা শুনেই মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে। নিন্দার ভাষা নেই। এর যথাযথ বিচার দরকার।'

আরজি করে ভাঙচুর : দেশজুড়ে কর্মবিরতি ডাক্তারদের

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : কলকাতার আরজি হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শুক্রবার দেশজুড়ে কর্মবিরতি পালন করলেন চিকিৎসকরা। দিল্লি থেকে কলকাতা, মুম্বই থেকে কেরল, দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে এদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি পালিত হয়।

বৃহস্পতিবার রাতে আরজি করে ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শুক্রবার সকালে বেশ কয়েকজনকে ধরা হয় কলকাতায়। অন্যদিকে সেই সময় ডাক্তারদের কর্মবিরতির প্রেক্ষিতে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে প্রতিবাদী জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের এক কর্তা বলেন, ভারতীয় সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা মোতাবেক সংসদ ভবন সহ মধ্য দিল্লির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মুম্বইয়ের নায়ার হাসপাতাল, দিল্লির আরএলএম হাসপাতাল, ভোপালের গান্ধি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, হায়দরাবাদের গান্ধি হাসপাতাল, কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়াও পঞ্জাবের চণ্ডীগড় ও জলন্ধর, কেরলের তিরুবনন্তপুরম এবং অরুণাচলপ্রদেশের বিভিন্ন হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তার ও মেডিকেল শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ দেখান।

বৃহস্পতিবার ফের দেশজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল রেসিডেন্ট ডাক্তারদের সর্বভারতীয় সংস্থা 'ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন' (ফোরডা)।

বিবৃতিতে জানানো হয়, সোম ও মঙ্গলবার দেশের হাসপাতালগুলিতে শুধুমাত্র জরুরি ছাড়া বাকি পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এরপর বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দাবিপূরণের আশ্বাস পেয়ে প্রাথমিকভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন আবাসিক চিকিৎসকরা। কিন্তু বুধবার রাতে আরজি করে ভাঙচুরের ঘটনার পর সিদ্ধান্ত বদলান তাঁরা।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের আক্রমণের প্রতিবাদে শুক্রবার দিল্লির যন্তরমন্তরের সামনে বিক্ষোভ মহিলাদের।

আওয়ামি লিগ শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে তদন্ত

ভারতের চাপে সুর নরম আমেরিকার!

ওয়াশিংটন ও ঢাকা, ১৬ অগাস্ট : বাংলাদেশে গত জাতীয় নির্বাচনের আগে ধাপে ধাপে আওয়ামি লিগ সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছিল আমেরিকা। পুলিশ-প্রশাসনের একাধিক কর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা ও অবাধ নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মার্কিন প্রশাসনের কর্তারা। বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামি লিগের নিরঙ্কুশ জয়ের পর সেই আমেরিকা আচমকাই সুর নরম করে। জো বাইডেন সরকারের অবস্থান বদল নিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক জল্পনা চলছিল। সম্প্রতি একটি মার্কিন দৈনিকে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, ভারতের বার্তা পেয়েই না কি আমেরিকা বাংলাদেশ ইস্যুতে নিজেদের পুরোনো অবস্থান থেকে সরে এসেছিল।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি বছরের শুরুতে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা হয়। সেখানে ভারতের পক্ষ থেকে হাসিনা সরকারের ওপর ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপ কমাতে আমেরিকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। বন্ধু দেশ ভারতের অনুরোধে সুর নরম করেছিল আমেরিকা। ভারতের যুক্তি ছিল, শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে সরে গেলে বাংলাদেশে মৌলবাদীরা সরকার গঠন করবে। সেক্ষেত্রে শুধু যে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে তাই নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।

বাইডেন সরকারের উচ্চপদস্থ সূত্র উদ্ধৃত করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-কৌশলগত রাজনীতিতে ভারতের অবস্থান আমেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতকে ক্ষুব্ধ করা উচিত বলে মনে করেনি ওয়াশিংটন। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের সূত্রটির বক্তব্য, আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের আগে পর্যন্ত আমেরিকা বাংলাদেশের বিষয়টি শুধু পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছিল। হাসিনার অনুপস্থিতিতে দেশে মৌলবাদী শক্তিগুলি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, সেটা মার্কিন সরকারের হিসেবের মধ্যে ছিল না। বাংলাদেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাই মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টি ভারতের অগ্রাধিকারের তালিকায় ছিল। সেই নীতি মেনেই শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়ায় ভারত। তবে গণ বিক্ষোভের চাপে হাসিনা দেশ ছাড়ার পর পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। বর্তমানে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক

রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সাউথ ব্লক।

বাংলাদেশে পালাবদলের পর আওয়ামি লিগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে প্রশাসন। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন ১৫ জুলাই থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত সংগঠিত গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামি লিগ সরকারের মোট ৯ জন শীর্ষকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবাইদুল কাদের এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

মামলাকারী হলেন হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত নবম শ্রেণির পড়ুয়া আরিফ আহমেদ সিয়ামের বাবা বুলবুল করিম।

বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনে নিহত ৬৫০

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ১৬ অগাস্ট : সম্প্রতি বাংলাদেশে আন্দোলনকারী পড়ুয়া-জনতার সঙ্গে আওয়ামি লিগ সরকার নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘর্ষে ৬৫০ জন নিহত হয়েছেন বলে এক রিপোর্টে জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৬ জুলাই থেকে ৪ অগাস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে ৪০০ জন এবং ৫ ও ৬ আগস্ট ২৫০ জন মারা যান। ৫ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই আওয়ামি লিগ সরকারের পতন ঘটেছিল। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট এবং আন্দোলনকারীদের বক্তব্যকে তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে।

জেনেভা থেকে ১০ পাতার রিপোর্টটি শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, বিগত সরকার শক্তি প্রয়োগ করে আন্দোলনকারীদের দমন করার চেষ্টা করেছে। আওয়ামি লিগ সরকার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নির্বিচারে বল প্রয়োগে রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড

জানাল রাষ্ট্রসংঘ

সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে দোষী নিরাপত্তাকর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিযোগের সমাধানের জন্য উন্মুক্ত পদক্ষেপ করা সহ ২১টি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক-এর তরফে।

সাংবিধানিক পদে থেকে অর্থনীতিকে ধ্বংসের চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তি ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। শুক্রবার এই কথা জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। কারও নাম না করলেও তাঁর অভিযোগের তির লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির দিকে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

এদিন ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ধনকর। সেখানে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করেন তিনি। ধনকর বলেন, 'সাংবিধানিক পদে থাকা একজন ব্যক্তি ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। দেশের অর্থনীতি নিয়ে যেভাবে অপ্রচার চলছে তা উদ্বেগজনক।' আইনের পড়ুয়াদের এই ব্যাপারে সরব হওয়ার বার্তা দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি।

সেবি ও আদানিকে নিয়ে আমেরিকার অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ যে দ্বিতীয় রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাকে সামনে রেখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন রাহুল। আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারের দর কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সেবি যে তদন্ত করেছে তার সারবত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

কংগ্রেস সাংসদ বলেন, 'আদানি ইস্যুতে মোদি সরকার কেন যৌথসংসদীয় কমিটি গঠন করতে

অভিযোগ ধনকরের

রাজি হয়নি হিন্ডেনবার্গের নতুন রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর সেটা বোঝা যাচ্ছে।' আদানিদের সংস্থায় সেবি প্রধান মাধবী পুরী বুচ ও তাঁর স্বামীর লগ্নির অভিযোগ নিয়েও সরব হয়েছিলেন রাহুল। এরপরেই তাঁর বিরুদ্ধে দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগে সরব হন বিজেপির একাধিক নেতা। এবার সেই পথে হাঁটলেন উপরাষ্ট্রপতিও।

ডিসেম্বরেই প্রথম গগনযান মিশন

বেঙ্গালুরু, ১৬ অগাস্ট : সব ঠিকঠাক চললে চলতি বছরের ডিসেম্বরেই গগনযান প্রকল্পের প্রথম মিশন মহাকাশে পাড়ি দেবে বলে শুক্রবার জানিয়ে দিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। মহাকাশে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্যে গগনযান প্রকল্পের প্রস্তুতি চলছে ইসরোর। চন্দ্রযান-৩ প্রকল্পে সাফল্যের পর গগনযান প্রকল্প সফল করতে জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে ইসরো। গত জুলাইয়েই সোমনাথ জানিয়েছিলেন, গগনযান প্রথম মিশন মহাকাশে পাঠানোর তোড়জোড় চলছে। একাধিক আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ এগিয়ে চলেছে। চেষ্টা চলছে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম মিশনটি শুরু করে দেওয়ার।

শুক্রবার সোমনাথ বলেন, বর্তমানে মানব মহাকাশ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত কিছু রকেট হার্ডওয়ার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে পৌঁছেছে এবং ক্রু মডিউলের সংযোজন প্রক্রিয়া তিরুবনন্তপুরমের বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তাঁর কথায়, 'এই মুহূর্তে আমরা গগনযানের মানববিহীন প্রথম মিশন (জি১)-এর শেষপর্যায়ের কাজ করছি। আশা করছি, নভেম্বরের মধ্যেই পুরো সিস্টেম উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে।'

আবার অনেকে বলে থাকেন, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিনে হতদরিদ্র নারীর বেশে বালির কাছে আশ্রয় চান লক্ষ্মী। বালি নিজের প্রাসাদের দরজা খুলে দেন তাঁর জন্য। খুশি হয়ে লক্ষ্মী, কাপড়ের টুকরো বেঁধে দেন বালির হাতে। বলা হয়, গণেশের দুই ছেলে, শুভ ও লাভ বায়না ধরেছিল নিজেদের বোনের হাতে তারা রাখি পরার জন্য। কিন্তু সে তো অসম্ভব! সবশেষে, গণেশের দুই স্ত্রী, ঋদ্ধি ও সিদ্ধির হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা আগুনে সৃষ্টি করা হয় সন্তোষীকে। তাঁর হাতেই নাকি রাখি বেঁধেছিলেন গণেশের দুই ছেলে।

অনেকে বলেন, যমুনা তাঁর ভাই যমের হাতে রাখি বেঁধেছিলেন শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন। আবার অনেকে বলেন দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণের হাতে রাখি বেঁধেছিলেন। পুরাণে আছে একবার কৃষ্ণের আঙুল কেটে যায়, দ্রৌপদী তাঁর গায়ের কাপড় ছিঁড়ে তা বেঁধে দিয়েছিলেন কৃষ্ণের আঙুলে। এর বদলে কৃষ্ণ কথা দেন, যে কোনও বিপদেই তিনি দ্রৌপদীকে রক্ষা করবেন।

রাখি উৎসবে হাতভরা উপহার

বোন ও ভাইদের জন্য ২০টি সেরা উপহারের লম্বা লিস্টি। এককথায়, আজকের নন্দিনী রাখি উৎসবের মেডইজি।

সুরক্ষা চাই। নিরাপত্তা চাই। বিপদে কাছে থাকা চাই। আপদে হাত বাড়িয়ে দেওয়া চাই। রাখিবন্ধন যেন সেই সুরক্ষা বলয়। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার অঙ্গীকার। ভাই-বোনের বাঁধনকে অটুট রাখার উৎসব। একইসঙ্গে মঙ্গল কামনা।

রাখিবন্ধন নিয়ে হাজারো জরুরি কথা। সঙ্গে পেটপুজো, উপহার আদানপ্রদান এবং তিথি-নক্ষত্র। এককথায়, আজকের নন্দিনী রাখি উৎসবের মেডইজি। ছোটদের পাশাপাশি বড়দের জন্যও রইল সেরা ২০ উপহারের লম্বা লিস্টি। যেসব উপহার বাড়ির কচিকাঁচাদের মুখে সহজেই হাসি ফুটিয়ে তুলবে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবে।

ভাইদের জন্য

১. মনকাড়া ঘড়ি

ছেলেদের হাতে ঘড়ি হল গয়নার মতো। আর ছেলেরা ঘড়ি পছন্দও করে। প্রিয় সুপারহিরোর চরিত্রের উপর ভিত্তি করে নাইট লাইট, ওয়াটার রেজিস্টেন্ট, অ্যালার্ম দেওয়া ইত্যাদির মতো অসাধারণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটা চমৎকার ঘড়ি নিঃসন্দেহে ভাইকে দিতে পারেন।

২. নানা ধরনের গ্যাজেট

বহু ছেলে নানা ধরনের গ্যাজেটের জন্য জাস্ট পাগল। এমনটা হলে রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি, দৈত্যাকার ট্রাক, ইলেকট্রনিক গিটার, হেডফোন, ব্লুটুথ স্পিকার ইত্যাদির মতো গ্যাজেটগুলি থেকে তার ভালোলাগা একটিকে সহজেই বেছে নিতে পারেন।

৩. অ্যাক্টিভিটি বাক্স

অনেক ছেলেই জারা হটকে হয়ে থাকে। তাদের হাতে একটা স্ক্রু ড্রাইভার থাকলেই যেন ভালো হয়। এই ধরনের ছেলেদের জন্য অ্যাক্টিভিটির বাক্সগুলি দারুণ উপহার হতে পারে। এই সকল অ্যাক্টিভিটিগুলি শিশুর যথাযথ বৃদ্ধি এবং বিকাশে দারুণ সাহায্য করে। এগুলি যেমন দোকান থেকে সরাসরি কিনতে পারেন, তেমনি অ্যাক্টিভিটি বাক্সগুলি খুব সহজেই অনলাইনেও কিনতে পারেন।

৪. খেলার জন্য তাঁবু

অনেক ছেলেপুলে আছে যারা রহস্য-রোমাঞ্চ ভালোবাসে। বিশেষ করে ছেলেদের কাছে এটা খুব মজার। এমনটা হলে রোমাঞ্চকর খেলার উপযোগী জিনিস হিসেবে আপনি এনে দিতে পারেন ক্যাম্পিংয়ের জন্য তাঁবু। খেলার এই তাঁবুগুলি বিভিন্ন আকর্ষণীয় রং ও আকারের হয়ে থাকে। এগুলি নির্দেশ মেনে খুব সহজে সেটও করা যায়।

৫. গিফট হ্যাম্পার

একটি আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার দিতে পারেন, যেখানে থাকতে পারে তার পছন্দের একজোড়া সানগ্লাস বা রোদ-চশমা, বেল্ট, টুপি, ছোট্ট একটা ওয়ালেট এবং এই ধরনের আরও নানাকিছু।

৬. বাবল গান

বোনের কাছ থেকে তার ছোট্ট ভাই বা দাদা যদি একটা বাবল গান উপহার পায়? তাহলে খুশি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। সারাদিন ধরে সারা ঘর জুড়ে ফেনার বেলুন উড়িয়ে, সেটিকে লাফিয়ে ধরে, ফাটিয়ে কতটা মজা করতে পারে তারা। সত্যি বলতে, সস্তায় এটি একটি দারুণ উপহার।

৭. দুর্দান্ত একটা ফুটবল

মারাদোনা বা মেসি কিম্বা রোনাল্ডোর মতো হয়ে উঠতে বহু ছেলেই মনে মনে স্বপ্ন দেখে। সাঁই সাঁই করে ছুটে গোল করার আনন্দটাই আলাদা। খেলোয়াড় হয়ে ওঠার সুপ্ত ইচ্ছা থাকলে ভাইকে অনায়াসে বল কিনে দিতে পারেন। উপহার হিসাবে সত্যিই ফুটবল একটি অসাধারণ উপহার।

৮. বক্সিং পাঞ্চিং ব্যাগ

ভাই কি ভীষণ ছটফটে? চঞ্চল প্রকৃতির? সারাক্ষণ ভিডিও গেমে টি টি করছে? এমনটা হলে তাকে উপহার হিসাবে দিতে পারেন মজাদার বক্সিং বা পাঞ্চিং ব্যাগ। এই উপহার শুধুমাত্র বোনের থেকে পাওয়া মনের মতো একটা সেরা উপহারই হবে না, বরং ভাই-বোন মিলে একইসঙ্গে সেই অভিনব খেলায় তারা মেতে উঠতে পারে।

৯. ফিশিং রড

ফিশিং রডের সেট, উপহার হিসাবে হতে পারে দারুণ। সাধারণত, আজকালকার বাচ্চাদের মাছ ধরার মতো মজাদার ও আকর্ষণীয় বিষয়গুলো নিজের চোখে দেখার ও সেগুলি উপলব্ধি করার সুযোগ প্রায় ঘটে না বললেই চলে। অন্তত খেলনা মাছগুলিকে ঘরের মেঝেতে রেখে বা জলের গামলার মধ্যে ভাসিয়ে সেগুলিকে ধরার জন্য যে ভীষণরকম ইচ্ছে জাগবে, তা তো জানা কথাই।

১০. মানচিত্র বা গ্লোব

সেই যে আমরা বলি না, এমন কী আছে যেখানে দেশ আছে মানুষ নেই, নদী আছে জল নেই, মরুভূমি আছে বালি নেই, এমন ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক ধরেছেন, মানচিত্র বা গ্লোবের কথা বলছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলি কোথায় অবস্থিত, সেগুলির মানচিত্রের আকার কীরকম—এমন বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে মানচিত্র বা গ্লোব। এবছর রাখিতে বোনের কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার হয়ে উঠতে পারে গ্লোব।

বোনেদের জন্য

১. ব্যাকপ্যাক বা হাতব্যাগ

দাদা বা ভাইয়ের দেওয়া সুন্দর একটি হাতব্যাগ বোনের মন ভালো করে দেবেই দেবে। শুধু সেটা কেনার আগে তার পছন্দের রং জেনে নিন। সম্ভব হলে ব্যাগের উপর তার নামটি প্রিন্ট বা এম্ব্রয়ডারি করিয়ে নিন। ব্যাকপ্যাকও কিনে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন।

২. গয়না এবং...

জামাকাপড়ের পাশাপাশি মেয়েদের পছন্দের সেরা তালিকায় গয়নাও রয়েছে। বোনকে দেওয়ার জন্য একটি সুন্দর কারুকাজ করা গয়নার বাক্স দিতেপারেন। যেটি ভরে থাকবে নানা ধরনের শৌখিন কানের দুল, মাল্টিকালারড বা একাধিক রঙের নেকপিস, বেশ আকর্ষণীয় কয়েকটি আংটি সহ বেশকিছু রঙিন চুড়ি দিয়ে। একইসঙ্গে সুন্দর ছোট্ট একটা হাতব্যাগ, নেইল পলিশ, ব্রেসলেট, মাথার ক্লিপ, রাবার ব্যান্ডের মতো কিছু জিনিস যোগ করতে পারেন।

৩. আঁকাজোকার জিনিসপত্র

ওয়াশেবল ক্রেয়ন, গ্লিটারি মার্কার, রং-তুলি এবং পেন্সিলের সেটের মত আঁকাজোকার জিনিসগুলি দিতে পারেন উপহার হিসাবে। এর সঙ্গে দিতে পারেন একটা থ্রি-ডি কালারিং বই যা রঙিন ছবিগুলিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। ভাইয়ের দেওয়া এই অদ্ভুত মায়াবি উপহারটি নিঃসন্দেহে তার বোনের মনকে খুশি-খুশি করে তুলবে।

৪. হরেক চকোলেট

চমৎকার উপহার হতে পারে একজার ভরা বোনের পছন্দের প্রিয় চকোলেট। বেছে নিতে পারেন শৌখিন গিফট প্যাকিংয়ে মোড়া সুন্দর গিফট কার্ডের সঙ্গে হরেক পাঁচমিশালি চকোলেটের বাক্স।

৫. পুতুলের সেট

পুতুলের প্রতি মেয়েদের আকাঙ্ক্ষা চিরকালের। মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলতে খুব ভালোবাসে। সুতরাং, বোনকে উপহার হিসাবে পুতুল দিলে সেইসব পুতুলের জামা, জুতো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসগুলিও কিনে দিতে পারেন। আরেকটু এগিয়ে পুতুলের আসবাবগুলিও কিনে নিতে পারেন।

৬. প্লেডো বা মডেলিং ক্লে

ছোট বোনের জন্য প্লেডো বা মডেলিং ক্লে-র সেট খুব ভালো জিনিস। এই ধরনের সেটের মধ্যে থাকা নানা ধরনের ছাঁচে ফেলে সেগুলির অনুরূপ প্রতিকৃতি গড়ে তোলার আনন্দ কিন্তু ভীষণ।

৭. সুন্দর কলম, চোখটানা ডায়েরি

বোনটি কি একটু বয়সে বড়? লিখতে ভালোবাসে? নিজের কথা বা গল্পস্বল্প! এমন ক্ষেত্রে দাদা বা ভাই হিসাবে একটি সুন্দর কলমের সেট, সঙ্গে একটি ঝকঝকে ডায়েরি দিতে পারেন।

৯. ডক্টর সেট

বোন কি মাঝে মাঝে বলে সে ডাক্তার হবে? তাহলে তার জন্য একটি চমৎকার ডক্টর সেট উপহার হিসাবে দিতে পারেন। খেলার ছলে কানে স্টেথোস্কোপ গুঁজে হয়তো দাদারই হাতের নাড়ি টিপে তার ডাক্তারি শুরু করতে পারে। সত্যিই যদি সে একদিন ডাক্তার হয়ে ওঠে তাহলে দাদার এই উপহার চিরকাল তার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

৯. মনের মতো গল্পের বই

বোন কি প্রচুর গল্প পড়তে ভালোবাসে? গল্পের বইয়ের প্রতি তার তীব্র নেশা রয়েছে? তাহলে কী ধরনের গল্পের বই তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ, কোনও লেখকের প্রতি তার বাছবিচার আছে কিনা সবকিছু বিচার করে গল্পের বই দেওয়া যেতে পারে।

১০. রান্নাবাটি

মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা হল রান্নাবাটি। তাই রাখি উপলক্ষে যদি সে তার বড়দাদা বা ছোট্ট ভাইটির হাত থেকে রান্নাবাটি বা কিচেন সেট পায়, তাহলে তার মন ভরে যাবে।

রাখি স্পেশ্যাল কম মিষ্টির মিষ্টি

বাদাম বরফি

যা যা লাগবে: ৫০০ গ্রাম বাদাম, ২০০ গ্রাম চিনি, ১ কাপ ঘি, ৪টি এলাচ।

তৈরি করবেন যেভাবে: একটি পাত্রে প্রয়োজন মতো কনডেন্সড মিল্ক ও ড্রাই ফ্রুট নিন। ঘণ্টাদুয়েক বাদামগুলো ভিজিয়ে রাখুন। এবার ভিজিয়ে রাখা বাদামগুলো মিক্সিতে বেটে নিন। তারপর একটি কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে বেটে রাখা বাদাম দিয়ে দিন। ভালোভাবে ঘি-তে ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে তাতে পরিমাণ মতো চিনি ও এলাচ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াতে থাকুন, যতক্ষণ না চিনির জল শুকিয়ে যায় । শুকিয়ে মন্ড মতো হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। একটা থালার মধ্যে একটু ঘি গ্রিজ করে উপর দিয়ে ড্রাই ফ্রুট দিয়ে গার্নিশ করে নিন। এরপর ঠান্ডা করে বরফি আকারে কেটে নিন। বাদাম বরফি তৈরি।

বেসন লাড্ডু

যা যা লাগবে: ১ কাপ বেসন, ১ কাপ চিনি, ১ কাপ ঘি, সামান্য বড় এলাচের গুঁড়ো, ছোট ছোট টুকরো করে কাটা বাদাম।

তৈরি করবেন যেভাবে: প্রথমে চিনি আর ১ কাপ জল নিয়ে ওভেনে বসান। ফুটে গাঢ় হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে নামিয়ে নিন। সামান্য জাফরান দিন। রসে সুন্দর গন্ধ হবে। এবার একটি ননস্টিক ফ্রাই প্যানে বেসন নিয়ে কম আঁচে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। আঁচ বাড়ালে বেসন পুড়ে যাবে। বাদামের কুচি আর এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দিন। সুগন্ধ বেরোলে ঘি মেশান। পুরোটা মিশে গেলে রসটাও একইভাবে মেশান। এবার স্প্যাটুলা দিয়ে নেড়ে ভালো করে মেশান। ধারে ঘি ভেসে উঠলেই বুঝবেন মিশ্রণ তৈরি। নামিয়ে অল্প ঠান্ডা করুন। হাতে অল্প ঘি মাখিয়ে লাড্ডু বানিয়ে নিন।

নতুন পথ চলা

১৫ অগাস্ট সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে এসএসজি মিউজিক্যাল গ্রুপের লোগোর উদ্বোধন হল। এদিন থেকে এই মিউজিক্যাল গ্রুপের পথ চলা শুরু হল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধাননগর রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের সহ সম্পাদক স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডিন ডঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত, রোটারিয়ান রবীন্দ্রকুমার জৈন, শিলিগুড়ি ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক বিবেকানন্দ সাহা সহ অন্যরা। মিউজিক্যাল গ্রুপের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শংকর সেন, সুজিত গাঙ্গুলি, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী এবং সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্চকের কর্ণধার অদিতি দাস ঘোষ সহ অন্য সংগীতশিল্পী ও যন্ত্রসংগীতশিল্পীরা। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন ছিল। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাচিকশিল্পী দেবাশিস ভট্টাচার্য।

নজরে মাইকেল

কিছুদিন আগে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর ১৫১তম তিরোধান দিবসে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কোচবিহার প্রেস ক্লাবে গবেষণাধর্মী জার্নাল 'খোলা চোখে'-র ২২তম বর্ষে প্রকাশিত 'জন্মদ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত' সংখ্যার প্রচ্ছদের মোড়ক উন্মোচিত হল। উন্মোচন করেন সুবীর সরকার, দেবব্রত চাকি, দীপায়ন ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ সাহা, আবদুল মতিন আহমেদ, দেবায়ন চৌধুরী, জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টরা। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই সংখ্যার যুগ্ম সম্পাদক বিদ্যুৎ সরকার ও বিকাশ চক্রবর্তী মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য জীবন বিষয়ে আলোকপাত করেন। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্য মহাকবির নাটকের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। চিত্রশিল্পী রথীন্দ্রনাথ সাহার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে ইতি। *–পার্থ চক্রবর্তী*

ছিমছাম অনুষ্ঠান

সমাজের নানা ক্ষেত্র ওঁদের অবদানে পূর্ণ। এমন কয়েকজনকে বেছে নিয়েই বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবসে শিলিগুড়িতে এক অভিনব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁদের সংবর্ধিত করা হল। শাইন ফিউচার অ্যাকাডেমির আয়োজনে উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবনে এদিনের অনুষ্ঠান ছিল আক্ষরিক অর্থেই জমজমাট। অভিনেত্রী দেবলীনা দত্তের উপস্থিতিতে সেই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল আরও আকর্ষণীয়। প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

উজ্জ্বল।। *শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত।*

বই প্রকাশ

৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের গোধূলি লগ্নে জলপাইগুড়ির আনন্দপাড়ার শিলালিপি ভবনে এক ছিমছাম অনুষ্ঠানের মধ্যে ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের লেখা বই 'স্বাধীনতার তিন কুঁড়ি পনেরো – প্রসঙ্গ ছেড়ে আসা পৈতৃক গ্রাম' প্রকাশিত হল। গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন অধ্যাপক কল্যাণী চক্রবর্তী। মোড়ক উন্মোচন করে তিনি বলেন, 'দেশ বিভাজন ও স্বাধীনতার উপর এটি একটি তথ্যবহুল মর্মস্পর্শী বই।' অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ডঃ দিগন্ত চক্রবর্তী, অধ্যাপক সৌমেন্দ্রপ্রসাদ সাহা, অধ্যাপক দেবকুমার সেনগুপ্ত, ডঃ অরণ্য চক্রবর্তী, সমীর মৈত্র প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। *–জ্যোতি সরকার*

নাচে–গানে

উত্তরাপণ ও মাদার্স কেয়ারের যৌথ উদ্যোগে 'শ্রাবণ বাতায়নে বিষাদ' শীর্ষকে শিলিগুড়ি মাদার্স কেয়ার প্রি স্কুল ভবনে এক রবি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, গান ও নৃত্যে কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন উত্তরাপণ ও মাদার্স কেয়ারের সদস্যরা। সঙ্গে ছিলেন সৌমী পরিবারের সদস্যরাও। সংবর্ধিত করা হয় শ্রাবণী চক্রবর্তী ও সংগীতশিল্পী সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়কে। *–সম্পা পাল*

সুকান্ত স্মরণ

বাচিকশিল্পীদের সংস্থা জলপাইগুড়ি শহরের ইতিকথার পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের শতবর্ষ ভবনে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মরণে এক স্মরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ছড়াকার পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্মরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আকাশ পাল চৌধুরী। আবৃত্তি করে শোনান অচিন্ত্য বিক্রম দে, সংস্থার কর্ণধার প্রমীলা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। *–জ্যোতি সরকার*

ছবিতে।। ফালাকাটার কালীপুর মৌজায় কীর্তনীয়াদের দল।

ক্লান্তিহীনের কীর্তন

উত্তরবঙ্গে কীর্তনের ইতিহাস বহু পুরোনো। আলিপুরদুয়ারে ফালাকাটার কালীপুর মৌজা এই ইতিহাসের অন্যতম শরিক। এখানে কীর্তনের জগতে তিন প্রজন্মের উপস্থিতি নজর কাড়ে। লিখলেন সুভাষ বর্মন

ধর্মকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতির বহু ধারা আজও বেঁচে। এমনই এক ধর্মীয় সংস্কৃতি হল কীর্তন। নামকীর্তনের ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর অনেকের জানা থাকলেও পদাবলি কীর্তনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। গুরুর কাছে শিখতে হয়। ধর্মের পাশাপাশি মনের টানেরও প্রয়োজন। কয়েক প্রজন্ম ধরে সেটাই দেখা যাচ্ছে ফালাকাটার কালীপুর মৌজায়। এখানে কীর্তনের জগতে তিন প্রজন্মের উপস্থিতি দারুণভাবে নজর কাড়ে। কেউ যেমন কীর্তন পরিবেশনে আগ্রহী, কেউ আবার খোল, করতাল বাজাতে উৎসাহী। কীর্তনের মূল বাদ্যযন্ত্রই খোল ও করতাল। তবে এখন আধুনিক বাদ্যযন্ত্রও চলে এসেছে। সেই বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ নতুন প্রজন্মেরও।

কালীপুর মৌজায় কীর্তনের চর্চা বহু পুরোনো। বিয়ে বাদে প্রতি বাড়িতেই জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে কীর্তনের দলের প্রয়োজন। অনেক পরিবারেই অন্নপ্রাশন হয় কীর্তনের মাধ্যমে। আবার শ্মশানযাত্রায় তো কীর্তনের দল বাধ্যতামূলক। কখনও মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রামমঙ্গলও কারও বাড়িতে হয়। এই ধারা দীর্ঘদিনের। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে বাড়ির কিছু পুজোপার্বণেও কীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। আবার অবস্থাপন্ন অনেক বাড়িতেই বাৎসরিক ষোলোপ্রহর অষ্টকালীন লীলাকীর্তন হয়ে থাকে। বেশ কিছু সর্বজনীন কমিটিও বাৎসরিক কীর্তনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেক্ষেত্রে বাইরে থেকেও কীর্তনের দল আসে। তবে সারাবছর কীর্তনের চর্চায় মাতেন স্থানীয়দেরই একাংশ।

বছর চৌষট্টির আনন্দ দাস ছোট থেকেই কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত। পেশায় তিনি কামার। তবে মনের টানে কীর্তন ছাড়তে পারেননি। নামকীর্তনের পাশাপাশি পদাবলি কীর্তনের পুরো দল রয়েছে। কীর্তনের গুরু রাধেশ্যাম দাস ও জ্ঞানেন্দ্র সরকার। নিজের এলাকায় কারও বাড়িতে ডাক পড়লেই দল নিয়ে কীর্তন পরিবেশনে ছুটে যান। সর্বজনীন আয়োজনেও তাঁর দল শামিল হয়। আলিপুরদুয়ারের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি সহ অসম, দক্ষিণবঙ্গের হুগলি সহ নানা জায়গায় আনন্দের দল কীর্তন পরিবেশন করেছে। হুগলিতে একটি বার্ষিক কীর্তনে প্রতি বছর তাঁকে দল নিয়ে যেতেই হয়।

একই গ্রামের বছর চুয়াল্লিশের বাদল সরকারও কীর্তনের সঙ্গে ছোট থেকে যুক্ত। পেশায় গাড়িচালক। কিন্তু নেশা কীর্তন। পরিবারের অনেকেই কীর্তনের ভক্ত। পারিবারিক সেই টানেই বাদল গ্রামেরই খুশীমোহন শিকদারের কাছে পদাবলি কীর্তনের তালিম নেন। সুকণ্ঠের জন্য তরুণ বয়সেই কীর্তনের জগতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। নিজের দলও রয়েছে। তিনিও নিজের গ্রামের পাশাপাশি অসম সহ উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে কীর্তন পরিবেশন করেন। প্রবীণ ও মাঝবয়সির পাশাপাশি স্থানীয় পারপাতলাখাওয়া গ্রামের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র অনিন্দ্য সরকারও কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত। তবে অনিন্দ্য মূলত খোল ও করতাল বাদক। বাবা কার্তিক সরকারের কীর্তনের প্রতি আকর্ষণ দেখে অনিন্দ্য ইউটিউব দেখেই বছর তিনেক থেকে খোলবাদক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বড়দের বহু কীর্তনের দলের সঙ্গে তাকে দেখা যায়। অনেক আসরে পুরস্কারও পেয়েছে সে। পড়াশোনার ফাঁকে সে কীর্তন ছাড়া কিছুই বোঝে না।

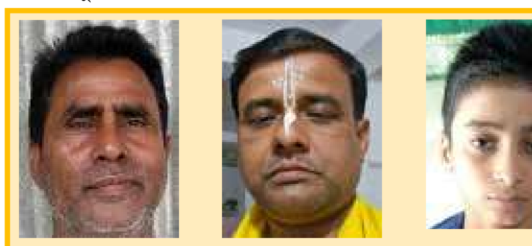

বাঁদিক থেকে : আনন্দ দাস, বাদল সরকার ও অনিন্দ্য সরকার। কীর্তনকে কেন্দ্র করে যাঁদের জীবন আবর্তিত হয়।

রূপকথায় যেমন হয়

চমকপ্রদ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'উত্তরণ' বিশেষ বিদ্যালয়ের অভিনব অনুষ্ঠান। (ইনসেটে) সংবর্ধিত হচ্ছেন প্রবাদপ্রতিম টিটি কোচ ভারতী ঘোষ।*

সার্থকনামা অনুষ্ঠান। প্রত্যক্ষ করার পর সবার এমনই উপলব্ধি। নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটিশন সোসাইটির 'উত্তরণ' বিশেষ বিদ্যালয়ের ৩৬তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত হল। 'ইতনি শক্তি হমে দেনা দাতা' সমবেত সংগীতের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'রূপকথার' সুচারুভাবে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। অংশগ্রহণে ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। প্রথম পর্বে উদ্বোধনী নৃত্যে দেবীবন্দনা নৃত্য প্রশিক্ষক দেবযানী পাল ও জয় সরকারের সহযোগিতায় বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থী শুভশ্রী ভৌমিক, সৃজা হাজরা, প্রিয়াংকা দাস, রুমি বর্মন, শ্রিয়া মজুমদার, মীনাকুমারী গুপ্তা, সুমনা রায় প্রমুখ সকলকে মুগ্ধ করে।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রকাশক তথা জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি সমাজসেবী সুভাষ খুম্বাট, সংস্কৃতিকর্মী ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল। সংগঠনের তরফে উপস্থিত ছিলেন শ্যামলকুমার দাস ও চন্দনকুমার ঘোষ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে রূপকথার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সুধীজনদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেয় রুকসার খাতুন, লিলাংস প্রসাদ, পূর্ণায়ু দে, জয় রায়, কৃতিকা প্রধান প্রমুখ শিক্ষার্থী। সংবর্ধিত হন উত্তরবঙ্গের প্রবাদপ্রতিম টেবিল টেনিস কোচ ভারতী ঘোষ।

বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ছিল এদিনের রূপকথার আসর। একাধারে বিশেষভাবে সক্ষম খুদে শিক্ষার্থীদের 'আকাশজুড়ে স্বপ্নমায়া' গানে নৃত্য পরিবেশন খুশি গুপ্তা, প্রতিমা বর্মন, অস্মিতা থাপা, নাব্যা ভোজানিয়া, বিপাশা বর্মন প্রমুখের কিংবা স্বপ্ন সন্ধানী 'হামারি হি মুঠঠি মে আকাশ সারা'য় প্রীতম সিংহ, নিলয় বর্মন, দীপ দাস, আয়ুষ দাস, আয়ান ঘোষ, শুভদীপ বর্মনের নজরকাড়া নৃত্য সকলের মন জয় করে নেয়। অন্যদিকে বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে' নৃত্যে মণিপুরি সাজ সত্যিই রূপকথার মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অংশগ্রহণে ছিল অনু সিংহ, ইউনিস থাপা, আয়েষা কানু, প্রিয়াংকা কানু, শাহনাওয়াজ বানু, সৃজা, সুপ্রিয় দে প্রমুখ।

সুপ্রিয়, শতাব্দী, সপ্তক রায়ের কণ্ঠে, 'আহা কী আনন্দ' দর্শকাসনে বসা সকলের মনকে উৎফুল্ল করে তোলে। তবলায় যোগ্য সংগত ছিল দেবাদিত্য সান্যালের। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ছায়ানাটক 'বোকা বামুনের গল্প' ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অভিনয়ে ছিল রাজীব মণ্ডল, নিরঞ্জন রায়, আলোক সিংহ, বিশ্বনাথ বর্মন। অনুষ্ঠানে অটিস্টিক শিশুদের বালু-ভাস্কর্য ছিল অভিনব। তত্ত্বাবধানে ছিলেন তরুণ চিত্রকর সাধন হালদার। চক দে ইন্ডিয়ার তালে তালে উত্তরণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পিরামিড প্রদর্শন রোমাঞ্চিত করেছে দর্শকদের। অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে ভূতুড়ে নাচ, আদিবাসী নৃত্য, অভিভাবকদের সমবেত গান এদিন 'রূপকথা'কে সার্থকনামা করে তুলেছিল।

বোধের গভীরে আঁচড়

শিলিগুড়ি বাজার ওপেন সিক্রেটের আয়োজনে শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে হয়ে গেল পাঁচদিনের তৃতীয় তরাই নাট্য উৎসব ২০২৪। উৎসবে ছিল কলকাতার সেরা মঞ্চ সফল চারটি নাটক, আর উত্তরবঙ্গের তিনটি নাটক।

উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মেঘনাদ ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী দিনে মঞ্চে অতিথি হিসেবে ছিলেন দামামার পার্থ চৌধুরী, উত্তালের পলক চক্রবর্তী, নাট্য মালঞ্চের ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়, সমাজসেবী জ্যোৎস্না আগরওয়াল, প্রবাল ভট্টাচার্য, চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তী, আয়োজক সংস্থার কর্ণধার পল্লব বসু প্রমুখ। উদ্বোধনী দিনে বাড়তি পাওনা ছিল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী দৃপ্তা মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তীর নৃত্য নিবেদন।

প্রথম দিনের নাটক ছিল সায়কের মঞ্চ সফল প্রযোজনা 'আত্মজন'। পরিচালক মেঘনাদ ভট্টাচার্য। পরের দিনের নাটক ছিল তথাগত চৌধুরীর পরিচালনায় হাতিবাগান সংঘারামের 'ছোট গল্প'। রবীন্দ্রনাথের গল্পকে নিয়ে ক্রমাগত কলকাতার প্রযোজনা 'পোস্টমাস্টার'-এ নাট্যরূপ, সংগীত পরিচালনা এবং পরিচালনায় ছিলেন গৌতম ভট্টাচার্য। দেশে-বিদেশে এই সময়ের আরেকটি মঞ্চ সফল প্রযোজনা হল প্রাচ্য কলকাতার 'খেলাঘর'। বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই নাটকে দেবশঙ্কর হালদার ও চৈতি ঘোষালকে মুখ্য চরিত্রে ছিলেন।

শিলিগুড়ির দামামার 'ব্রেকিং নিউজ' প্রযোজনাও নতুনভাবে দেখা গেল। নাটকের রচয়িতা তথা পরিচালক দামামার কর্ণধার পার্থ চৌধুরী যে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগেন না, এই নাটকের সংস্কার ও গতিময়তাই তার প্রমাণ। অভিনয়ে মঞ্চে ছিলেন ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস, মাধব সরকার, অনিন্দিতা বড়ুয়া, কার্তিক রায়, অরূপরতন রায়, অঞ্জন দাশগুপ্ত, তন্নিষ্ঠা মিত্র বিশ্বাস এবং পরিচালকের সঙ্গে আরও অনেকেই।

কলকাতার সেরাদের মধ্যেও শিলিগুড়ি বাজার ওপেন সিক্রেটের প্রযোজনা 'কাম ব্যাক অ্যালাইভ' ছিল দর্শকদের মন জয় করে নেওয়া এই উৎসবের নজরকাড়া প্রযোজনা। আশিস সরদারের লেখা এই নাটকটি পরিচালনা করেছেন পল্লব বসু। জন্মপরিচয়হীন এক চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন মুদাসসর হোসেন ছোট্টু, সব্যসাচী বাগচী, মৌমিতা বসু, রতন দেবনাথ, শিখা সরকার, রমেন রায়, পরিমল শিকদার, জয়দীপ বড়াল, সোনালী দে, স্বাতী দেব, নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল রায়। মঞ্চের নেপথ্যে ছিলেন শুভঙ্কর দে, সঞ্চিতা বসু, রমেন রায়, পরিমল শিকদার, দেবাশিস রায় ও অনু চক্রবর্তী।

বাংলার এই সময়ের সেরা পরিচালকের শিরোপায় পুরস্কৃত হয়েছেন উৎসবের শেষ দিনের শেষ নাটক কোচবিহারের স্বপ্ন উড়ানের প্রযোজনা 'নির্জনতা'র পরিচালক দেবাশিস। এই নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহ, পোশাক, নাট্যরূপ ও নির্দেশনা সবই তাঁরই। নাটকটি রূপকধর্মী। জীবন ও বাস্তবতার দ্বান্দ্বিক প্রশ্নকে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মঞ্চের উপরে চরিত্রের প্রতীক দাঁড় করিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন পরিচালক। এই নাটক দর্শককে নতুন ভাবনার রসদ দেয়। প্রযোজনার মঞ্চে ছিলেন অমিত ঘোষ, চন্দ্রাণী ঘোষাল, দেবাশিস চক্রবর্তী, অপূর্ব সিংহ রায়, বিশ্বজিৎ ভৌমিক, বিদ্যুৎ পাল, তনু দেবনাথ, আলোক রায়, রচিতা দেবনাথ, প্রতিমা দেবনাথ, মানস চক্রবর্তী ও পূজা দেবনাথ। নেপথ্যে ছিলেন শুভঙ্কর দে, শান্তনু পাল ও মানস চক্রবর্তী। বোধের গভীরে মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জয় হোক কোচবিহারের স্বপ্ন উড়ানের শিল্পীদের, জয় হোক তৃতীয় তরাই নাট্য উৎসবের। *– ছন্দা দে মাহাতো*

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'কাম ব্যাক অ্যালাইভ' নাটকের একটি মুহূর্ত।

সমবেত প্রয়াস

২২ শ্রাবণ চ্যাংরাবান্ধার মহিলা পরিচালিত ছন্দম শিল্পীগোষ্ঠী চ্যাংরাবান্ধা ক্লাব টাউন লাইব্রেরির সভাকক্ষে একটি অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। 'বিদায়' নামাঙ্কিত এই অনুষ্ঠানে কবিগুরুর প্রতিকৃতি নিয়ে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এরপর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। ভাষ্যপাঠে অংশ নিয়ে রবীন্দ্র বন্দনায় অনুষ্ঠানের মূল সুর বাঁধেন রাখি বোস।

এরপর সমবেত উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে কৌশানি সরকার, অনুশ্রী সাহা, বহ্নিশা বসাক ও দেবপ্রিয়া দে। তার পরেই কচিকাঁচাদের দলগত রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে সভাগৃহ কল্লোলিত হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে একক নৃত্যের মাধ্যমে কবিগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে অনুশ্রী সাহা ও পলি সাহা। এর মাঝেই কৌশানির কণ্ঠে রবি ঠাকুরের লেখা কবিতা আবৃত্তি মন ভরিয়ে তোলে। নৃত্যে রবীন্দ্র অর্ঘ্য অর্পণ করে সেঁজুতি, স্নেহা ও শালু।

সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন সুনেত্রা বোস। প্রেয়সী ঘোষ ও চান্দ্রেয়ী সাহার নাচ ছিল মনোমুগ্ধকর।

সংগঠনের সদস্য রঞ্জিতা সাহা বললেন, 'মহিলা পরিচালিত এই সংগঠনের কেউ চাকরি, কেউবা ব্যবসা করেন আবার পরিবার সামলান কেউ। কিন্তু সব দায়িত্ব পালন করেও যে কোনও উপায়ে প্রতিদিন রিহার্সালের জন্য সময় ঠিক বের করে নিতেন প্রত্যেকে। সকলের সমবেত প্রয়াসে অনুষ্ঠানটি সর্বাত্মক রূপে সার্থক করে তুলতে পেরেছি।' *–শতাব্দী সাহা*

মনোমুগ্ধকর।। *চ্যাংরাবান্ধায় রবি স্মরণ অনুষ্ঠান।*

বইটই

মুক্তিযুদ্ধে উত্তর

ক্ষুদিরাম লাহার কথা ক'জন জানেন? হিলির ধরধনা গ্রামে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা ফকিরপাড়ায় বাড়ি। একসময় তালা মেরামত করতেন। আজকাল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ঘাঁটেন। কীভাবে মানুষটি সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন তা ফুটে উঠেছে **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উত্তরবঙ্গের অবদান** বইয়ে। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, কালীকৃষ্ণ সূত্রধর ও অভিজিৎ রায় সম্পাদিত এই বই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি প্রান্তকে যেভাবে পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছে তা এককথায় 'অতুলনীয়'। বইটি আটটি অধ্যায়ে প্রচুর লেখায় সমৃদ্ধ। রয়েছে দুষ্প্রাপ্য বেশ কিছু ছবির সংকলন।

অন্তরের কথা

জলি জোয়ারদারের জন্ম উত্তর দিনাজপুরের দাসপাড়ায়। কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ করে সেই পড়ায় ইতি। পরবর্তীতে সমাজসেবা ও ইউটিউবে মনপ্রাণ সঁপে দেওয়া। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি খুব ভালো লাগত। বিশেষ করে কবিতা। তাতেই নিজেকে খুব বেশি করে খুঁজে পাওয়া। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, আমেরিকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় জলির লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। **ছায়াচক্র** জলির লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ। জলির লেখা ৭০টি কবিতা এখানে ঠাঁই পেয়েছে। 'ভালোবাসার ঝড়' থেকে 'প্রাণবন্ত মরুভূমি' প্রতিটি কবিতাই মর্মস্পর্শী। সত্যব্রত ধরের আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ অন্যরকম।

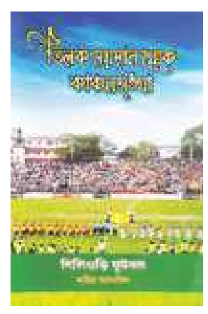

ফুটবল প্রেম

শহর শিলিগুড়ির ফুটবল-প্রীতি অনন্য। এক সময়ের তিলক ময়দান থেকে আজকের কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন, নানা সময় এই প্রেমের সাক্ষী থেকেছে। তবুও এই প্রেম কোথায় যেন অপূর্ণ থেকে যাচ্ছিল। পূর্ণ করল অমিত খাসনবিশের **তিলক ময়দান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা/ শিলিগুড়ি ফুটবল**। কীভাবে শিলিগুড়ি এক ফুটবল শহর হয়ে উঠল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে এই বইয়ে। রয়েছে শহরের সমস্ত নামী ক্লাব, এক সময় শহর কাঁপানো সমস্ত ফুটবলারের কথা। রয়েছে শহরকে ঘিরে অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল, ব্যাডমিন্টনের মতো খেলাগুলির কথাও। সংগ্রহে রেখে দেওয়ার বই।

আঁধারে আলো

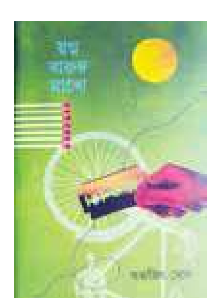

'নিখাদ অন্ধকার ছুঁয়ে থমকে আছে যে পৃথিবী/তার গতি রুদ্ধ করেছে কি নৈতিকতা?' লিখেছেন শুভজিৎ বোস। তাঁর **স্বপ্ন বারুদ মাখে** কবিতা-সংকলনে। সব মিলিয়ে ৫৬টি কবিতার একটি অনবদ্য সংকলন। নকশালবাড়ির বাসিন্দা শুভজিৎ পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। বহুদিন ধরেই লেখালেখির জগতে। এই জগতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বহু পুরস্কার পেয়েছেন। উৎসাহিত শুভজিৎ আরও ভালোভাবে কলমকে আঁকড়ে ধরেছেন। এই সংকলন তারই সাক্ষী। জীবনের নানা পর্বের নানা অভিজ্ঞতাকে শুভজিৎ তাঁর লেখা এই কবিতাগুলির মাধ্যমে খুব ভালোভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

আর্মি গড়ছেন রামলাল

রায়গঞ্জ, ১৬ অগাস্ট : পেশায় তিনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। খুদেদের পাশাপাশি তিনি পড়ান বড়দেরও। টানা ১২ বছর ধরে ছাত্র পড়াচ্ছেন তিনি। সেসব অবশ্য কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড। তাঁর হাত ধরে চাকরিও পেয়েছেন অনেকে। পুলিশ, বিএসএফ, আর্মি, রেল সহ বিভিন্ন দপ্তরে। রায়গঞ্জের পিছিয়ে পড়া লক্ষ্ণীয়া গ্রামকে সামনের সারিতে এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন রামলাল মাহাতো। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বর্তমানে ১৫০০ পড়ুয়া প্রশিক্ষণ নিতে লক্ষ্ণীয়ায় আসছেন ৩৯ বছরের রামলালের কাছে। ২০১২ সাল থেকে পড়াচ্ছেন তিনি। বাড়িতে গড়ে তুলেছেন প্রশিক্ষণকেন্দ্র। শুধু তাই নয়, ডিফেন্সের চাকরি প্রার্থীদের জন্য মাঠেও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তিনি।

রামলাল জানান, 'নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য আমার এই উদ্যোগ। কারণ শহরে গিয়ে বাড়িভাড়া নিয়ে নিলে আমার এই উদ্যোগ ব্যবসায় পরিণত হবে। দুঃস্থ ছেলেমেয়ে ও গ্রামের উন্নয়নের কথা ভেবে এখানে এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলেছি। গ্রামের বহু ছেলেমেয়ে এখানে বিনা পয়সায় প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি করছেন।'

নীতু খুনে ধৃত সহকর্মী সুরজ

কিশনগঞ্জ, ১৬ অগাস্ট : ভাগলপুরে পুলিশলাইনে মঙ্গলবার সকালে মহিলা পুলিশকর্মী নীতু কুমারী সহ পরিবারের পাঁচজনের খুনের পিছনে পরকীয়া রয়েছে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন ভাগলপুরের ডিআইজি বিবেকানন্দ। ঘটনার তদন্তে নেমে ঠাকুরগঞ্জ থানার ভাটকালা গ্রামের বাসিন্দা তথা নীতু কুমারীর সহকর্মী সুরজ ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার নীতুর মামা তথা সমস্তিপুর থানার এসআই নগেন্দ্র ঠাকুর ভাগলপুরের ইসহাক চক থানায় এ ব্যাপারে এফআইআর করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, পঙ্কজ সবাইকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন।

প্রতিবাদ মিছিল

কিশনগঞ্জ, ১৬ অগাস্ট : আরজি করের ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যায় কিশনগঞ্জের এমজিএম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (ডিমড) ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শতাধিক পড়ুয়া ও চিকিৎসক, অধ্যাপক মোমবাতি হাতে একটি মিছিল করেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডাঃ ইচ্চিত ভারত ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ প্রণয় কুণাল প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

জেলার খেলা

শিলিগুড়িশ্রী সুজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের পাওয়ার লিফটিং ও বডি বিল্ডিংয়ে শিলিগুড়িশ্রী হলেন দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সুজিত রায়। তিনি পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন। পাওয়ার লিফটিংয়ে স্ট্রংম্যান হলেন বিকাশ প্রজাপতি। তিনি পুরুষদের ৫৯ কেজিতে নেমেছিলেন। স্ট্রং উওম্যান হলেন শালিন তাবিথা থাপা। তিনি মহিলাদের ৫৯ কেজিতে নেমেছিলেন।

মিলন সংঘের ফুটবল শুরু

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অগাস্ট : বড়পথু মিলন সংঘের ফুটবল শুক্রবার শুরু হয়েছে। মিলনের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে চাঁদমণি টি এস্টেট টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে কাওয়াখালি জনকল্যাণ সংঘকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। জনকল্যাণের মার্টিনেজ ও চাঁদমণির রাহুল মাহাতো গোল করেন।

সংহতি দৌড়ে

বাগডোগরা, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ইয়ং মেন্স স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সংহতি দৌড়ে সিনিয়ার ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছেন অভিষেক সেনগর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে রাজ কুণ্ডু এবং প্রদূপ মনাটা। জুনিয়ার ছেলেদের বিভাগে প্রথম তিনে শ্রীদাম মহন্ত, রোহন ঠাকুর ও রনি টিগ্গা শেষ করে। মেয়েদের বিভাগে প্রথম তিনে রয়েছে অঞ্জলি মুন্ডা, রুবি ওরাওঁ ও পিয়ালি দে।

চ্যাম্পিয়ন তরুণ

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অগাস্ট : তরুণ সংঘের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। বৃহস্পতিবার হাঁসখোয়া ময়দানে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে পিভিসি অ্যালবার্ট এক্কা ক্লাব গয়াগঙ্গাকে। কুশল কুজুর গোল করেন।

সেরা মিলন

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ফয়রানিজোত বিবেকানন্দ ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বড়পথু মিলন সংঘ। বৃহস্পতিবার জয়নাথ সিংহ ময়দানে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে একতিয়াশাল স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। কৌশিক বর্মন গোল করেন।

স্কুলে খুঁটিপুজো ঘিরে বিবাদ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৬ অগাস্ট : প্রতিষ্ঠান চত্বরে অনুমতি ছাড়াই দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে। এদিন লোয়ার বাগডোগরা দুর্গোৎসব কমিটির তরফে স্কুল চত্বরে খুঁটিপুজো করা হয়। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্কুল লাগোয়া বিবাদী ক্লাবের কর্মকর্তা ও স্থানীয়রা। স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রশান্ত দত্ত ও টিচার ইনচার্জ বাসুদেব তিওয়ারিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের তরফে আনন্দ বাড়ুই বলেন, 'আমাদের ক্লাবের তরফে পুজোর জন্য বহুবার অনুরোধ করার পরেও স্কুল অনুমতি দেয়নি। এখন কেন বাইরের ক্লাবকে দেওয়া হচ্ছে? দু'মাস ধরে মাঠে বাঁশ পুঁতে প্যান্ডেল করলে পাড়ার ছেলেরা কোথায় খেলাধুলা করবে?' মিনু মজুমদার, সবিতা দাস সহ বেশ কিছু মহিলাও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

স্কুলের টিচার ইনচার্জ বলছেন, 'লোয়ার বাগডোগরা পুজো কমিটিকে এখনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে পুজো কমিটির তরফে পরিচালন সমিতিকে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনপত্র জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি স্কুলের পরিচালন সমিতি দেখছে।'

পরিচালন সমিতির সভাপতি অবশ্য অহেতুক রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পুজোর অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা পরিচালন সমিতির নেই। আমরা ডিআইকে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। দু'দিন পরই ভাদ্র মাস। মলমাসে খুঁটিপুজো করা যায় না বলে এদিন খুঁটিপুজো করতে দেওয়া হয়েছে। তবে ওপরমহল থেকে অনুমতি না পেলে পুজো করতে দেওয়া হবে না। একটা খুঁটিপুজো নিয়ে কিছু লোক রাজনীতি করছে।'

সমস্যার সূত্রপাত মূলত বাইরের ক্লাব এসে খুঁটিপুজো করায়। স্কুল লাগোয়া বিবাদী ক্লাবের সদস্যের আরও অভিযোগ, এখানে রথের মেলা হলে রাতারাতি মেলার বাঁশ খুলে নিতে বলা হয়। তাহলে অন্য একটি ক্লাবকে পুজো করার অনুমতি কেন দেওয়া হবে?

লোয়ার বাগডোগরা দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি প্রদীপ ঘোষ অবশ্য বলছেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলে তবেই পুজোর প্যান্ডেল করা হবে।'

নিরাপত্তা নিয়ে মেডিকেলে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কলেজ কাউন্সিল দ্রুত কাজের সিদ্ধান্ত নিল। শুক্রবার বিকেলে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের উপস্থিতিতে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক বসে। বৈঠকে স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত সহ বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। সকলে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করার দাবিতে সোচ্চার হন। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এবার কলেজ ও হাসপাতালের সমস্ত কর্মীকে ছবিসহ পরিচয়পত্র দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে বহিরাগতদের দাপট থেকে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা রক্ষা পাবেন। পাশাপাশি, বহিরাগতদের দৌরাত্ম্য রুখতে মেডিকেল চত্বরে যাতায়াতের বিভিন্ন রাস্তায় নজরদারি বাড়ানো, দ্রুত টেন্ডার করে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, 'মেডিকেলে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের দৌরাত্ম্য অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আমরা প্রতিটি গাড়িতেই স্টিকার লাগানোর চিন্তাভাবনা করছি। যে সমস্ত জায়গায় বহিরাগতদের ঠেক বসতে পারে যেমন, অস্থায়ী বাজার, সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বাইরের অংশ সহ অন্য জায়গাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।'

দুর্ঘটনায় জখম ২

চাকুলিয়া, ১৬ অগাস্ট : টোটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন টোটোচালক ও টোটোযাত্রী। শুক্রবার চাকুলিয়া থানার শিমুলিয়া এলাকার ঘটনা। আহতদের নাম সারফারাজ আলম ও মঞ্জুর আলম। দুজনেরই বাড়ি কাহানিয়া এলাকায়। টোটো নিয়ে তাঁরা কানকির দিকে যাচ্ছিলেন। শিমুলিয়া এলাকায় আসতেই টোটোর সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ইলটে গিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় টোটোটি। চালক সহ টোটোতে থাকা এক যাত্রী আহত হন। তাঁদের কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কৌতূহলী।। সেবকে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির সায়ন্তনী রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বর্জ্যের স্তূপের পাশে মেডিকেলের রান্না

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : একটা সরকারি হাসপাতাল। প্রতিদিন প্রায় ১২০০ রোগীর তিনবেলার রান্না হয়। অথচ সেখানকার রান্নাঘরই জীবাণুমুক্ত নয়। একবার নজর পড়লেই গা ঘিনঘিন করে উঠবে। এমনই অবস্থা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

রান্নাঘরে প্রতিদিন পোকামাকড়ের দাপট বাড়ছে। পাশাপাশি খাবারের উচ্ছিষ্ট এবং মেডিকেল বর্জ্যের দুর্গন্ধে সেখানে কাজ করাই কঠিন হয়ে পড়ছে কর্মীদের।

মেডিকেল বর্জ্যগুলি প্রকাশ্যে ফেলার কথা নয়। অভিযোগ, তবুও দিনের পর দিন ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, গ্লাভস থেকে শুরু করে লেবার রুমের রক্তমাখা দেহাংশও এখানে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে যে কোনও দিন রোগীদের খাবারে জীবাণুর সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় রান্নাঘরে রোগীদের ব্যবহৃত থালা, বাসন ধোওয়ার সময় ভাত, ডাল, তরকারি সিঙ্ক দিয়ে দেওয়ালের বাইরে এসে জমে থাকছে। সেখানে বিভিন্ন পশু, পাখি দিনভর ভিড় করছে। রীতিমতো চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না হচ্ছে।

মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'মেডিকেল সাফসুতরো রাখা নিয়ে আমরা একাধিক বৈঠক করেছি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে মেডিকেল সাফাইয়ের দায়িত্ব নেওয়া হচ্ছে। ১৫ দিন অন্তর আমরা মেডিকেলের সমস্ত জঞ্জাল তুলে নেব। পাশাপাশি পূর্ত দপ্তরও সমস্ত জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ করবে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রতিদিন গড়ে ১১০০-১১৫০ জন রোগী ভর্তি থাকেন। তাঁদের প্রাতরাশ, দুপুর এবং রাতের আহারের সমস্ত রান্না হয় সুপারস্পেশালিটি ব্লকের পিছনে থাকা কিচেনে। বহু বছর ধরে এই কিচেনেই মেডিকেলের রোগীদের পথ্য রান্না হয়।

কিছুদিন ধরে এই কিচেনই রীতিমতো সংক্রমণের শিকার। এদিন কিচেনের কাছাকাছি পৌঁছাতেই প্রচণ্ড দুর্গন্ধে নাকে রুমাল দিয়ে চাপা দিতে হল। কিচেনের পিছনে প্রচুর কালো, নীল, হলুদ, লাল প্লাস্টিকে মোড়া সামগ্রীর ঢিপি। কী রয়েছে এগুলিতে? এক কর্মী জানালেন, এই প্যাকেটগুলিতেই সিরিঞ্জ, গ্লাভস, তুলো, ব্যান্ডেজ থেকে শুরু করে শরীরের বিভিন্ন অংশ রাখা হয়। কালো প্যাকেটে সাধারণ মেডিকেল বর্জ্য, হলুদ প্যাকেটে ব্যান্ডেজ, গ্লাভস, নীল প্যাকেটে রক্ত, পুঁজ এবং লাল প্যাকেটে প্রসূতি বিভাগে প্রসবের পরে মহিলাদের শরীরে থেকে বের হওয়া বিভিন্ন সামগ্রী রাখার নিয়ম রয়েছে। লাল প্যাকেটই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক।

কিচেনের একাধিক কর্মীর বক্তব্য, প্রতিদিন হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে এসব প্যাকেট এনে ফেলা হচ্ছে। বারবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি।

এরই সঙ্গে জুড়েছে ডাল, ভাত, সবজির পচা অংশ। কিচেনে থালা, বাসন এবং রান্নার সামগ্রী পরিষ্কার করার সময় সেগুলিতে থাকা উচ্ছিষ্ট সিঙ্ক দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে। কিন্তু সেখানে নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সমস্ত কিছু সেখানেই জমে থেকে দুর্গন্ধ হচ্ছে। পাশাপাশি পোকামাকড় জন্মাচ্ছে।

কিচেনের কর্মীরা বললেন, 'বড় বড় কালো পোকা দেওয়াল বেয়ে কিচেনে ঢুকছে। সকালে কিচেনে এসে প্রথমে রুম ফ্রেশনার, ফিনাইল দিয়ে পুরো পরিষ্কার করতে হয়। তার পরেও দুর্গন্ধ না কাটায় নাক, মুখ ঢেকে কাজ করতে হচ্ছে।'

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক পুরো বিষয়টি নিয়ে একাধিক বৈঠকের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দ্রুত সমস্যা মিটবে।'

চিকিৎসকরাই বলছেন, যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না হচ্ছে তাতে যে কোনও দিন রোগীদের খাবারে জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। সেসব খেয়ে রোগীরা অসুস্থ হলে তার দায় কে নেবে?

কিচেনে দুর্গন্ধ, পোকার উপদ্রব

মেডিকেলের রান্নাঘরের কাছে জমে আছে হাসপাতালের বর্জ্য।

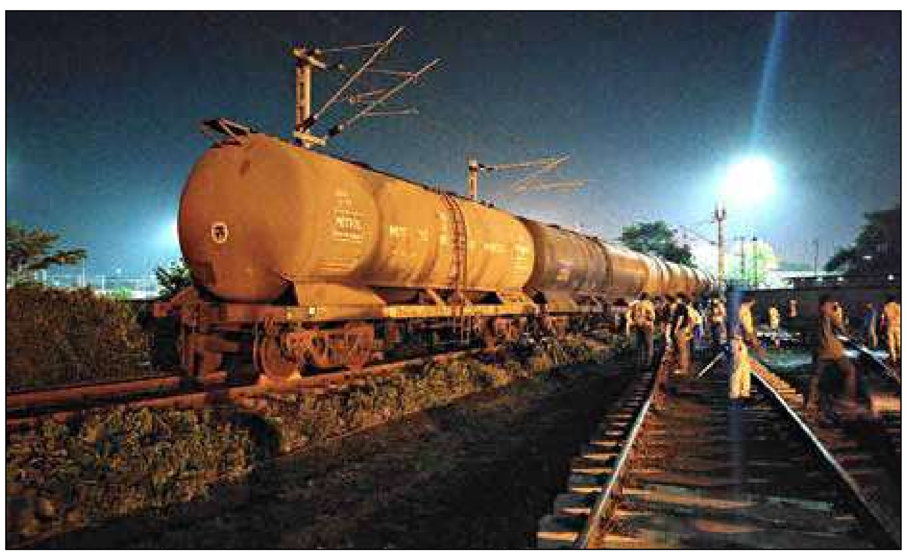

রাঙ্গাপানিতে লুপ লাইনে দুর্ঘটনার পর মেরামতিতে রেলকর্মীরা। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

রাঙ্গাপানিতে ফের ট্যাংকার বেলাইন

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অগাস্ট : রাঙ্গাপানিতে ফের দুর্ঘটনার কবলে রেল! শুক্রবার রাত প্রায় পৌনে ১০টা নাগাদ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রাঙ্গাপানিতে নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেডে (এনআরএল) তেল ভর্তি করে বেরোনোর সময় লুপলাইনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তেল পরিবহণকারী ট্রেনের দুটি বগির চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়।

এর আগে ৩১ জুলাই ওই একই জায়গায় দিনেরবেলা এনআরএলে তেল নিতে ঢোকার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল একটি তেল পরিবহণকারী ট্রেন। এবারেও একইভাবে ওই একই জায়গায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার পর উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগরক্ষাকারী আপ এবং ডাউন লাইনটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে মেইন লাইন থেকে দ্রুত ট্রেনের বাকি অংশ সরিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আরপিএফ এবং আধিকারিকেরা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত তেল পরিবহণকারী ট্রেনের বগি সরানোর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

এদিন কী ঘটেছিল? জানা গিয়েছে, রাঙ্গাপানি লেভেল ক্রসিং থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে লাইনের বাঁকে ট্রেনের চাকা পড়ে যায়। ট্রেনে দাহ্য তেল থাকায় আরপিএফের তরফে বগি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে দড়ি বেঁধে সাধারণ মানুষের প্রবেশ আটকে দেওয়া হয়েছে। ১৭ জুন এই রাঙ্গাপানি সংলগ্ন ছোট নির্মলজোতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস-মালগাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। সেই দুর্ঘটনায় লোকোপাইলট সহ একাধিক যাত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর ৩১ জুলাইয়ের ঘটনা। বারবার এভাবে খবরের শিরোনামে রেল দুর্ঘটনা এবং রাঙ্গাপানির নাম জড়াচ্ছে। এতেই প্রশ্নের মুখে পড়ছে রেলের নিরাপত্তা।

তবে এদিনের দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। দুর্ঘটনার জেরে ফাঁসিদেওয়া-মেডিকেল রাজ্য সড়কে থাকা রাঙ্গাপানি লেভেল ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্য। মেডিকেলগামী গাড়ি এবং অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াতেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তবে এদিনের ঘটনায় রেল আধিকারিকদের তরফে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ট্রাকের ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরকন্যা সংলগ্ন হিন্দুস্তান মোড়ে দুটি ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আগে থেকেই ওই এলাকায় একটি পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। ভোরের দিকে পিছন থেকে অন্য একটি পণ্যবাহী ট্রাক এসে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার পর সেই ট্রাকের চালক গুরুতরভাবে আহত হন। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। পুলিশ এসে আহত চালককে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৬ অগাস্ট : কিশনগঞ্জ শহরের অদূরে দৌলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরলাবাড়ি গ্রামের মহানন্দা নদী থেকে এসডিআরএফ শুক্রবার মিশা খাতুন (৮) নামে এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার স্কুলে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের পর ওই নাবালিকা বাড়ি ফেরার পথে সাড়ে ১২টায় মহানন্দায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে যায়। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ ঘটনাস্থল থেকে দুই মাইল দূরে শিরশী গ্রামের মহানন্দার ঘাটে এসডিআরএফ নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে।

নজরে উত্তরের

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন সূত্রের দাবি, পরিকল্পনামাফিক বেশ কিছুদিন ধরে ওই তরুণী চিকিৎসককে হত্যার ছক কষা হয়েছিল। শুক্রবার ভোররাতে ওই ঘটনার পরই সকাল সকাল আরজি করে পৌঁছে গিয়েছিলেন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠ। তার কিছুক্ষণ পর সেখানে যান ডাঃ সুশান্ত রায়। এই খবর সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ডাঃ রায় অবশ্য চিকিৎসকদের একটি গ্রুপে লিখেছেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই অন্য কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আমি আরজি করে গিয়েছিলাম।'

সিবিআই তদন্তে নেমে আরজি করের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষার পাশাপাশি সেই হাসপাতালের সিনিয়ার, জুনিয়ার চিকিৎসক, নার্স সবার সঙ্গে কথা বলেছে। সেখানেই শুক্রবার সকালে উত্তরবঙ্গের ওই চিকিৎসকের আরজি কর হাসপাতালে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। ফলে, আরজি কর এবং স্বাস্থ্য দুর্নীতি দুটি ক্ষেত্রের তদন্তেই সিবিআই ডাঃ রায়কে তলব করতে পারে বলে চিকিৎসকদের অনেকে মনে করছেন।

কৌশিক-অনীকের ছবির জাতীয় পুরস্কার

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : সেরা বাংলা ছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাবেরী অন্তর্ধান'। দেশের সেরা ছবির স্বীকৃতি পেল মালয়ালি 'আত্তম'।

সেরা অভিনেতা হয়েছেন কন্নড় সিনেমা 'কান্তারা'র ঋষভ শেট্টি। যুগ্মভাবে সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন 'থিরুচিত্রম্বলম' তামিল ছবির নিথিয়া মেনন এবং কচ্ছ এক্সপ্রেস গুজরাটি সিনেমার মানসি পারেখ।

সর্বকালের অন্যতম সেরা বাঙালি নায়িকা শর্মিলা ঠাকুরের ওটিটিতে প্রথম ছবি গুলমোহর পেয়েছে সেরা হিন্দি ছবির স্বীকৃতি। বাংলা থেকে পুরস্কার এনেছে পরিচালক অনীক দত্তের 'অপরাজিত'। সেরা মেকআপ শিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন সোমনাথ কুণ্ডু। সেরা প্রোডাকশন ডিজাইনারের পুরস্কারও জুটেছে এ ছবির।

বাংলার সফল মুখের মধ্যে রয়েছেন অরিজিৎ সিং। সেরা গায়ক হয়েছেন 'ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ওয়ান' ছবির গানের জন্য। ওই ছবির সুরকার প্রীতমও। এআর রহমান সেরা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন।

সলিল চৌধুরীর ছেলে সঞ্জয় বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন মালয়ালম ছবি কাধিকানের জন্য। সলিলের সুর করা মালয়ালি ছবি চেম্মিন এক সময় জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল।

রবিবারের মধ্যে

প্রথম পাতার পর

আপনাদের তর সইল না।' 'আপনারা' বলতে তিনি বিজেপি ও সিপিএমের দিকে আঙুল তোলেন।

মমতার মিছিলের দিনই কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ১৪ অগাস্ট আরজি করে হামলা ঠেকাতে পুলিশি ব্যর্থতা স্বীকার করে নেন। তাঁর বক্তব্য, 'হামলাকারীরা পুলিশের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। তাছাড়া ওই সময় ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের মাথা ফাটায় ফোর্স বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে হামলা চালানো হয়।'

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, হামলায় বিজেপি ও সিপিএম যুক্ত। হামলাকারীদের হাতে জাতীয় পতাকা ও ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা ছিল দাবি করে মমতা বলেন, 'যাঁদের হাতে জাতীয় পতাকা ছিল, তাঁরা বিজেপি। যাঁরা ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা নিয়েছিলেন, তাঁরা সিপিএম।'

মুখ্যমন্ত্রীর মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন তৃণমূলের মহিলা সাংসদ ও বিধায়করা। ব্যানারে লেখা ছিল 'মা-বোনেদের সম্মান আমাদের সকলের সম্মান, রাম-বাম-শ্যামের চক্রান্ত ব্যর্থ হোক, দোষীর ফাঁসি চাই।' মিছিল শেষে ধর্মতলায় মমতা ঘোষণা করেন, শনিবার দোষীর ফাঁসির দাবিতে ব্লকে ব্লকে মিছিল হবে। ফেক ভিডিও তৈরি করে মানুষকে উত্তেজিত করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর কথায়, 'সমস্ত খবর ঠিক নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পয়সা কামানোর জন্য, রাজনীতি করার জন্যই মিথ্যে ঘটনা বানানো হচ্ছে।'

বিজেপি ও সিপিএমের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা রাজনীতি করতে নামলেন বলে আমাদের নামতে হল। আমি চাই না কুৎসা করতে। আমিও রাজনীতি করি। কিন্তু আমার কাছে সবার আগে মানুষের স্বার্থ।' মমতার প্রশ্ন, মণিপুরে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের সময় কেন্দ্রীয় সরকার ক'টা দল পাঠিয়েছিল? অনীতা দেওয়ান, তাপসী মালিক, গুজরাটে গণধর্ষণ, হাথরস, উন্নাও, উত্তরাখণ্ডে নার্সকে ধর্ষণের পর খুন কার আমলে হয়েছে?

নাবালিকাকে গণধর্ষণ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু অপর বন্ধু এতে বিপদের গন্ধ পেয়ে পুনরায় ফিরে এসে নাবালিকাকে ফুলবাড়িতে নিয়ে যায়, সেখানেই তাকে রেখে আসে সে। এলাকার একটি পরিত্যক্ত গোডাউনের পাশের মাঠে রাত তিনটে নাগাদ স্থানীয় একজন নাবালিকাকে অসংলগ্ন অবস্থায় দেখতে পান। তিনিই নাবালিকাকে দিয়ে বাড়িতে ফোন করান। খবর পেয়ে কিশোরীর দিদি ও অন্যরা ফুলবাড়িতে এসে পৌঁছান। এরপর নাবালিকাকে নিয়ে আসা হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়।

অভিযোগ দায়েরের পর তদন্তে নেমে পুলিশ শুক্রবার সকালের মধ্যেই সঞ্জু সহ আরও তিনজনকে ধরে আনে। সঞ্জুর বাড়ি রামঘাটের নতুনপাড়ায় হলেও বাকিরা শিলিগুড়ির পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

এদিন সকাল নয়টা নাগাদ অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করাতে নিয়ে যায় পুলিশ। বেলা দেড়টা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি থানা থেকে জলপাইগুড়ি আদালতের উদ্দেশে রওনা হয় পুলিশের গাড়ি। সেই সময় প্রিজন ভ্যানে থাকা সঞ্জু বলে ওঠে, 'আমাদের হেনস্তা করা হচ্ছে। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ ধর্ষণ করিনি। মেডিকেল রিপোর্ট এলেই আপনারা সব জানতে পারবেন।'

আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শিলিগুড়ির এই ঘটনা অনেকগুলো প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সমাজকে।

অন্যায় ঢেকে যায় ক্ষমতার 'খেলা দিবসে'

প্রথম পাতার পর

'হাসে অন্তর্যামী।' রবীন্দ্রনাথের কথায় ফিরে যাই, 'কত বড়ো আমি, কহে নকল/ হীরাটি।-/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।'

বাংলাদেশের স্লোগান ধার করেছি আমরা, 'দাবি এক, দফা এক, মমতার পদত্যাগ পদত্যাগ।' সরকারের দোষের অন্ত নেই। পুলিশ 'দোষী'কে ধরতে পারে না। সরকার 'ধেড়েদের' আড়াল করে রাখে। জনমতের চাপে আরজি কর মেডিকেলের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ইস্তফা দিলেও সরকার সসম্মানে তাঁকে পুনর্বাসন দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা অভিযোগও মিথ্যা বলার জো নেই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি রাত দখলের মঞ্চ থেকে ওঠেনি। উঠেছে ক্ষমতার কারবার (পাওয়ার সিন্ডিকেট) থেকে।

বাংলাদেশে কিন্তু দাবিটি উঠেছিল ছাত্র জনতার গলা থেকে। এবার ধরুন, দাবি মেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে গেলেন। যে কারণে আমরা দাবিটা তুলছি, তা পূরণ হবে তো! রাজ্যে নির্বাচিত সরকার আছে। তৃণমূলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। তিন মাস আগের লোকসভা নির্বাচনেও জনতা আস্থা রেখেছে তৃণমূলের ওপরে। মমতা পদত্যাগ করলে নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটা শুভেন্দু অধিকারী বা সুজন চক্রবর্তীর দখলে চলে যাবে না।

নিশ্চিতভাবে চেয়ারটা হয়ে যাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা তৃণমূলের রাম-রহিম, যদু-জর্জ কারও একটা। ক্ষমতায় কিন্তু সেই একই ভাবনার অধিকারীরা। ধর্ষণ, খুন আটকে যাবে কি? কিংবা ধরুন শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী হলেন। এই ধরনের অপরাধ বন্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা কতটা? এই যখন দেশ আরজি কর নিয়ে উত্তাল, তখন আরেকটি ধর্ষণ-খুন হয়েছে শুভেন্দুর দল বিজেপির শাসিত উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের কাছে। হারিয়ে গিয়েছে আরেকটি ফুলের মতো প্রাণ- পেশায় নার্স।

বাড়ি ফেরার পথে এক দিনমজুর তাঁকে ধর্ষণের পর খুন করেছেন। বাংলা যেদিন 'রাত দখল'-এ উত্তাল, সেদিনই মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এক গ্রামে রক্তাক্ত অবস্থায় এক কিশোরীকে পাওয়া গিয়েছিল। তেরো বছরের মেয়েটি বাড়ি ফেরার পথে দিনের আলোয় বিকেলে নির্যাতিত হয়। ওর রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ছবিটা দেখে স্বাধীনতা দিবস পালনটা আমার কাছে অর্থহীন হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা দিবসেও রেহাই পায়নি শিলিগুড়ির আরেক কিশোরী।

একটি নামী স্কুলের সেই ছাত্রী নির্যাতিতা হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কয়েকজন তরুণ তাকে নির্যাতন করেছে। এ কেমন স্বাধীনতা! যেখানে শুধু রাতে নয়, দিনেও একটি মেয়ের নিরাপদে চলাফেরা করার স্বাধীনতা নেই। শুধু রাত দখল নয়, দিন দখল করতে না পারলে রেহাই নেই নারী সমাজের। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে মমতা বা গেরুয়াধারী যোগী আদিত্যনাথ, যিনিই থাকুন না কেনও, দিন বা রাত, কোনওটাই নিরাপদ, নিশ্চিন্ত নয়। বাম আমলে বানতলা-ধানতলা হয়েছে। কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গায় এক অসহায় মহিলাকে গণধর্ষণের মামলায় বেশ কয়েকজন সিপিএম নেতা-কর্মীকে জেল খাটতে হয়েছিল।

ধর্ষণের অপরাধীরা চেয়ারে কে আছেন, তার তোয়াক্কা করে না। আসলে বদল দরকার মানসিকতার। নারী যে সত্যি অর্ধেক আকাশ, তা যেদিন আর চেঁচিয়ে বলতে হবে না, সেদিন নিরাপদ হবে পৃথিবী। নারীবাদ, নারী স্বাধীনতা স্লোগানে আর ভাষণে থেকে গেলে সেই নিশ্চিন্তি আসবে না। মেয়ে পরিচয়টা লিঙ্গের, কিন্তু তার প্রথম পরিচয় মানুষ- এই স্বীকৃতি না আসা পর্যন্ত চেয়ারে যিনিই থাকুন, কিছু যায় আসে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি করের চিকিৎসকের ধর্ষকের ফাঁসি চেয়েছেন। ব্যক্তি হিসাবে তিনি চাইতে পারেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে সেই চাওয়া মূল্যহীন। ফাঁসি নির্ধারণের এক্তিয়ার শুধু আদালতের। তেমনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে এনকাউন্টারে মেরে ফেলার সওয়াল করছেন, তার আইনি বৈধতা নেই। সাংসদ হিসেবে তিনি এমন বেআইনি সওয়াল করতে পারেন না। মমতা, অভিষেক যে এসব বলছেন, তার পিছনে গভীর অঙ্ক।

সহানুভূতির নামে প্রতিবাদটারও দখল নিতে চায় শাসকদল। তাছাড়া প্রতিবাদে বিরোধীদের পরিসর আটকে দেওয়ার কৌশলও আছে। আবার বিরোধীদের প্রতিবাদের অঙ্কে যত না নারী নির্যাতন, তার অনেকগুণ বেশি তৃণমূলকে হেনস্তা, মমতাকে কোণঠাসা করার লক্ষ্য। খেলা শুধু ক্ষমতার। নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা সুনিশ্চিতকরণের খেলার ভাবনাটা গৌণ। তাই একদিন নয়, রোজ দিন-রাত দুয়েরেই দখল চাই। সেই দখলের আশা জাগিয়েছে ১৪ অগাস্ট।

তুলে নিল সিবিআই

প্রথম পাতার পর

দ্রুত শুনানির আর্জিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনি খুব শক্তিশালী। বাড়িতে শান্তিতে থাকুন, নাহলে বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেব।' তারপর বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চের কাছে নিরাপত্তার দাবিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সন্দীপ।

কিন্তু সেই আর্জির নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই সিবিআই তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। এরপর আর সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে তাঁর ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি শুক্রবার রাত পর্যন্ত। খুন ও অন্য অপরাধের প্রমাণ লোপাট করতে ১৪ অগাস্ট রাতে আরজি করে দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর করে বলে আইনজীবীরা অভিযোগ জানালে এ ব্যাপারে রাজ্যের হলফনামা তলব করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ওই হামলা পরিকল্পিত বলে অভিযোগ করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী রাত দখলের পালটা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তারপর এই ঘটনা ঘটে। আদালত এই ভাঙচুরের তদন্তের দায়িত্বও সিবিআইয়ের হাতে দিক।'

তড়িঘড়ি সংস্কারের নামে খুনের অকুস্থল আরজি করের সেই সেমিনার হলের পাশের নির্মাণ ভাঙা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর ভাষায়, 'কীসের এত তাড়াহুড়ো?' হাসপাতালে গিয়ে ঘটনাস্থল ও হামলার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ খতিয়ে দেখতে তিনি সিবিআইকে নির্দেশ দেন।

ছোট তারা

শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র মনোজ রায়। সে আবৃত্তি ও আঁকায় পারদর্শী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করে এই খুদে।

মুখ খুলছে অর্ধেক আকাশ

সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা ছবি। ১৪ অগাস্টের 'রাত দখল'-এর কথা এখনও শহরবাসীর মুখে মুখে। এরমধ্যেই শহরেরই এক নাবালিকার গণধর্ষণের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে রাতের শহরে মিছিলের প্রথম সারিতে থাকা মহিলাদের। ওইদিন মিছিলে যাঁরা পা মিলিয়েছিলেন তাঁদের একটা বড় অংশই প্রশ্ন তুলছেন, এত আন্দোলনের মধ্যে কীভাবে শহর শিলিগুড়িতে এই ধরনের ঘটনা হতে পারে? এই পরিস্থিতিতে কী ভাবছেন শহরের মহিলারা, খোঁজ নিলেন **শমিদীপ দত্ত**

চাই কড়া আইন

শহরের মেকআপ আর্টিস্ট তানিয়া পাল সরকারকে বলতে শোনা গেল, 'ধর্ষণের বিরুদ্ধেই আমাদের এই আন্দোলন অথচ সেই আন্দোলনের মধ্যেই গণধর্ষণের মতো ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। সত্যি কথা বলতে প্রশাসন, সরকারের তরফে কড়া কোনও আইন কার্যকর না করা হলে এই ঘটনাকে আটকানো সম্ভব নয়।'

লড়াই চলবে

বৃহস্পতিবার শহরে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত বলেন, 'আমরা একটা মুভমেন্ট শুরু করেছি। এই মুভমেন্ট জারি থাকবে। আশা রাখব, আপনাদেরও এই মুভমেন্টের পাশে আমরা পাব। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

বিভীষিকাময়

শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তথা স্কুল শিক্ষিকা উজ্জয়িনী দেব মজুমদার বলেন, 'আমি বাকরুদ্ধ। সারারাত ধরে অত গলা ফাটালাম, অথচ এরপরেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। কোথায় এর শেষ, কোথায় কী? কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। ক্লাসে যখন পরীক্ষা নিচ্ছি, মেয়েদের দেখে মনে করছি, এরা কালকে সুস্থ থাকবে তো? সত্যি কথা বলতে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি।'

সোশ্যাল মিডিয়া

বৃহস্পতিবার রাতে শহরে নাবালিকার গণধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে আরও একটা বিষয়ও প্রকাশ্যে এসেছে। ওই নাবালিকার সঙ্গে তার মায়ের ঝগড়া হওয়ার পর বাড়িতে কিছু না বলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হওয়া এক তরুণের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। ওই তরুণই এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। নতুন প্রজন্মের সামাজিক মাধ্যমের ওপর বেশি বিশ্বাস করাটাও কী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে?

যদি বন্ধু হও

চিকিৎসক শ্রেয়সী সেন বলছিলেন, 'আমাদের পরের প্রজন্ম ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডকে বেশি বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে বাবা-মাকে সন্তানের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হবে। ওই নাবালিকার বাবা-মাও যদি তার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশত, তাহলে হয়তো তাঁরা তাঁদের সন্তানকে বাঁচাতে পারতেন।'

পাড়া প্রস্তুত

এই ঘটনা যে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না, তা নিয়ে পাড়ার কারও দ্বিমত নেই। সকলের কাছেই পরিচিত মেয়েটার এমন পরিণতি শুনে ক্ষোভ আটকে রাখতে পারছিলেন না প্রতিবেশীরা। এক প্রতিবেশী বলেন, 'দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে। তার মধ্যেই আমাদের শহরে, আমাদের পাড়ার মেয়েদের এধরনের ঘটনা কীভাবে আমরা মেনে নিই। ওই নাবালিকার পরিবার বললে আমরা পাড়ার লোকেরা আন্দোলনে নামতে প্রস্তুত রয়েছি।'

ছেলেদের শিক্ষা

মেয়েদের সজাগ থাকার পাশাপাশি এবারে ছেলেদেরও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বলেই মনে করছেন সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস-এ জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ববিতা প্রসাদ। তিনি বলেন, 'আমি নিয়মিত মেয়েদের সেল্ফ ডিফেন্স শেখাচ্ছি, তাঁদের মোটিভেট করছি। তবে এরপরেও এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। এবারে সময় এসেছে, ছেলেদের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার।'

প্রথম পর্যায়

চিকিৎসক শ্রেয়সী সেন বলেন, 'আমরা লড়াইটা শুরু করেছি, এখন আমরা প্রথম পর্যায়ে রয়েছি। এরপরে মেয়েদের সজাগ থাকার প্রয়োজনীয় সচেতনতার বার্তা নিয়েও আমরা এগোব।' সে সঙ্গেই প্রয়োজন কড়া আইন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা।

সবাই মিলে

স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দার্জিলিং জেলার স্বাবলম্বী কানেক্টিং কেন্দ্রের ডিরেক্টর পৌলোমী চাকি নন্দী বলেন, 'আমরা এই লড়াইটা সবাই মিলে শুরুই করেছি। এই লড়াই আমাদের চলবে।' শহরবাসীর কথায়, আমরা যখন সবাই মিলে লড়াই করছি, তারমধ্যেও এধরনের মানসিকতার মানুষ এখনও রয়েছে, সেটা ভেবেই কষ্ট হচ্ছে।

মোমবাতি মিছিল।। *আরজি কর ও শিলিগুড়ি গণধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার রাতে আর রাজা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি মোমবাতি মিছিল হয়। এই মিছিল ভেনাস মোড় থেকে শুরু করে এয়ারভিউ মোড় হয়ে ফের ভেনাস মোড়ে এসে শেষ হয়। মিছিল থেকে শেহনাওয়াজ হুসেন, আরিফ কুরেশি, সরফরাজ আনসারিরা দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি করেন। অন্যদিকে, ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের তরফেও মোমবাতি মিছিল হয়। মিছিলটি প্রমোদনগর থেকে শুরু করে এসে চেকপোস্টে শেষ হয়। সেখানে দোষীদের কুশপুতুলও পোড়ানো হয়।*

দ্বাদশ চালুর আশ্বাস মেয়রের

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে এসে স্কুলে দ্বাদশ চালু করার আশ্বাস দিলেন মেয়র গৌতম দেব। শুক্রবার সূর্যনগর মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র। বিদ্যালয়টিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে এদিন তিনি বলেন, 'স্কুলে যাতে দ্রুত দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন চালু করা যায়, সেজন্য আমি শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব।'

স্কুলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কী কী প্রয়োজন, সে ব্যাপারে তিনি স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পালকে নজর রাখতে বলেন। পড়ুয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমানা প্রাচীর তৈরিরও আশ্বাস দিয়েছেন গৌতম। মেয়র ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা লেখাশ্রী সাহা প্রমুখ। রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে সারাবছর ধরে স্কুলে নানারকম অনুষ্ঠান হবে।

বাতি চুরিতে গ্রেপ্তার ৪

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন লালমোহন মৌলিক ঘাটে সৌন্দর্যায়নের জন্য বসানো বাতিস্তম্ভের বাতি চুরির অভিযোগ উঠছিল। যা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। সেখানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে কয়েকজনকে চিহ্নিত করেন তাঁরা। অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে বৃহস্পতিবার এলাকায় দেখতেই তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন স্থানীয়রা। বেশ কিছুক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পরে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এসে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ধৃতের নাম রবি সরকার। সে সংলগ্ন ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, বুধবার রাতেই রবির বাকি তিন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের টিকিয়াপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ নিরাজের বাড়ি ডাঙ্গিপাড়া, কৃষ্ণ সাহানির বাড়ি টিকিয়াপাড়া এবং করণ মল্লিকের বাড়ি কুলিপাড়া এলাকায়।

অনুদান বিবাদে পদত্যাগ

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : দুর্গাপুজোয় সরকারি অনুদান নেওয়া নিয়ে মতবিরোধে নিউ মাতৃসংঘের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জ্যোৎস্না আগরওয়াল। ন'বছর ধরে দুর্গাপুজোয় সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাঁর। শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কের পাশে মহাকালপল্লিতে মহিলা পরিচালিত এই পুজো হয়ে থাকে। জন্মলগ্ন থেকেই এই পুজোর সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন জ্যোৎস্না।

তিনি বলেন, 'তিন বছর ধরে পুজোয় সরকারি অনুদান পাচ্ছি। কিন্তু অনুদান নেওয়ার নিয়মাবলির সবকিছু আমরা পালন করতে পারি না।' তাঁর কথায়, 'ভুয়ো বিল বানাতে হয়। গত বছরও ভুয়ো বিল জমা দিয়ে অনুদান নিয়েছিলাম। এ ধরনের কাজ করে নিজের খুব খারাপ লাগে। তাই পদত্যাগ করলাম।'

সুন্দরভাবে পুজোর আয়োজনের জন্য সরকার প্রতি বছর অনুদান দিয়ে থাকে। চলতি বছরে ৮৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের বিচার চেয়ে ইতিমধ্যে অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে কলকাতার একাধিক পুজো কমিটি। শিলিগুড়ির ক্লাবগুলি অবশ্য এব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

মহিলাদের পুজো পণ্ড

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : গত বুধবার নিজেদের অসম্মান, অপমানের বিরুদ্ধে রাত জেগেছিলেন মহিলারা। দিন তিনেক যেতে না যেতেই সেই মহিলাদের পরিচালিত একটি পুজো এবার বন্ধ করল শান্তিনগরের একটি ক্লাব। গত দুই বছর ধরে শান্তিনগর যুবক সমিতির মাঠে, শান্তিনগরের মহিলা কমিটি দুর্গোৎসব করে এলেও এবার মহিলাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে তাঁদের পুজো করতে দেওয়া হবে না। তাঁরা যেন বিকল্প জায়গা খুঁজে নেন।

বিকল্প জায়গা খুঁজতে গিয়ে মহিলারা পড়েছেন মহা সমস্যায়। যে এলাকায় তাঁরা ছোট প্যান্ডেল করে দুর্গাপুজো করতে চাইছেন, এলাকার থেকে তাঁদের বলে দেওয়া হচ্ছে, এখানে পুজো করতে ক্লাবের ছেলেরা মানা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার কাছে বারংবার যাওয়া সত্ত্বেও তিনি বিষয়টি নিয়ে সেভাবে কোনও উদ্যোগই নেননি বলে অভিযোগ। পুরো বিষয়টিতে হতাশ মহিলারা এবারের মতো পুজো বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শান্তিনগরে মহিলা পরিচালিত পুজোর ফাইল ছবি।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য শান্তিনগর এলাকার অধিকাংশ মহিলা একত্রিত হয়ে গত দুই বছর ধরে স্থানীয় শান্তিনগর যুবক সমিতি ক্লাব প্রাঙ্গণে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন। পুজোর চারদিন পাড়ার মহিলাদের নিয়ে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। গত দুই বছর ধরেই স্থানীয় কাউন্সিলারের নো অবজেকশন চিঠি দেখে পুলিশের অনুমতি পেয়েছিলেন মহিলারা। এবার ক্লাব পুজোর দায়িত্ব নেওয়ায় মহিলারা তাঁদের সঙ্গে পুজোতে অংশ নিতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু বিকল্প জায়গা খুঁজতে গিয়েও তাঁদের হতাশ হতে হচ্ছে। যার ফলে এবার আর পুজো করবেন না বলেই ঠিক করেছেন তাঁরা।

মহিলা পুজো কমিটির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন সদস্যা বলেন, 'কাউন্সিলার এবার আমাদের নো অবজেকশন দিতে রাজি নন। আমরা প্রায় ৫ বার তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তাঁর থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া আমরা পাইনি। বরং অন্য জায়গায় তাঁরা পুজো করলে, দুই পুজো কমিটির মধ্যে রেষারেষি হতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।'

সদস্যারা বলেন, 'আমাদের পুরানো পুজোকে বন্ধ করে এবার ক্লাবের নামে নতুন করে পুজো হবে। আমরা ক্লাবে যখন মিটিং করতে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের অপমান করা হয়েছিল বলে আমরা মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।' উল্লেখ্য, পাড়ার অধিকাংশ মহিলাই এই পুজোয় অংশ নিতেন। বিষয়টি নিয়ে রঞ্জন শীলশর্মা বলেন, 'এটা ক্লাবের সঙ্গে মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির বিষয়। আমার এখানে কোনও বিষয় নেই। ওঁরা রাস্তার উপরও পুজোর অনুমতি চাইছিলেন, আমি সেটা দিতে পারি না।'

শান্তিনগর যুবক সমিতি ক্লাবের সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তী, 'ওই মহিলা সমিতির কয়েকজন সদস্যার সঙ্গে ক্লাবের বনিবনা হচ্ছিল না। সেই কারণে তাঁরা এবার পুজোয় থাকছেন না। তবে অন্যরা এবার পুজো করবেন।'

শিক্ষিকাদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে এবং আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ জানালেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষিকারা। ১৪ অগাস্ট স্কুল শেষ হওয়ার পর স্কুলের গেটের সামনে এই কর্মসূচি করা হয়। প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত জানান, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ জানানো হয়। তাঁদের সঙ্গ দেন স্কুলের শিক্ষকরাও।

পরপর দুই অভিযানে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : 'রাত দখল' করার জন্য আপামর শহরবাসী বুধবার রাতে রাস্তায় নেমেছেন। সেই রাতে ঝাড়খণ্ডের জামতারা থেকে আসা ডাকাতদের দল নিউ সিনেমা রোডের সোনার দোকানগুলোতে ডাকাতির ছক কষেছিল। কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ধরা পড়ে পাঁচ দুষ্কৃতী। পাঁচজনের ওই ডাকাতদলের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কার্তুজভরা একটি আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

শহর শিলিগুড়িতে লোকসভা ভোটের আগে থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্তর ঘটনা সামনে এসেছে। যা নিয়ে বিভিন্ন সময় শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর মধ্যে 'রাত দখল' করতে শহরের আট থেকে আশি রাস্তায় নেমেছিলেন বুধবার। সেসময় গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ পৌঁছায় নিউ সিনেমা রোডে। সেখানে পাঁচজনকে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। অভিযান চালিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে আশরাফুল ইসলাম, আবু রহিম আনসারি, আসফার আনসারি, আফরোজ আনসারি এবং তাবিজ রহমানকে। ধৃতদের তল্লাশি চালানোর সময় কার্তুজভরা একটি পিস্তল বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এদিকে, বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ উত্তরপ্রদেশের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। স্বাধীনতা দিবসের দুপুরে শিবশংকর যাদব নামের উত্তরপ্রদেশের এক বাসিন্দাকে দার্জিলিং মোড়ে একটি কার্তুজ সহ পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। পুলিশের অনুমান, বিক্রির উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তি পিস্তলটি নিয়ে ঘুরছিল। প্রধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দুষ্কৃতীর গ্যাস গোডাউনের কাছে একটি শেলটার রয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

রদবদল

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে থাকা থানাগুলিতে বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছে। পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সন্দীপ দত্তকে বদলি করে ভোরের আলো থানার ওসি পদে পাঠানো হচ্ছে। বর্তমানে ভোরের আলো থানার ওসির দায়িত্বে থাকা মৃন্ময় ঘোষকে পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি প্রসেনজিৎ দে-কে আর্মস লাইসেন্স বিভাগের ওসি পদে পাঠানো হচ্ছে। সেই পদে থাকা পাপ্পুকুমার সিং আসছেন আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে।

রংদার রোববার

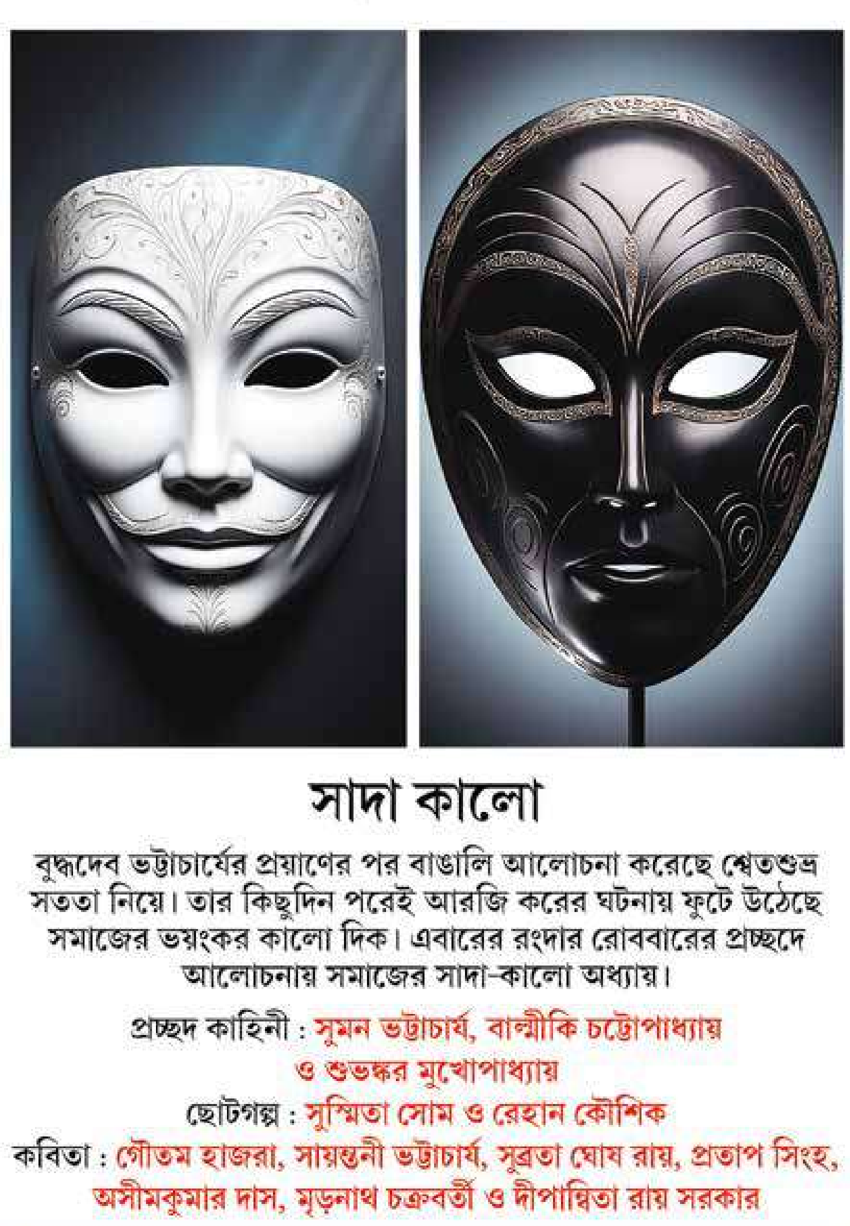

সাদা কালো

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণের পর বাঙালি আলোচনা করেছে শ্বেতশুভ্র সততা নিয়ে। তার কিছুদিন পরেই আরজি করের ঘটনায় ফুটে উঠেছে সমাজের ভয়ংকর কালো দিক। এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদে আলোচনায় সমাজের সাদা-কালো অধ্যায়।

প্রচ্ছদ কাহিনী : সুমন ভট্টাচার্য, বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায় ও শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ছোটগল্প : সুস্মিতা সোম ও রেহান কৌশিক

কবিতা : গৌতম হাজরা, সায়ন্তনী ভট্টাচার্য, সুব্রতা ঘোষ রায়, প্রতাপ সিংহ, অসীমকুমার দাস, মৃড়নাথ চক্রবর্তী ও দীপান্বিতা রায় সরকার

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

প্রথম দিনই ফ্লপ পুলিশের 'সম্পর্ক'

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ অগাস্ট : প্রথম দিনই মুখ থুবড়ে পড়ল পুলিশ-জনতা 'সম্পর্ক' কর্মসূচি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্পর্ক অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীকেই ডাকতে অসমর্থ তিন নম্বর বরো। শেষে বাধ্য হয়ে হুইপ জারি করে পুরকর্মীদের এনে চেয়ার ভরাল পুরনিগম। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনার আয়োজন হলেও কেন পুরনিগম সাধারণ মানুষকে আনতে ব্যর্থ হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে খোদ মেয়র গৌতম দেব অন্দরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পরের অনুষ্ঠানগুলিতে যাতে আগাম জানানো হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলেছেন। তবে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা থেকে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পুরনিগমের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। পুলিশ কমিশনারের এই প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুসম্পর্ক থাকলে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই সুবিধা হয়। তাই গৌরব শর্মা শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার থাকাকালীন চালু করেছিলেন পাড়া মিটিং। মাঝে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। সেই প্রকল্পকেই ফের ঘষেমেজে নতুন নাম দিয়ে চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় পুরনিগম। সেইমতো শুক্রবার তিন নম্বর বরো এলাকা থেকে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করার কথা হয়। স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় মেয়র গৌতম দেবের বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরত্বে কলেজপাড়া শিশু উদ্যান। বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখনও ৯০ শতাংশ আসন ফাঁকা। হাতেগোনা ১০ থেকে ১৫ জন সাধারণ মানুষ এসেছেন সম্পর্ক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। পাঁচটা বেজে গেলেও আসন না ভরায় উদ্যোক্তারা চাপে পড়ে যান। এরপরই তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি পুরনিগমে খবর পাঠানো হয়। যে যে পরিস্থিতিতে রয়েছেন, সেভাবেই কলেজপাড়ার ওই অনুষ্ঠানস্থলে চলে আসতে বলা হয়। সেইমতো পুরনিগম থেকে ৫০ জনেরও বেশি কর্মী, আধিকারিকরা চলে আসেন অনুস্থানস্থলে। তাঁদেরই বসিয়ে আসন ভরানো হয়।

কলেজপাড়া শিশু উদ্যানে ভাষণ দিচ্ছেন সিপি। ছবি : তপন দাস

বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শুরু হয় অনুষ্ঠান। বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশ কমিশনার মেয়রের কাছে প্রস্তাব দেন, ১৫ দিনে একবার পুলিশ যৌথভাবে পুরনিগম এবং সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শহরের সমস্ত পার্ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে চায়। এই অনুষ্ঠান থেকে কয়েকজন আবার শহরের বেশ কিছু সমস্যার কথাও তুলে ধরেন।

২০ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি সুভাষ রোডের বাসিন্দা রণজয় রায়ের অভিযোগ, তাঁদের এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, 'গত মাসের ২৬ তারিখ, ২৮ তারিখ, চলতি মাসের ৩ তারিখ একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এই এলাকায় নজরদারি প্রয়োজন।' তাঁর প্রত্যুত্তরে ডিসিপি জোন ১ দীপক সরকার বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শুভাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'সন্ধ্যার পর এলাকায় মাদকাসক্তের আনাগোনা বেড়ে যায়। অবৈধ টোটোর কারবার চলছে।' তাঁর প্রত্যুত্তরে পুলিশ কমিশনার বলেন, 'মাদকের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি পুলিশ লড়ছে। টোটোর সমস্যা সমাধানেও পদক্ষেপ করা শুরু হয়েছে।'

খেলায় আজ

২০০৮ : বেজিং অলিম্পিকে চিলির ফার্নান্দো গঞ্জালেসকে ৬-৩, ৭-৬ ও ৬-৩ গেমে হারিয়ে পুরুষদের সিঙ্গলসে সোনা জিতলেন রাফায়েল নাদাল। অলিম্পিকে টেনিসে এটাই স্পেনের প্রথম সোনা।

সেরা অফবিট খবর

রাস্তায় ছুরিকাহত ইয়ামালের বাবা

বার্সেলোনার কাছে একটি রাস্তায় পোষ্যকে নিয়ে হাঁটছিলেন লামিনে ইয়ামালের বাবা মুনির নাসরাউই। সেইসময় কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি হয়। এরপর গাড়ি রাখার জায়গায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে বচসা চলার সময় একজন ছুরি দিয়ে ইয়ামালের বাবাকে আঘাত করতে থাকেন। এই ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। মুনির বলেছেন, 'মৃত্যুর মুখে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তবে এখন বিপদ মুক্ত।'

ভাইরাল

উপহারে ষাঁড় কেন

প্যারিস অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনাজয়ী আর্শাদ নাদিমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁর শ্বশুর কেন ষাঁড় উপহার দিলেন? উত্তরে আর্শাদ বলেছেন, 'স্ত্রী আয়েষার থেকে শোনার পর আমারও প্রতিক্রিয়া ছিল, ষাঁড়? তিনি তো আমাকে ৫-৬ একর জমিও দিতে পারতেন! তবে ষাঁড়ও ভালো। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর যথেষ্ট সঙ্গতি রয়েছে। তিনি আমাকে উপহার হিসেবে ষাঁড় দিয়েছেন।' তাঁর এই উত্তর নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে জোর চর্চা চলছে।'

সেরা উক্তি

অফসিজন বলে কিছু ছিল না আমার। প্রতিদিন ভোর ৪.১৫-তে উঠে নিয়মিত দৌড়োতাম। তারপর জিম। বিকেলে ব্যাটিং। টানা দৌড়োনোর ফলে এখন অনেক বেশি ফিট। আর বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে ভাবছি না। নিজেকে তৈরি রাখতে চাই। ইন্ডোরে বোলিং মেশিনে প্র্যাকটিস করেছি।

-সরফরাজ খান
(বুচিবাবু ট্রফিতে অভিযান শুরুর প্রাক্কালে)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কলকাতা লিগে শেষবার মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সময় কে কোচ ছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সুনীল ছেত্রী, ২. রোহন বোপান্না।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলেশ হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, অসীম হালদার, নিমাই সরকার, সুজন মহন্ত, কৌশোভ দে, অমৃত হালদার।

রক্ষণে বাড়তি জোর কোয়াদ্রাতের

অনুশীলনে চনমনে মেজাজে আনোয়ার

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ১৬ আগস্ট : 'আনোয়ার আলি কি আজ অনুশীলনে নামবে?' রাজারহাটের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন দেখতে আসা সমর্থকদের মধ্যে এটিই ছিল আলোচনার মূল বিষয়। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ উত্তরটি তাঁরা পেলেন। প্রভসুখান সিং গিল ও গুরসিমরত সিং গিলের সঙ্গে একই গাড়িতে চড়ে অনুশীলনে আসেন আনোয়ার।

১৮ অগাস্ট ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে কি তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে? সমর্থকদের মনে জাগা এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া এই মুহূর্তে কঠিন। প্রথমদিন অনুশীলন দেখে মনে হল প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে পুরো ম্যাচ খেলার মতো ফিটনেস এইমুহূর্তে আনোয়ারের নেই। যদিও তাঁকে নিয়ে কোচ কার্লেস কোয়াদ্রাত বলে যান, 'আনোয়ার ফিট।'

এক ঘণ্টার কিছুক্ষণ বেশি সময়ের অনুশীলন বেশ চনমনে দেখাল তাঁকে। এমনকি অনুশীলন শেষে বেশ কিছুক্ষণ দৌড়াতেও দেখা যায় তাঁকে। বোঝাই যাচ্ছে, ম্যাচে তাঁকে খেলানো যাবে কি না, তা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায় লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট।

আনোয়ারের পাশাপাশি অনুশীলনে নজর কাড়ার মতো আরও একটি ব্যাপার চোখে পড়ে। গোটা দলকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন কোয়াদ্রাত। তাতে দুটি দল গড়েন রক্ষণভাগের ফুটবলারদের নিয়ে। আরেকটি দলে ছিলেন মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, মাদিহ তালালদের নিয়ে গড়া তৃতীয় দলটি সহকারী কোচ দিমাস দেলগাডোর তত্ত্বাবধানে আক্রমণে বৈচিত্র্য আনার অনুশীলন করে। অন্যদিকে বাকি দুটি দল নিয়ে কাটাছেঁড়া করেন কোয়াদ্রাত। প্রভাত লাকরা, জিকসন সিং, আনোয়ার ও মার্ক জোথানপুইয়া- এই চার ডিফেন্ডারকে নিয়ে যেমন সিচুয়েশন অনুশীলন হয়, তেমনই লালচুংনুঙ্গা, হিজাজি মাহের ও গুরসিমরতকে নিয়ে বানানো রক্ষণভাগও সমান তালে অনুশীলন করেন। বোঝা যাচ্ছিল, অল্টিন অসিরের বিরুদ্ধে এসিএল টুয়ের যোগ্যতা অর্জনকারী ম্যাচে রক্ষণের যে ফাঁকফোকর দেখা গিয়েছিল, তা মেরামতির জন্য মরিয়া লাল-হলুদ প্রফেসর।

সেই ম্যাচে চোট পান সাইডব্যাক মহম্মদ রাকিপ। তিনি এদিন অনুশীলনে আসেননি। তবে হাঁটুতে ব্যান্ডেজ ছাড়াই পুরোদমে অনুশীলন করেন হিজাজি। শুরুর দিকে বল দখলের লড়াইয়ে মুখে সতীর্থের হাত লাগে ক্লেইটন সিলভার। তারপর এই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার আর অনুশীলন করেননি। যদিও সূত্রের খবর, আঘাতটা সামান্য।

অনুশীলন সেরে ফেরার সময় খুদে সমর্থককে শুভেচ্ছা আনোয়ার আলিকে।

ডার্বির আগে ধোঁয়াশা ম্যাকলারেনকে নিয়ে

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে কি জেমি ম্যাকলারেন খেলবেন? গত কয়েকদিন ধরে এই প্রশ্নটাই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকদের মুখে মুখে ঘুরছে। বাঙালির আবেগের মহারণের ৪৮ ঘণ্টা আগেও দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন না তিনি। মূলত সাইক্লিং করে কাটালেন এই অজি তারকা। কলকাতায় আসার কয়েকদিন পর থেকেই ঘাড়ের সমস্যায় ভুগছেন তিনি। চিকিৎসা করানোর জন্য মুম্বই গিয়েছিলেন এই তারকা। আপাতত যা পরিস্থিতি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে জিমির না থাকার সম্ভাবনা বেশি।

এদিন প্রস্তুতিতে রক্ষণ ও মাঝমাঠের বোঝাপড়া বাড়ানোর দিকে নজর দিলেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। আসলে প্রতিপক্ষ দলে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, ক্লেইটন সিলভার মতো অ্যাটাকার রয়েছেন। তাই রক্ষণভাগ নিশ্ছিদ্র করাই লক্ষ্য এই স্প্যানিশ কোচের। গত ম্যাচের মতো ডার্বিতেও তিন ডিফেন্ডার নিয়ে মাঠে নামতে পারেন। তাই কখনও দুই বিদেশির সঙ্গে শুভাশিস বসু, আবার কখনও টম অ্যালড্রেড-দীপক টাংরি-শুভাশিস কম্বিনেশনে অনুশীলন করালেন মোলিনা।

শুক্রবার অনুশীলনের পর বিদেশি ডিফেন্ডার অ্যালড্রেড জানিয়েছেন, ডার্বির জন্য তৈরি তিনি। সেইসঙ্গে প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তিনি। আপাতত অজি তারকা দিমিত্রিস পেত্রাতোস ডার্বির প্রথম একাদশে থাকবেন বলে খবর। যদিও কলকাতায় আসার পর একটাও ম্যাচ খেলেননি তিনি। কিন্তু পুরোপুরি ফিট থাকায় এই অজি তারকার ওপরেই বাজি ধরছেন মোলিনা। সেইসঙ্গে জেসন কামিংস ও গ্রেগ স্টুয়ার্টের মধ্যে একজনকে খেলানো হতে পারে। গত ম্যাচে বায়ুসেনাকে হাফ ডজন গোলে হারিয়েছিল মোলিনার ছেলেরা। সেই ম্যাচে গোল পেয়েছিলেন কামিংস ও স্টুয়ার্ট দুইজনই।

ডার্বিতে মাঝমাঠে বাগানের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন সাহাল আব্দুল সামাদ, আপুইয়া রালতে ও অনিরুদ্ধ থাপা। তবে অনিরুদ্ধের প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা কম। পরিবর্ত হিসেবে নামতে পারেন তিনি। এদিন মোহনবাগান অনুশীলনে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার ডগলাস ডা সিলভা। বেশ কিছুক্ষণ ক্লাবে সময় কাটালেন তিনি। একটা সময় এই ব্রাজিলিয়ান তারকা বাগানের যুব দলের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর অধীনে খেলেছেন দীপক টাংরি। ডার্বির আগে নিজের পুরোনো কোচকে পেয়ে বেশ খোশমেজাজে দেখা গেল সবুজ-মেরুনের এই তারকাকে। ডগলাসের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলেন দীপক। পুরোনো কোচের উপস্থিতিতে ডার্বিতে তিনি ফুল ফোটাতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার।

ডিফেন্সে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ভরসা জোগাতে তৈরি হচ্ছেন টম অ্যালড্রেড।

বলছেন কোচ একোস

মৃত্যুও হতে পারত ভিনেশের

নিরুপায় হয়ে মধ্যরাত থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ব্যায়ামের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে শারীরিক কসরত চলে। ঘণ্টায় মাত্র ২-৩ মিনিট বিশ্রাম নিয়েছিল। কারোর শরীর এতটা ধকল নিতে পারে না। ওর শরীরও ব্যতিক্রম ছিল না। ভোরে ভিনেশ জ্ঞান হারায়। কোনওমতে আমরা ওর জ্ঞান ফেরাই। তারপর প্রায় ১ ঘণ্টা ফের স্টিমবাথ নেয়। দেখে মনে হচ্ছিল, যে কোনও সময় ওর মৃত্যু হতে পারে। -উওলার একোস

বুদাপেস্ট, ১৬ অগাস্ট : অলিম্পিক পদকের জন্য নাকি নিজের জীবন বাজি রাখতেও রাজি ছিলেন ভিনেশ ফোগট! ক্যাসে তাঁর আবেদন খারিজ হওয়ার পর এমনটা জানালেন ভিনেশের হাঙ্গেরিয়ান কোচ উওলার একোস।

ফাইনালের আগের রাতে ওজন কমাতে ভিনেশের মরিয়া চেষ্টার কথা কারোর অজানা নয়। কিন্তু সেই রাতে ঠিক কী করেছিলেন তিনি? একোস বলেছেন, 'সেমিফাইনালের পর দেখা যায় ওর ২.৭ কেজি ওজন বেড়ে গিয়েছিল। আমরা ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর্যন্ত শরীরচর্চা করি। তাতেও ১.২ কেজি ওজনের বেশি ঝরানো সম্ভব হয়নি। তারপর ভিনেশ স্টিমবাথ নেয়। কিন্তু ৫০ মিনিট পরও ওর শরীর থেকে এক ফোঁটা ঘাম ঝরেনি।' একোস বলে চলেন, 'তারপর নিরুপায় হয়ে মধ্যরাত থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ব্যায়ামের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে শারীরিক কসরত চলে। ঘণ্টায় মাত্র ২-৩ মিনিট বিশ্রাম নিয়েছিল। কারোর শরীর এতটা ধকল নিতে পারে না। ওর শরীরও ব্যতিক্রম ছিল না। ভোরে ভিনেশ জ্ঞান হারায়। কোনওমতে আমরা ওর জ্ঞান ফেরাই। তারপর প্রায় ১ ঘণ্টা ফের স্টিমবাথ নেয়। দেখে মনে হচ্ছিল, যে কোনও সময় ওর মৃত্যু হতে পারে।' রিপোর্ট অনুযায়ী, একোস কথাগুলি সমাজমাধ্যমে জানানোর পরই পোস্টটি মুছে দেন।

এদিকে, ক্যাসের রায় ঘোষণার পর শুক্রবার প্রথম সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানান ভিনেশ। হতাশা প্রকাশের একটি মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেন তিনি। তাতে দেশের তারকা মহিলা প্যাডলার মণিকা বাত্রা কমেন্ট করেন, 'স্বপ্ন সত্যি করতে কীভাবে তার পিছনে তাড়া করতে হয়, সেটা তুমি শেখালে।'

অনিশ্চয়তা সামির প্রত্যাবর্তন ঘিরেও

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : হাতে আরও মাসখানেক। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টের সিরিজ। লম্বা ছুটির পর পুরো দল নিয়ে ঝাঁপানোর টার্গেট। যদিও প্রাথমিক খবর অনুযায়ী বাংলাদেশ সিরিজেও সম্ভবত বিশ্রামে জসপ্রীত বুমরাহ।

হেডকোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকাররা চাইছেন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য দলের এক নম্বর স্পিডস্টারকে 'তরতাজা' রাখতে। তাই ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু বাংলাদেশ সিরিজে বিশ্রামের ভাবনা।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলা ওর ওপর নির্ভর করবে। নিজের শরীরের বিষয়টি বুমরাহই বুঝবে। টিম ম্যানেজমেন্ট এবং নির্বাচকরা একটা জায়গায় পরিষ্কার- অস্ট্রেলিয়া সফরে ৫ টেস্টেই ১২০ শতাংশ ফিট বুমরাহকে দরকার। অজি সফরের আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ। যেখানে প্রস্তুতি সেরে নিতে পারবে।'

মহম্মদ সামি আবার নিজেই নিশ্চিত নন ভারতীয় দলে কবে ফিরবেন। চোট কাটিয়ে ইতিমধ্যেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। লম্বা বিরতি শেষে প্রস্তুতিতে বল হাতে তুলে নেওয়ার পর লিখেওছিলেন, মাঠে নামার জন্য ছটফট করছেন। নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারও জানান, তাঁরা আশাবাদী বাংলাদেশ সিরিজেই প্রত্যাবর্তন ঘটবে সামির। স্পিডস্টারের ফিটনেসের ব্যাপারে

বাংলাদেশ সিরিজেও সম্ভবত বিশ্রামে বুমরাহ

এনসিএ-র সঙ্গেও কথা বলা হবে। তবে তাঁকে নিয়ে আশায় কিছুটা জল ঢেলেছেন সামিই। জানিয়েছেন, পরিশ্রম করছেন। কিন্তু কবে ফিরবেন, এখনই তাঁর পক্ষে বলা কঠিন।

এদিকে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকে নজর কেড়েছিলেন সরফরাজ খান। ফিটনেস নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন উঠলেও ব্যাটিংয়ে তা ঢেকে দেওয়ার প্রয়াস তারিফও কুড়িয়েছিল। এবার লক্ষ্য ফিটনেস নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দূর করতে। সরফরাজ জানান, অফসিজনে ফিটনেস নিয়ে প্রচুর ঘাম ঝরিয়েছেন। ব্যাটিং অনুশীলনের মাঝেও বাড়তি পরিশ্রম করেছেন শরীরচর্চায়।

মুম্বইয়ের হয়ে বুচিবাবু অভিযান শুরুর প্রাক্কালে সরফরাজ বলেছেন, 'অফসিজন বলে কিছু ছিল না আমার। প্রতিদিন ভোর ৪.১৫-তে উঠে নিয়মিত দৌড়োতাম। তারপর জিম। বিকেলে ব্যাটিং। টানা দৌড়োনোর ফলে এখন অনেক বেশি ফিট। আর বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে ভাবছি না। নিজেকে তৈরি রাখতে চাই। ইন্ডোরে বোলিং মেশিনে প্র্যাকটিস করেছি।'

এদিকে, ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল বলে দুরন্ত মেজাজে প্রত্যাবর্তন করলেন ঈশান কিষান। বুচিবাবু টুর্নামেন্টে শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৮৬ বলে শতরান করলেন ঝাড়খণ্ডের এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। ঈশানের ১১৪ রানের ইনিংসে অর্ধশতরান এসেছিল ৬১ বলে।

উয়েফা সুপার কাপ হাতে রডরিগো, জুড়ে বেলিংহাম, ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের সঙ্গে কিলিয়ান এমবাপে। ওয়ারশয়ে বুধবার রাতে।

অভিষেকে রিয়ালকে ট্রফি দিলেন এমবাপে

ওয়ারশ, ১৬ অগাস্ট : রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে নিজের অভিষেকটা স্মরণীয় করে রাখলেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। উয়েফা সুপার কাপ ফাইনালে গোল করে দলকে চ্যাম্পিয়ন করলেন তিনি। এমবাপে ও ফেডেরিকো ভালভের্দের গোলে ২-০ ব্যবধানে আটলান্টাকে হারাল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। ম্যাচের প্রথমার্ধে খেলার ফলাফল ছিল গোলশূন্য। ৫৯ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন উরুগুয়ের তারকা ভালভের্দে। ৬৮ মিনিটে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন ফরাসি মহাতারকা এমবাপে। জুড়ে বেলিংহামের পাস থেকে দুই ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করে গোল করেন তিনি।

ম্যাচের পর উচ্ছ্বসিত এমবাপে বলেছেন, 'এটা একটা স্মরণীয় রাত। এই রাতটার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছি। রিয়ালের জার্সি গায়ে খেলতে চেয়েছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মাঠে নেমে ছিলাম। সেটা করতে পেরে আমি খুশি।'

এমবাপের পারফরমেন্সে খুশি কোচ আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, 'এমবাপের প্রচুর গোল করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে এই দলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন। সেটা করতে পারলে আমরা একটা দুর্দান্ত মরশুম কাটাতে চলেছি।' এদিকে, এই ট্রফি জয়ের সুবাদে অনন্য নজির গড়েছেন রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি। তিনি এই মুহূর্তে প্রাক্তন কোচ মিগুয়েল মুনোজের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ট্রফি জয়ী রিয়াল কোচ।

কাতার-ইরানের ক্লাবের সঙ্গে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অগাস্ট : কঠিন গ্রুপে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ২০২৪-'২৫ মরশুমের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ড্র এদিনই হল কুয়ালালামপুরে।

এ গ্রুপে মোহনবাগানের সঙ্গে আছে আল ওয়াখরা (কাতার), ট্র্যাক্টর এফসি (ইরান) ও রাভসান এফসি (তাজিকিস্তান)। আইএসএল লিগ-শিল্ড জেতায় মোহনবাগান এবারই প্রথম হওয়া এএফসি ক্লাব প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় টায়ারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গত মরশুমেও এএফসি কাপে খেলার সুযোগ পেলেও গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয় তারা। মোহনবাগানের গ্রুপে থাকা আল ওয়াখরা কাতার লিগের চার নম্বর দল। একইভাবে ট্র্যাক্টর এফসি-ও পারসিয়ান গালফ প্রো লিগে চতুর্থ হয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। তাজিক লিগের রানার্স রাভসান। প্রত্যেক দল একে অপরের সঙ্গে হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেলবে। মোট ৩২ দলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। খেলাগুলো হবে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। প্রতি গ্রুপের প্রথম দুই দল যাবে শেষ ষোলোতে। এই খেলাগুলো হবে ফেব্রুয়ারিতে। মার্চ ও এপ্রিলে যথাক্রমে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল। ১৭ মে ফাইনাল।

ইস্টবেঙ্গলের এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ গ্রুপ ম্যাচের ড্র হবে ২২ অগাস্ট।

মেয়াদ বাড়ল ভিভিএসের

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত। শুধু ঘোষণাটা হল স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান হিসেবে আরও এক বছর মেয়াদ বাড়ল ভিভিএস লক্ষ্মণের। শেষ কয়েকদিন ধরেই ভিভিএসের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেই সময়ই স্পষ্ট হয়, এনসিএ-র প্রধান হিসেবে লক্ষ্মণই দায়িত্বে থাকছেন। ভিভিএসের সঙ্গে তাঁর সহকারীদেরও মেয়াদ বেড়েছে এক বছরের জন্য। ভিভিএসের সহকারী হিসেবে থেকে গেলেন হৃষীকেশ কানিতকার, সাইরাজ বাহুতুলে ও সীতাংশু কোটাক।

রোনাল্ডোর নজির

রিয়াধ, ১৬ অগাস্ট : চলতি বছর ইউরো কাপে গোল পাননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু ক্লাব ফুটবলে মরশুম শুরু হতেই চেনা ছন্দে পর্তুগিজ মহাতারকা। সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনালে আল তাউনকে ২-০ গোলে হারায় আল নাসের। ম্যাচের অন্যতম গোলদাতা রোনাল্ডো। সেইসঙ্গে টানা ২৩টি মরশুমে গোল করা একমাত্র ফুটবলার হলেন তিনি। পাশাপাশি ক্লাব ও আন্তর্জাতিক স্তর মিলিয়ে ৮৯৬টি গোল করে ফেললেন তিনি। রোনাল্ডোর সামনে এইমুহূর্তে ৯০০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়া প্রথম ফুটবলার হওয়ার হাতছানি।

ঘরোয়া সিরিজে থাকছে না গোলাপি টেস্ট, ঘোষণা জয়ের

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : আগামী অক্টোবরে বাংলাদেশের পরিবর্তে ভারতে মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য আইসিসি-র তরফে প্রস্তাব এসেছিল। আমরা 'না' করে দিয়েছি।

ঘরোয়া ক্রিকেট সিরিজে থাকছে না গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট। আমরা দেশের মাটিতে মোট দুইটি গোলাপি টেস্ট আয়োজন করে দেখেছি, তিনদিনও খেলা হয়নি। এমন ঘটনা দর্শক, ক্রিকেটার, সম্প্রচারকারী চ্যানেল- কারোর জন্যই ভালো নয়।

২০২২ সালে রবীন্দ্র জাদেজা চোট পাওয়ার পরই ওর সঙ্গে কথা বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, কোনও ক্রিকেটার চোট পেয়ে দলের বাইরে গেলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে ফিরতে হবে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের এই তালিকায় না রাখাই ভালো।

রাজনৈতিক অস্থিরতায় জর্জরিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আমাদের এখনও কথা হয়নি। হয়তো দ্রুতই কথা হবে। ওরা যোগাযোগ না করলে আমরাই করে নেব। সেপ্টেম্বরে দেশের মাটিতে বাংলাদেশ ও পরে নিউজিল্যান্ড সিরিজ খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য।

বক্তার নাম জয় শা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় স্বাধীনতা দিবসের বিকেলে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেখানেই তিনি ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে তাঁর আগামীর ভাবনা খোলসা করেছেন। জয়ের কথায়, আমাদের দেশে মহিলাদের বিশ্বকাপ রয়েছে। বিসিসিআই চায় না কেউ ভাবুক দুনিয়ার সব প্রতিযোগিতা আমরাই আয়োজন করব।' সূত্রের খবর, অক্টোবরে বাংলাদেশে নির্ধারিত

আইসিসি-কে 'না' বোর্ডের

'আইসিসি'র তরফে দিনকয়েক আগে আমাদের মহিলাদের বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমরা না করে দিয়েছি। একে তো অক্টোবরে দেশের নানা প্রান্তে বর্ষার দাপট থাকে। তাছাড়া ২০২৫ সালেই থাকা মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরতে চলেছে।

চলতি বছরের নভেম্বরে টিম ইন্ডিয়া পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। যেখানে অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টও রয়েছে। দেশের মাটিতে রোহিতরা অবশ্য পিঙ্ক টেস্ট খেলবেন না। বোর্ড সচিবের কথায়, 'অতীতে মোট দুইবার গোলাপি টেস্ট হয়েছে আমাদের দেশে। কোনও টেস্টই তিনদিনও চলেনি। ফলে দর্শক, সম্প্রচারকারী চ্যানেল- সবারই সমস্যা হয়েছে। তাই আপাতত ঘরের মাটিতে গোলাপি টেস্ট খেলছি না আমরা।' আসন্ন বাংলাদেশ সিরিজকেও 'মহা গুরুত্বপূর্ণ' বলে আখ্যা দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব। জয় বলেছেন, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা সবাই জানে। ওদের বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি আমাদের। দ্রুত কথা হবে।'

দলীপ ট্রফি দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। বোর্ডের মূল চুক্তিতে থাকা প্রায় সব ক্রিকেটারই অংশ নিচ্ছেন। ঈশান কিষান, শ্রেয়স আইয়ারদের মতো অবাধ্য ক্রিকেটাররাও খেলছেন দলীপে। কেন বোর্ডের এমন ভাবনা? জয় বলছেন, '২০২২ সালে জাদেজা চোট পাওয়ার পর ওর সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। তখনই ঠিক করি, চোট পেয়ে কেউ দলের বাইরে গেলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে তাকে ফিরতে হবে। এই ব্যাপারে কড়া নিয়ম করেছি আমরা।' কিন্তু তারপরও তো রোহিত-বিরাট-রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা নেই। এমন প্রশ্নের জবাবে কিছুটা নরম সুরে বিসিসিআই সচিব বলছেন, 'বাকিদের সঙ্গে রোহিত-বিরাটদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না। তাছাড়া ওরা তো খেলার মধ্যেই রয়েছে।' এদিকে, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা বাংলাদেশ সিরিজেও জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রামেই রাখা হবে, বোর্ড সচিব জয় এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। সম্ভবত, দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে বুমরাহ দলে ফিরবেন। পরে সিরিজ শেষে তিনি অস্ট্রেলিয়া উড়ে যাবেন।

অতীতে মোট দুইবার গোলাপি টেস্ট হয়েছে আমাদের দেশে। কোনও টেস্টই তিনদিনও চলেনি। ফলে দর্শক, সম্প্রচারকারী চ্যানেল-সবারই সমস্যা হয়েছে। তাই আপাতত ঘরের মাটিতে গোলাপি টেস্ট খেলছি না আমরা।

জয় শা

KHOSLA ELECTRONICS
KHOSLA ELECTRONICS
COST TO COST OFFER
OFFERS ON ALL TOP BRANDS
ON CUSTOMER DEMAND OFFER EXTENDED
LAST 2 DAYS
DISCOUNT Upto 88%
CASH BACK Upto ₹35,000
ASSURED FREE GIFTS
HIGHEST EXCHANGE OFFER Upto ₹40,000
EXCLUSIVE OFFER GUARANTEED ₹6,000 LOYALTY BONUS
0 DOWN PAYMENT INTEREST
Easy Finance by
Upto 36 MONTHS EMI
BUY 1 GET 1 FREE
EMI STARTS ₹790
15 Plus 128 GB ₹78,900*
15 128 GB ₹68,900*
SAMSUNG
S24 Ultra 256 GB ₹1,14,999*
A 55 12/ 256 GB ₹40,999*
vivo
V40 Pro 8/256 ₹49,900*
Cash back ₹5,000 on Cc
V30 E 8/128 GB ₹27,999*
Instant Cash back ₹4,000*
oppo
Reno 12 256 GB ₹29,900*
F27 pro Plus 128gb ₹25,200*
AMD Athlon / 8 GB RAM/ 512 GB SSSD/ Win 11+OFC
₹25,900
EMI ₹2,158
FREE 64 GB HP PEN DRIVE
i5 12th GEN / 8 GB RAM/ 512 GB SSSD/ Win 11+OFC
₹45,900
EMI ₹3,825
DELL WIRELESS COMBO worth ₹2,299 @ ₹799
i5 12th GEN / 16 GB RAM/ 512 GB SSSD/ RTX 2050 4GB GRAPHICS
₹57,900
EMI ₹4,825
CASH BACK ₹2,500*
SCRATCH & WIN
32 inch LED TV Worth ₹34999
Cross Laptop Bag Worth ₹4899
Cross crossbody bags Worth ₹3299
POLICE Backpack Worth ₹1999
Screen guard + Back cover
3 YEARS WARRANTY
LG SAMSUNG SONY Panasonic KGA Haier LLOYD
98 QLED 4K Cost Price ₹7,34,990* EMI ₹19,990
85 UHD 4K Cost Price ₹2,44,990* EMI ₹6,990
75 UHD 4K Cost Price ₹94,990* EMI ₹3,990
65 UHD 4K Cost Price ₹62,990* EMI ₹2,990
55 Google TV Cost Price ₹33,490* EMI ₹2,027
43 SMART LED Cost Price ₹15,790* EMI ₹1,027
32 SMART LED Cost Price ₹9,490* EMI ₹790
COMBO OFFER
BUY LED & SOUND BAR & GET ₹40,000 DISCOUNT EMI ₹999
LG SONY SAMSUNG JBL
PARTY BOX Cost Price ₹15,790 EMI ₹1,541
BUY 1 GET 1 FREE
Buy 32 Smart LED & Get FREE 180 L SD Refrigerator worth ₹21,390 Cost Price ₹14,990* EMI ₹1,916
Buy 233 L DD Refrigerator & Get FREE 7 Kg Top Load WM worth ₹26,780 Cost Price ₹26,490* EMI ₹2,874
Buy 1.5 Ton 3* Inv AC & Get FREE 32 Smart LED worth ₹24,990 Cost Price ₹29,990* EMI ₹3,208
Buy 7 Kg Top Load WM & Get FREE 20 L MicroWave Oven worth ₹8,500 Cost Price ₹14,990* EMI ₹1,499
1200 Suc Cimney & Get FREE 3 BB Glass Cooktop worth ₹6,990 Cost Price ₹10,990* EMI ₹1,249
SAMSUNG LG Whirlpool Godrej Haier Panasonic
564 L SBS Cost Price ₹57,990* EMI ₹2,525
330 L FF Cost Price ₹32,990* EMI ₹2,916
237 L BMR Cost Price ₹26,490* EMI ₹2,374
180 L SD Cost Price ₹13,490* EMI ₹1,149
FREE Biriyani Pot Worth ₹2,499
FREE morphy richards 1000 Watt Iron Worth ₹1,295
7 KG FRONT LOAD Cost Price ₹25,990* EMI ₹2,374
7 KG TOP LOAD Cost Price ₹13,990* EMI ₹1,166
8 KG SEMI AUTO Cost Price ₹11,490* EMI ₹958
COPPER AC
FREE AC Outdoor Bracket Worth ₹1,000
1.0 Ton 3* Inv Cost Price ₹25,490* EMI ₹2,124
1.5 Ton 3* Inv Cost Price ₹25,990* EMI ₹2,166
2 Ton 3* Inv Cost Price ₹33,990* EMI ₹2,832
A HAVELLS Brand
LLOYD Khayaal jo ghar ko ghar banaye
Celebrate Independence Day with Lloyd
1+2 YEAR EXTENDED WARRANTY* ON LLOYD LED TV RANGE
Google TV
QLED
FAR FIELD TECHNOLOGY
Dolby VISION·ATMOS
Discover Lloyd's New Range with Extended Warranty
LLOYD Estello H with In-Built Heater
LLOYD STELLAR AIR CONDITIONER
Mood ON MOOD LIGHTING
India's 1st Designer AC
LLOYD REFRIGERATORS MAKES ICE IN 29 MINUTES
PAY ₹1 Take Home Lloyd Fixed EMIs Available
Available in 1.09 m, 1.39 m, 1.65 m & 1.90 m
JUST PAY ₹1/- & Take Home a Lloyd Product
GET Extended Warranty*
FREE Installation* On Select Models
JUST PAY ₹2 024/- Fixed EMI
UP TO ₹10 000 INSTANT CASHBACK* On Credit Card EMI Transaction.
AMERICAN EXPRESS HDFC BANK ICICI Bank Bank of Baroda one card DBS SBI card FEDERAL BANK YES BANK
Scan QR Code to view complete range of Lloyd products
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹15,000; Max. Discount: ₹5,000 per card. Also valid on EMI Trxn. Validity: 09 Aug - 25 Aug 2024. T&C Apply.
BUY 24x7 khoslaonline.com
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC Standard Chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.
Scan to locate your nearest Khosla store
RAIGANJ MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph : 91473 93600
ALIPURDUAR SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph : 98742 87232
SILIGURI SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

‘অলিম্পিক আয়োজনে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ’

২০৩৬ নিয়ে মনুদের বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্নে বিভোর ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার এহেন ইচ্ছা পূরণ হবে কিনা, তা সময়ই বলবে। কিন্তু ৩৬-এর অলিম্পিক আয়োজনে মনু ভাকেররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছেন বলে জানিয়ে দিলেন মোদি।

স্বাধীনতা দিবসে নিজের বাসভবনে প্যারিস অলিম্পিকের অ্যাথলিটদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে মনু ভাকের, সরাবজ্যোৎ সিং, লক্ষ্য সেনদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয় মোদির। তিনি প্যারিসে জোড়া ব্রোঞ্জজয়ী মনুর পিস্তল অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখেন। পরে অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন উসকে দিয়ে মনুদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘ভারত ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য তৈরি হচ্ছে। এই বিষয়ে বর্তমান অ্যাথলিটদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তোমরা অনেককিছু দেখেছ। অভিজ্ঞতা রয়েছে। যারজন্য আমার ২০৩৬ সালের টিমে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছ। তোমাদের সাহায্যেই আমরা সেরা অলিম্পিক আয়োজন করতে পারব।’

মরিয়া চেষ্টা করেও মহিলাদের কুস্তির ৫০ কেজি বিভাগে ফাইনালে নামতে পারেননি ভিনেশ ফোগট। ১৪ অগাস্ট ভিনেশের যুগ্ম রুপোজয়ী হওয়ার আবেদনও খারিজ করে দেয় কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন ফর স্পোর্টস (ক্যাস)। তারপরও ভিনেশকে ‘সাহসী মেয়ে’ আখ্যা দিয়ে মোদি বলেছেন, ‘ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে অলিম্পিকে কুস্তির ফাইনালে উঠেছিল ভিনেশ। যা গর্বের বিষয়।’

টানা দ্বিতীয়বার অলিম্পিক থেকে ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরেছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল। প্যারিস অলিম্পিকে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের সঙ্গে ‘সরপঞ্চ সাব’ নামটা জুড়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার মোদিও ইয়ার্কি করে হরমনপ্রীতকে ‘সরপঞ্চ’ বলে ডাকেন। জানতে চান, কোয়ার্টার ফাইনালে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ম্যাচের বেশিরভাগ সময় ১০ জনে খেলা কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল। উত্তরে হরমনপ্রীত বলেছেন, ‘অমিত রোহিদাস লাল কার্ড দেখার পর প্রাথমিকভাবে আমরা মুষড়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তারপরও ম্যাচ ১-১ রাখি। শুটআউটে জয় পাই। অলিম্পিকের ইতিহাসে ৪২ মিনিট ধরে দশজনে খেলে জেতার ঘটনা আগে ঘটেনি।’ হরমনপ্রীতদের তরফে প্রধানমন্ত্রীকে হকি স্টিক ও জার্সি উপহার দেওয়া হয়।

ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ ম্যাচে হেরে পদক হাতছাড়া করেন লক্ষ্য সেন। রসিকতা করে মোদি এদিন তাঁকে বলেন, ‘তুমি তো এখন সেলেব্রিটি।’ মনঃসংযোগে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেইজন্য অলিম্পিক চলাকালীন লক্ষ্যর ফোন কোচ প্রকাশ পাড়ুকোন নিয়ে রেখেছিলেন। সেই ঘটনাও এদিন লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেন।

স্বাধীনতা দিবসে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী হকি দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকেরের বন্দুক দেখছেন তিনি।

আরজি কর : গর্জে উঠলেন বুমরাহরা

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট : ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’। ‘তিলোত্তমা’-কে নিয়ে প্রতিবাদের ঢেউ ভারতীয় ক্রিকেটমহলেও। বাকি দেশের সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, শ্রেয়স আইয়াররাও সোচ্চার নারকীয় ঘটনার বিরুদ্ধে। নারীসমাজের পাশে দাঁড়িয়ে মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী বদলের ডাক দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকারা।

আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় গোটা দেশ সোচ্চার। লাখো লাখো মানুষ প্রাক-স্বাধীনতা দিবসের রাতে পথে নেমেছেন। সেই প্রতিবাদ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেননি ক্রিকেটের মাঠে দেশকে গর্বিত করা তারকারাও। অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের একটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। যে পোস্টে লেখা, ‘পরিবেশ পরিবর্তন করুন। মেয়েদের পথ বদলাতে বলবেন না। সকল মহিলাই সুস্থ পরিবেশ ডিজার্ভ করে।’

কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল জয়ী অধিনায়ক শ্রেয়স নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, ‘কিছু বদলায়নি। আমি মর্মাহত এই ন্যক্কারজনক ঘটনা এবং এরপর যা চলছে তা দেখে। নৃশংস এই ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের গ্রেপ্তার করে যেন উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। আমরা বিচার চাই। মহিলাদের জন্য ন্যায়বিচার চাই।’

চিকিৎসক খুন এবং ধর্ষণ কাণ্ডে ধিক্কার জানিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মহম্মদ সিরাজও। বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের পেসার বিভিন্ন ধর্ষণ কাণ্ডের শিরোনামের কোলাজ পোস্ট করে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন সমাজের উদ্দেশ্যে। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার দিকে আঙুল তুলে লিখেছেন, ‘এবার কী অজুহাত দেবেন? এখনও বলবেন তাঁর (মেয়েটির) ভুল ছিল? কারণ পুরুষরা তো পুরুষই হবে, তাই না?’

উজ্জ্বল রাহানে

লেস্টার, ১৬ অগাস্ট : লেস্টারশায়ারকে মেট্রো ব্যাঙ্ক ওয়ান ডে কাপের সেমিফাইনালে তুললেন আজিঙ্কা রাহানে। ৮৬ বলে তাঁর ৭০ রানের ইনিংসের সুবাদে এদিন কোয়ার্টার ফাইনালে লেস্টারশায়ার ৩ উইকেটে হারিয়ে দেয় হ্যাম্পশায়ারকে। প্রথমে হ্যাম্পশায়ার ৮ উইকেটে ২৯০ রান করে। জবাবে একটা সময় ৩০ রানে তিন উইকেট চলে গিয়েছিল লেস্টারশায়ারের।